দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা মঙ্গলবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৫৩ ॥ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ ॥ ১৬ পৌষ ১৪৩১ বাংলা ॥ ২৮ জমাঃ সানি ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

বিভেদের অপচেষ্টা চলছে, সতর্ক থাকার পরামর্শ রিজওয়ানার

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই বিপ্লব ঘিরে বিভেদের অপচেষ্টা চলছে জানিয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, এ বিষয়ে শহীদদের পরিবারকে সতর্ক থাকতে হবে। সোমবার (৩০ ডিসেম্বর) ঢাকা বিভাগে শতাধিক শহীদ পরিবারকে দ্বিতীয় ধাপে আর্থিক সহায়তা দেওয়া অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, আমরা বা তোমরা কোনো বিভেদ নেই। কিন্তু বিভেদের অপচেষ্টা চলছে। তাই শহীদ পরিবারের সবাই সতর্ক থাকুন। এ যাত্রায় আমাদের জিততেই হবে। জেতার বিকল্প নেই।

পুলিশের মধ্যে অপরাধীদের বিচার অবশ্যই নিশ্চিত করা হবে : প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস সোমবার ঢাকায় তেজগাঁওয়ে তাঁর কার্যালয় থেকে চার বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার এবং ৩১ জেলার জেলা প্রশাসকদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তৃতা করেন। -পিআইডি

স্টাফ রিপোর্টার : পুলিশের মধ্যে যারা অপরাধী তাদের অবশ্যই বিচার নিশ্চিত করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, তাদের '২৪ এর অভ্যুত্থানের চেতনা ধারণ করেই কাজ করতে হবে। সোমবার (৩০ ডিসেম্বর) সকালে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে ভার্চুয়ালি মাঠ প্রশাসনের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় যুক্ত হয়ে তিনি এ কথা বলেন। মতবিনিময় সভায় ঢাকাসহ সব বিভাগের কমিশনার ও জেলা প্রশাসকরা নিজ নিজ কার্যালয় থেকে অংশ নিয়েছেন। অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম সফল করতে মাঠ প্রশাসনকে সক্রিয় ভূমিকা পালনের নির্দেশনা দেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনই আসল সরকার। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার সবার অধিকার নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। তাই মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের মনোযোগী হতে হবে। সভায় প্রধান উপদেষ্টা উল্লেখ করেন, পুলিশের যারা বিভিন্ন অপরাধে জড়িত, তাদের অবশ্যই শাস্তির আওতায় আনা হবে। পাশাপাশি নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বিতরণের নির্দেশনা দেন তিনি।

বাণিজ্য মেলা শুরু হচ্ছে কাল

স্টাফ রিপোর্টার আগামীকাল ১ জানুয়ারিতেই শুরু হচ্ছে মাসব্যাপী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার ২৯তম আসর। শেষ মুহূর্তে নির্দিষ্ট সময়ে স্টল নির্মাণ সম্পন্ন করতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কর্মব্যস্ত সময় পার করছেন কারিগর-শ্রমিকরা। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্টল তৈরির কাজ শেষ করে মালিকের কাছে হস্তান্তর করতে পারবেন বলে আশাবাদী তারা। শুরু থেকে দোকানপাট সাজিয়ে পুরোদমে বেচাকেনা করতে পারবেন বলে দাবি দোকান মালিকদের। মেলাকে প্রাণবন্ত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সর্ব্বোচ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মেলার আয়োজক রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। মেলায় যেকোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঠেকাতে প্রস্তুত রাখা হয়েছে সাত শতাধিক পুলিশ। থাকবে ভ্রাম্যমাণ আদালতের একাধিক টিম। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি গেটে থাকবে ইজারাদারের স্বেচ্ছাসেবকরা। রাজধানীর উপকণ্ঠ নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জে পূর্বাচল উপশহরে স্থায়ী ভেন্যু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিউশন সেন্টারে চতুর্থবারের মতো বসছে বাণিজ্য মেলা। ১ জানুয়ারি সকাল ১০টায় অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান

২-এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের নিকট সোমবার বঙ্গভবনে বাংরাদেশে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্ডার খোজিন তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করেন। -পিআইডি

বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি নিতে রাশিয়ার প্রতি রাষ্ট্রপতির আহ্বান

স্টাফ রিপোর্টার : ভিসা পদ্ধতি সহজীকরণ করে বাংলাদেশ থেকে আরও দক্ষ ও আধা দক্ষ জনশক্তি নিতে রাশিয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহ-াবুদ্দিন। সোমবার (৩০ ডিসেম্বর) বঙ্গভবনে বাংলাদেশে নবনিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার জি খোজিন রাষ্ট্রপতির কাছে পরিচয়পত্র পেশ করতে আসলে তাকে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি এই আহ্বান জানান। এর আগে সকালে বঙ্গভবনে পৌঁছালে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের একটি চৌকস দল নতুন ঢাকায় নবনিযুক্ত রুশ রাষ্ট্রদূতকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা যাতে রাশিয়ায় উচ্চ শিক্ষার আরও বেশি সুযোগ পায় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

২-এর পাতায় দেখুন

যে কারণে অস্থির ডলারের বাজার

স্টাফ রিপোর্টার : ছয় কারণে দেশে ডলারের বাজার অস্থির হয়ে পড়েছে বলে মনে করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ বাজারের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। আগামী বছরের প্রথম মাস থেকে ডলারের বাজার স্থিতিশীল হবে বলেও মনে করেন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থার কর্মকর্তারা। সোমবার (৩০ ডিসেম্বর) ডলার দাম নিয়ে দেওয়া ব্যাখ্যায় এসব তথ্য জানায় বাংলাদেশ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখপাত্রের দপ্তর থেকে বলা হয়েছে, ডিসেম্বর বছর সমাপনী মাস। এ কারণে নানা ধরনের ঋণ

২-এর পাতায় দেখুন

সংকট থেকে গভীর সংকটে সিরিয়া

চব্বিশেও রাহুর সংকট কাটেনি বিশ্বের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে বিদায় নিচ্ছে ২০২৪ সাল। আগের কিছু বছরের মতো এ বছরটিও ঘুরেছে বৈশ্বিক সংঘাত এবং মানবিক সংকটের আবর্তে। বিশ্বের একাধিক অঞ্চলে এখনো মারাত্মক সহিংসতা ও অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। চব্বিশের এই রাহু নতুন বছরে কাটবে কি না, তা সময়ই বলে দেবে। বিদায়ী বছরের আলোচিত সংঘাত-সংকট নিয়ে পড়ুন সালতামামি। ইউক্রেন যুদ্ধ : ইউক্রেনে যুদ্ধ ২০২৪ সালে বৈশ্বিক সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবেই থেকে গেছে। এই যুদ্ধে শুধু ২০২৪ সালেই ৬৭ হাজার মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এই সংঘাত ইউক্রেন এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক সহিংসতা এবং মানবিক সংকট তৈরি করেই চলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ার পর ইউক্রেন ও মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ সমীকরণও বদলে যাবে। ট্রাম্প প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি একদিনে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করবেন। ইউক্রেন এবং ইউরোপের অনেকেই ধারণা করছেন, এর মানে হবে পুতিনের পক্ষে দাঁড়ানো এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। মস্কো ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এবং তারা উল্লেখযোগ্য ভূখণ্ড দখল করছে। বড় প্রশ্ন হলো, ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ফিরলে রাশিয়া-ইউক্রেন, কার ঘরে কী অর্জন যাবে! গাজায় বিপর্যস্ত মানবতা : ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকাকে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক স্থানে পরিণত করেছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে সেখানে ৪৫ হাজারের বেশি মানুষের

২-এর পাতায় দেখুন

সচিবালয়ে আগুনে পুড়ে ২০০ কক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত

স্টাফ রিপোর্টার : প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র বাংলাদেশে সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনের চারটি তলার প্রায় ২০০ কক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন গণপূর্তের উপসহকারী প্রকৌশলী আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া। সোমবার (৩০ ডিসেম্বর) সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ তথ্য জানান তিনি। তবে আগুন লাগার কারণ তদন্তের পর জানা যাবে বলে জানান তিনি। গণপূর্তের উপসহকারী প্রকৌশলী জানান, ভবনটি সংস্কারযোগ্য কিনা তা নির্ধারণের জন্য পরিদর্শন করা হবে, তবে চূড়ান্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পরই সংস্কার সম্ভব কিনা স্পষ্ট হবে। সংস্কারের সময়সীমাও তদন্ত রিপোর্টের ওপর নির্ভর করবে বলে জানান তিনি। এদিকে, রোববার (২৯ ডিসেম্বর) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার সামনে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার উপ প্রেস সচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেছিলেন, সচিবালয়ে

২-এর পাতায় দেখুন

বিএনপিই পারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে : দুদু

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন,বিএনপিই পারে দেশে গণতন্ত্র,বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে। কীভাবে গরীব মানুষের পাশে দাঁড়াতে হয় তা জানে। এটা অতীত ইতিহাসে দেখা গেছে। ক্ষমতায় আনলে তারেক রহমানের নেতৃত্বে আগামীতেও দেখতে পাবেন। সোমবার (৩০ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও আন্দোলনের উদ্যোগে গণহত্যাকারী খুনি হাসিনা ও তার দোসররা দেশে অরাজকতা সৃষ্টির পাঁয়তারা করার প্রতিবাদে নাগরিক সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, দেশে একটা ষড়যন্ত্র চলছে। এই ষড়যন্ত্র থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে আমাদের আরও সতর্ক হতে হবে। তিনি বলেন, সবাই জানে গণতন্ত্রের উত্তরণের জন্য নির্বাচনের বিকল্প নাই। কোনো কোনো মহল নির্বাচনকে আটকে দিয়ে দেশকে ভিন্ন পথে নিয়ে যেতে চায়। কেউ কেউ

২-এর পাতায় দেখুন

সচিবালয়ে অগ্নিকাণ্ড অস্থায়ী অফিস থেকে কার্যক্রম চালাচ্ছে ৬ মন্ত্রণালয়

স্টাফ রিপোর্টার প্রশাসনের প্রাণ কেন্দ্র সচিবালয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৭নং ভবনে পুড়ে ছাই হয়েছে ৬টি মন্ত্রণালয়ের সরঞ্জাম, নথি-পত্র ও আসবাবপত্র। ফলে বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত এসব মন্ত্রণালয় অফিস স্থাপন করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। গতকাল সোমবার ক্ষতিগ্রস্ত এসব মন্ত্রণালয়ের একাধিক সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। সূত্র জানিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অস্থায়ী অফিসের কার্যক্রম চলছে আব্দুল গনি রোডের রেলভবনে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অফিসের কার্যক্রম চলছে জিরো পয়েন্টের জিপিও ভবনে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অস্থায়ী অফিস চলছে ফুলবাড়ীয়ার দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ভবনে। এছাড়া যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অস্থায়ী অফিস চলছে জাতীয় ক্রিয়া পরিষদ,

২-এর পাতায় দেখুন

বসিবি'র সভাপতি ফারুক আহমেদ সোমবার ঢাকায় মিরপুর শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিপিএল ২০২৫-এর উদ্বোধন করেন। এসময় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী উপস্থিত ছিলেন।

অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়াতে 'বই উৎসব' বাতিল, উদ্বোধন অনলাইনে

স্টাফ রিপোর্টার : বিনামূল্যে বছরের শুরুতে বই দেওয়া শুরু হয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। বিগত ১৫ বছর বছরের প্রথম দিনে সরকার ঘটা করে বই উৎসব করতো। এটিকে আওয়ামী লীগ সরকার তাদের অর্জনগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসেবেও দাবি করতো। ১ জানুয়ারি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিয়ে বই উৎসবের উদ্বোধন করতেন। এরপর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় পৃথক দুটি স্কুলে বড় অনুষ্ঠান করতো। তাছাড়া বিভাগীয় শহর, জেলা শহর, উপজেলা, পৌরসভা পর্যায়ে ঘটা করে বই বিতরণে অনুষ্ঠান করা হতো। বই উৎসব ঘিরে বড় অঙ্কের অর্থ বাজেট করতো সরকার। তবে অন্তর্বর্তী সরকার ঘটা করে বই উৎসব করবে

২-এর পাতায় দেখুন

চালবাজির চক্রেই চড়া দেশের চালের বাজার

স্টাফ রিপোর্টার : বিদেশ থেকে চাল আমদানি উন্মুক্ত। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য স্বাভাবিক। আমনের ভরা মৌসুম। দৃশ্যত কোনো সংকট নেই। তবু বাজারে অযৌক্তিকভাবে বাড়ছে চালের দাম। কৃষক-ফড়িয়াদের মজুতদারি, দেশের অস্থিতিশীলতার সুযোগ নিয়ে 'দাম আরও বাড়বে' গুজব, মিলারদের অপতথ্য ছড়ানো থেমে নেই। খুচরা বিক্রেতা থেকে কৃষক পর্যন্ত পুরো চক্রের 'চালবাজিতে' লাগামহীন চালের বাজার। কৃষক থেকে শুরু করে মিলার পর্যায়ে 'ভবিষ্যতে চালের দাম আরও চড়া হবে'-এমন তথ্য ছড়িয়েছে একটি মহল। ফলে বেড়েছে ধান-চালের মজুতপ্রবণতা। অল্প সরবরাহ রেখে, দাম বাড়িয়ে ফায়দা লুটছে সংশ্লিষ্টরা। এই প্রবণতা দেশে দীর্ঘদিন চলে আসছে। এসব চক্রের কারসাজিতেই চড়া হয় দাম। কৃষক, মিলার, ফড়িয়া ব্যবসায়ী, পাইকারি-খুচরা বিক্রেতা ও সরকারের দায়িত্বশীলদের সঙ্গে কথা বলে এমন তথ্য পাওয়া যায়। সরকারের সর্বোচ্চ মহল জানিয়েছে, ভারতের সঙ্গে চাল আমদানি কার্যক্রম একদম স্বাভাবিক। বরং বাংলাদেশে চালের সরবরাহ আরও বাড়াতে চিঠি দিয়েছেন দেশটির চাল ব্যবসায়ীরা। এছাড়া অন্য দেশ থেকে ক্রমান্বয়ে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে চাল আমদানি প্রক্রিয়া চলমান। ফলে চালের বাজার অস্থিতিশীল হওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। চালের দাম বাড়ছে যেভাবে : ঢাকার বাজার ঘুরে দেখা যায়, আমনের নতুন চাল বাজারে এলেও প্রতি কেজি চালের দাম দুই থেকে ছয় টাকা পর্যন্ত বেড়েছে গত দুই সপ্তাহে। খুচরায় প্রতি কেজি ৬২ টাকার নিচে কোনো চাল মিলছে না। এ দামে যেসব চাল মিলছে, সেগুলো মোটা স্বর্ণা ও পাইজাম। এ দুই জাতের চাল চলতি আমন মৌসুমে বাজারে এসেছে।চালের দাম বাড়ার কারণ হিসেবে মালিবাগে কুমিল্লা রাইস এজেন্সির ফরিদ হোসেন বলেন, মিল থেকে চাল সরবরাহ করা হচ্ছে না। তাই সরবরাহ ঘাটতির কারণে চালের দাম বেড়েছে। তিনি জানান, মানভেদে প্রতি বস্তা চালের দাম দেড়শ থেকে তিনশো টাকা পর্যন্ত বেড়েছে গত ১০-১২ দিনে। মাত্র আমন মৌসুমের চাল বাজারে আসছে। যে কারণে প্রকৃতপক্ষে ধান-চালের কোনো সংকট নেই। তারপরেও সরবরাহ কমিয়ে চালের দাম বাড়ানো হয়েছে। অসাধু ব্যবসায়ীরা ধান-চাল মজুত করে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে প্রতিদিনই দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন। এদিকে সবশেষ দুদিনে পাইকারিতে চালের দাম আরও বেড়েছে। অর্থাৎ, ঢাকায় চালের দাম আরও বাড়বে বলে জানিয়েছেন বিক্রেতারা। যা বলছেন চালকল মালিকরা : স্বাভাবিকভাবে চালকল মালিকদের দাবি, ধানের

৭-এর পাতায় দেখুন

শেখ হাসিনাসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে মাইকেল চাকমার অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) নেতা মাইকেল চাকমা। সোমবার (৩০ ডিসেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ে তিনি এ অভিযোগ দায়ের করেন। এর আগে, ২০১৯ সালের ৯ এপ্রিল মাইকেল চাকমাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ করে তার পরিবার ও দল। এরপর থেকে তার কোনও হদিস মেলে না। মাইকেল চাকমাকে উদ্ধারের দাবিতে ইউপিডিএফ ও তার সহযোগী সংগঠন, প্রগতিশীল ও মানবাধিকার সংগঠন, শিক্ষক-নাগরিক সমাজসহ পরিবারের লোকজন নানা কর্মসূচি পালন করে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশন-ালসহ মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা ব্যক্তিরাও উদ্বেগ প্রকাশ করে মাইকেল চাকমার সন্ধান দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে আসছিল। পাশাপাশি নারায়ণগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের ও মাইকেলের সন্ধান চেয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে রিট পিটিশন

২-এর পাতায় দেখুন

কোটা আন্দোলন থেকে সরকার পতন যেমন ছিল আদালত অঙ্গন

স্টাফ রিপোর্টার : সময়ের পরিক্রমায় বিদায় নিচ্ছে ২০২৪ সাল। তবে বছরজুড়েই আলোচনার কেন্দ্রে ছিল দেশের সর্বোচ্চ আইন অঙ্গন। যেখানে বছরের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা সরকারি চাকরিতে কোটা বাতিলের রায়। হাইকোর্টের সেই রায়ের পর শুরু হয় সংক্ষিপ্ত আকারে কোটাবিরোধী আন্দোলন। শিক্ষার্থীদের সেই আন্দোলন ঘিরে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এরপর সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকরির সব গ্রেডে মেধার ভিত্তিতে ৯৩ শতাংশ ও কোটায় ৭ শতাংশ নিয়োগের রায় দেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। কিন্তু কোটাবিরোধী আন্দোলন এক পর্যায়ে সরকার পতনের এক দফায় রূপ নেয়। যার চূড়ান্ত পর্বে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের টানা সাড়ে ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটে। ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর গণআন্দোলনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ৮ আগস্ট গঠিত হয় ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। এরপর গত সাড়ে চার মাসে বিভিন্ন সময় এ সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের আকার ও দপ্তরে পরিবর্তন বা রদবদল আসে। সরকার পতনের পর আদালতপাড়ায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। পরিবর্তন আসে প্রধান বিচারপতি ও অ্যাটর্নি জেনারেলসহ আরও অনেক পদে। ঢেলে সাজানো হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয় ছিল সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করা। এছাড়া বিগত সরকারের অনেক মন্ত্রী-এমপি, আমলা ও প্রশাসনের লোকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি-অর্থপাচারের মতো অভিযোগগুলো প্রকাশ্যে আসতে থাকে। এ নিয়েও গত কয়েক মাস বেশ সরব ছিল আদালত অঙ্গন। সরকার পতনের পর ইতিহাস পাল্টে হাইকোর্ট থেকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগসহ সুপ্রিম কোর্টে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়। এরপর সর্বোচ্চ আদালত থেকে আসে বেশ কিছু আলোচিত রায় ও আদেশ। যার মধ্যে বাতিল হওয়া নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনর্বহাল, বিচারপতির অভিযোগের বিষয়ে সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল গঠন প্রক্রিয়া, সংবিধান সংশোধন ও বিচার বিভাগ সংস্কারের পদক্ষেপ সবচেয়ে বেশি আলোচিত। সরকার পতনের পরই প্রধান বিচারপতিসহ আপিল বিভাগের ছয় বিচারপতি পদত্যাগ করেন। ষোড়শ সংশোধনী বাতিল করে সুপ্রিম জুডিসিয়াল পুনর্বহালের রায়, ১৫ আগস্টের সরকারি ছুটি সংক্রান্ত অধ্যাদেশ বাতিল, বহুল আলোচিত ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় তারেক রহমানসহ সব আসামিকে খালাসের রায়, জিয়া অরফানেজ ও জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিত ও খালাসের আদেশ, বহুল আলোচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলসহ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে আনা কয়েকটি বিষয় অবৈধ ঘোষণা, দশ ট্রাক অস্ত্র মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরসহ সাত আসামিকে খালাসের রায়সহ আলোচিত অনেক রায় ও আদেশ চলতি বছরে এসেছে উচ্চ আদালত থেকে। বিদায়ী বছরে উচ্চ আদালতের একজন বিচারপতিকে লক্ষ্য করে এজলাস কক্ষে ডিম ছুড়ে মারার ঘটনাও ঘটে, যা নিয়ে ব্যাপক

২-এর পাতায় দেখুন

ইথিওপিয়াতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৭১

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আফ্রিকা মহাদেশের ইথিওপিয়াতে সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ৭১ জন নিহত হয়েছেন। দেশটির সাউদার্ন সিদামা অঞ্চলের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বোনা জেলায় একটি যাত্রীবোঝাই ট্রাক নদীতে পড়ে গেলে রবিবার (২৯ ডিসেম্বর) এই দুর্ঘটনা ঘটে। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। সিদামা আঞ্চলিক সরকারের মুখপাত্র ওসেনয়েলেহ সিমিওন সোমবার রয়টার্সকে জানিয়েছেন, ৬৮ জন পুরুষ ও ৩ জন নারীসহ মোট ৭১ জন নিহত হয়েছেন। আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যুরো রবিবার গভীর রাতে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় জীবিতদের বোনা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। আর বিস্তারিত কোনও তথ্য কর্তৃপক্ষ দেয়নি। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ইথিওপিয়ান ব্রডকাস্টিং করপোরেশন (ইবিসি) জানিয়েছে, দুর্ঘটনার শিকার ট্রাকে থাকা যাত্রীরা একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকটি নদীতে পড়ে যায়।

ফিটনেসবিহীন যানবাহন ও চালকের অদক্ষতার কারণে ইথিওপিয়াতে প্রায়ই ভয়াবহ সড়ক

২-এর পাতায় দেখুন

ইনু-সালমান-শাজাহান-পলকসহ ৬ জন অন্য মামলায় গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকালে হত্যা ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে বিভিন্ন থানায় দায়ের করা মামলায় সাবেক মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, শাজাহান খান, জুনাইদ আহমেদ পলক, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলাম ও আইনজীবী মনোয়ার ইসলাম চৌধুরী রবিনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। এর আগে তারা অন্য মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে ছিলেন। সোমবার (৩০ ডিসেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শরীফুর রহমানের আদালত তাদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন। সোমবার সকালে আসামিদের কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তারা ওই ছয় জনকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত তাদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন। এসব মামলার মধ্যে সালমান এফ রহমানকে মিরপুর থানার হত্যা মামলায়, জুনাইদ আহমেদ পলককে শাহবাগ থানার হত্যা মামলায়, আতিকুল ইসলামকে বিমানবন্দর থানার হত্যাচেষ্টা ও উত্তরা পশ্চিম থানার হত্যা মামলায়, শাজাহান খানকে হাতিরঝিল থানার হত্যা মামলায়, হাসানুল হক ইনুকে গুলশান থানার হত্যা মামলায় এবং আইনজীবী মনোয়ার ইসলাম চৌধুরী রবিনকে উত্তরা পশ্চিম থানার হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

'জনগণের পুলিশ হতে যা করা দরকার তা করা হবে'

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (লজিস্টিকস্, ফিন্যান্স অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট) হাসান মো. শওকত আলী বলেছেন, আমরা নিপীড়ক পুলিশ হতে চাই না, আমরা জনগণের পুলিশ হতে চাই। এজন্য আমাদের যা করা দরকার তাই করবো। আমরা শুধু আপনাদেরকে আমাদের পাশে চাই। সোমবার (৩০ ডিসেম্বর) সকালে কলাবাগানের স্থানীয় একটি কমিউনিটি সেন্টারে সিটিজেন ফোরামের সঙ্গে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার বলেন, আমরা কেউই জবাবদিহিতার উর্ধ্বে নই। আমাদের জবাবদিহিতা আপনাদের কাছে। আমরা আপনাদের কতটুকু নিরাপত্তা ও সেবা দিতে পারি এটাই আমাদের জবাবদিহিতা। আমরা আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে এই দেশকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে চাই। তিনি বলেন, অপরাধ ও

২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা মঙ্গলবার ॥ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ ॥ ১৬ পৌষ ১৪৩১ বাংলা

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ব্যয় বৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন

স্টাফ রিপোর্টার : পাবনার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট সক্ষমতার প্রথম ইউনিটের নির্মাণকাজ শতভাগ শেষ হয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের পরীক্ষামূলক উৎপাদনে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। ব্যয়ের দিক থেকে এই বিদ্যুৎকেন্দ্রটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প। যদিও এই প্রকল্পের নির্মাণ ব্যয় নিয়ে নানা প্রশ্ন আছে। রাশিয়ার সরকারি সংস্থা রোসাটম রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করছে। চুক্তির তথ্য অনুযায়ী, রূপপুরের মূল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে এখন পর্যন্ত ব্যয় দেখানো হয়েছে ১৩ দশমিক ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা দেশীয় মুদ্রায় প্রায় ১ লাখ ৫৫ হাজার কোটি টাকা।

এই কেন্দ্রের অন্য অবকাঠামো নির্মাণে খরচ হবে আরও অন্তত সাড়ে ২৪ হাজার কোটি টাকা বা দুই বিলিয়ন ডলার। এই হিসাব রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প নির্মাণব্যয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যার মধ্যে অন্যতম 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য এক্সটার্নাল টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প। এটি অনুমোদন পায় ২০২২ সালে। প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩৭৮ কোটি ৮৪ লাখ টাকা। দুই বছরে প্রকল্পটির ১ শতাংশ কাজও করা সম্ভব হয়নি। অথচ আরও ৩৪৫ কোটি টাকা আবদার করা হয়। দুই বছর পর এখন নানা কারণ দেখিয়ে প্রকল্পটির ব্যয় ৯১ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব দেয় বাস্তবায়নকারী সংস্থা ২-এর পাতায় দেখুন

সচিবালয়ের নিরাপত্তার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো ডিসি তানভীরকে

স্টাফ রিপোর্টার সচিবালয়ের নিরাপত্তার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) এম তানভীর আহমেদকে। তার স্থলে পদায়ন করা হয়েছে উপ-কমিশনার মো. বিল্লাল হোসেনকে। গত রোববার ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলীর সই করা এক আদেশে এ বদলি করা হয়। অফিস আদেশে বলা হয়, উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) তানভীরকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের দক্ষিণে বদলি করা হয়েছে। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। এর আগে গত ২৫ ডিসেম্বর রাত পৌনে ২টার দিকে সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনে আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিসের ২০টি ইউনিটের প্রায় ১০ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এতে ওই ভবনের ৬, ৭, ৮ ও ৯ তলা আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায় পাঁচটি মন্ত্রণালয়ের অধিকাংশ নথি পুড়ে যায়। ওই ভবনেই অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ; শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ; পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ; ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ; যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দফতর রয়েছে। এদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবকে আহ্বায়ক এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদফতরের মহাপরিচালককে সদস্য সচিব করে বৃহস্পতিবার রাতে আট সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে এক অফিস ৭-এর পাতায় দেখুন

প্রধান বিচারপতির সঙ্গে চীনের রাষ্ট্রদূতের সৌজন্যে সাক্ষাৎ

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের সঙ্গে সৌজন্যে সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। সোমবার (৩০ ডিসেম্বর) সকালে প্রধান বিচারপতির কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল পারস্পরিক কুশলতা বিনিময়ের পাশাপাশি তারা বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যকার দীর্ঘকালের দ্বিপাক্ষিক ঐতিহাসিক সম্পর্কে আলোচনা করেন। সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন জানায়, চীনের রাষ্ট্রদূত সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক স্বতন্ত্রীকরণের বিষয়ে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে আগামী দিনগুলোতে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশের বর্তমান প্রধান বিচারপতির বলিষ্ঠ নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া, বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী বিচার বিভাগ গঠনে চীন বাংলাদেশকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত মর্মে তিনি প্রধান বিচারপতিকে অবহিত করেন। বিশেষ করে, তিনি দুই দেশের বিচার ব্যবস্থায় পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টিতে উভয় দেশের বিচারকগণের সমন্বয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিকে চীন ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানান। এছাড়া চীনের রাষ্ট্রদূত প্রধান বিচারপতিকে অবহিত করেন যে, জুলাই ও আগস্ট মাসে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানে আহতদের চিকিৎসায় তার দেশ বাংলাদেশকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সরবরাহ করেছে। তিনি আরও জানান, সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে আকস্মিক বন্যার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল তা মোকাবিলায় চীন বাংলাদেশকে সহায়তা প্রদান করেছে। পারস্পরিক সুসম্পর্কের এই ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি চীনের রাষ্ট্রদূতকে বিপ্লবোত্তর বাংলাদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন এবং উভয় দেশের বিচার বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক বাড়াতে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ হতে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি বিশেষ করে উল্লেখ করেন যে ছাত্র-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সংঘটিত জুলাই-আগস্ট বিপ্লবোত্তর বাংলাদেশের বিচার বিভাগ দেশে মানবাধিকারের সর্বোচ্চ সুরক্ষা দিতে বদ্ধ পরিকর।

ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির নির্বাচন আজ

স্টাফ রিপোর্টার ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন আজ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকার শাহজাহানপুর রেলওয়ে কলোনির মাহবুব আলী মিলনায়তনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল সোমবার ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি সূত্র এই তথ্য জানিয়েছে। ভোট গ্রহণ চলবে সকাল নয়টা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত। সূত্রটি জানায়, ত্রি-বার্ষিক এ নির্বাচনে সভাপতি পদে নির্বাচন করবেন এম এ বাতেন ও ৭-এর পাতায় দেখুন

উন্নয়নে মন্থর গতি

সংশোধিত এডিপিতে কমছে ৫০ হাজার কোটি টাকা

- সরকারি অর্থায়ন কমতে পারে ৩০ হাজার কোটি টাকা
- ২০ হাজার কোটি টাকা খরচ হচ্ছে না উন্নয়ন প্রকল্পে
- খরচের খাতা খুলতে পারেনি পররাষ্ট্র-স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
- ৫ শতাংশ বাস্তবায়ন হয়নি একাধিক মন্ত্রণালয়-বিভাগে

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে থমকে যাওয়া উন্নয়ন কাজের পালে এখনো হাওয়া লাগেনি। চলতি (২০২৪-২৫) অর্থবছরের জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচ মাসে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন হয়েছে মাত্র ১২ দশমিক ২৯ শতাংশ। এ সময়ে এক টাকাও খরচ করতে পারেনি স্বাস্থ্য ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ১০টি মন্ত্রণালয়-বিভাগের বাস্তবায়ন ৫ শতাংশের নিচে। চলতি বছর মোট বরাদ্দ ২ লাখ ৭৮ হাজার ২৮৮ কোটি। পাঁচ মাসে খরচ হয়েছে মাত্র ৩৪ হাজার ২১৪ কোটি টাকা। বাকি সাত মাসে দুই লাখ ৪৪ হাজার ৭৪ কোটি টাকা খরচ একপ্রকার অসম্ভব বলা চলে। ফলে বৈদেশিক ঋণের ২০ হাজার কোটি টাকাসহ এডিপি থেকে সরকারি অর্থায়ন মিলিয়ে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা কমছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট কয়েকটি মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা যায়। জানা যায়, এবার একটু আগেভাগেই এডিপি সংশোধনের কাজ শুরু হয়েছে। প্রথমেই কমানো হচ্ছে বিদেশি সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পগুলোর বরাদ্দ। আগামী মাসে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) কর্মকর্তারা। এডিপিতে বিদেশি সহায়তাপুষ্ট নতুন প্রকল্প বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে কঠোর হচ্ছে ইআরডি। সরকারি অর্থায়ন কমতে পারে ৩০ হাজার কোটি টাকা : বিগত কয়েক বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বৈদেশিক ঋণ কমলেও কমে না ৭-এর পাতায় দেখুন

চলতি বছরে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় নিহত ৯০৫, আহত ২১৮ শ্রমিক

স্টাফ রিপোর্টার : অনিরাপদ কর্মক্ষেত্রের কারণে বিভিন্ন সেক্টরে চলতি বছরে ৯০৫ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। একই সময়ে ২১৮ জন আহত হয়েছেন জানিয়ে এক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশ অক্যুপেশনাল সেইফটি, হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (ওশি) ফাউন্ডেশন। সোমবার (৩০ ডিসেম্বর) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা পর্যবেক্ষণ বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৪ প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে এসব তথ্য জানান ওশি ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারম্যান ড. এস এম মোর্শেদ। ১৫টি দৈনিক সংবাদপত্র এবং ওশি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মাঠপর্যায় থেকে সংগ্রহ তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে বলে জানানো হয়। সংস্থাটির প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, বিগত ২০২৩ সালে নিহত ৭-এর পাতায় দেখুন

আইনি বাধা না থাকলে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে : সিইসি

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : সরকার ও আদালত আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ না করলে তাদের নির্বাচন অংশগ্রহণে কোনো বাধা নেই বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। সোমবার (৩০ ডিসেম্বর) সকালে সার্কিট হাউজে ভোটার তালিকা হালনাগাদ ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন। সিইসি বলেন, এখন নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীন। ডানে-বামের বা বহির্বিশ্বের কোনো চাপ নেই। এখন আমরা বিবেকের চাপে আছি। এদেশে ভালো নির্বাচন করা সম্ভব, খারাপ নির্বাচন করাও সম্ভব। সুষ্ঠু নির্বাচন করতে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে কমিশন। আগামী ৬ মাসের মধ্যে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হবে। এইবার আগের মতো আর ভোট হবে না। ৫ আগস্টের পর ভোটের ব্যাপারে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি হয়েছে। ৯১, ৯৬ এর মতো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিগত নির্বাচন কমিশনকে শাস্তির আওতায় আনার চিন্তা-ভাবনা আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটা নির্বাচন সংস্কার কমিশনের বিষয়। আমরা ওনাদের সুপারিশনামা এখনও পাইনি। তবে আমাদের কমিশনের পক্ষ থেকে এ ৭-এর পাতায় দেখুন

অনলাইনে রিটার্ন দাখিল বায়োমেট্রিক নিবন্ধিত সিম না থাকলেও করা যাবে

স্টাফ রিপোর্টার বায়োমেট্রিক নিবন্ধিত মোবাইল সিম কার্ড না থাকার কারণে যে করদাতারা অনলাইনে ই-রিটার্ন সিস্টেমে নিবন্ধন করতে পারছেন না, তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। গত রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এনবিআর এ কথা জানিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অনলাইন রিটার্ন দাখিলের প্রক্রিয়া সহজীকরণের অংশ হিসেবে কিছু করদাতা জাতীয় পরিচয়পত্র থাকার পরও আঙুলের ছাপ না থাকার কারণে বায়োমেট্রিক মোবাইল সিম নিতে পারেননি। এ ধরনের করদাতারা এনবিআরের দ্বিতীয় সচিবের (কর তথ্য ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন) ৭১৭ নম্বর কক্ষে সশরীর উপস্থিত হয়ে লিখিত আবেদন করে ই-রিটার্ন সিস্টেমে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে পারবেন। এনবিআর জানিয়েছে, ইতিমধ্যে প্রায় ১০ লাখ করদাতা অনলাইনে রিটার্ন জমা দিয়েছেন। ৭-এর পাতায় দেখুন

চাঞ্চল্যকর মাহাবুব হত্যা মামলার প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার রাজধানীর কদমতলী থানা এলাকায় চাঞ্চল্যকর দিনমজুর মাহাবুব হত্যা মামলার প্রধান আসামি মো. জিতুকে (৩৪) গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)। গত রোববার ঢাকার দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল সোমবার সকালে র‌্যাব-১০-এর সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) তাপস কর্মকার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। র‌্যাব জানায়, রাজধানীর যাত্রবাড়ী এলাকার বাসিন্দা মো. মাহাবুব দিনমজুরি করে তার জীবিকা নির্বাহ করতেন। গত ৩০ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টার দিকে মাহাবুব কাজের জন্য বাসা থেকে বের হন। এরপর এক বন্ধুর সঙ্গে কদমতলী থানাধীন মুরাদপুর হাই স্কুলের সামনে একটি বাসায় যান তিনি। সেখানে আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা আসামি মো. জিতু পূর্ব শত্রুতার জের ধরে অতর্কিতভাবে চাইনিজ কুড়াল, সুইচ গিয়ার চাকু ও কিরিচ দিয়ে মাহা ৭-এর পাতায় দেখুন

পুঁজিবাজারে সূচক বাড়লেও লেনদেন কমেছে

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস সোমবার (৩০ ডিসেম্বর) সূচকের উত্থানের মধ্যে দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন ডিএসই ও সিএসইতে আগের কার্যদিবসের চেয়ে টাকার পরিমাণে লেনদেন কমেছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে জানা গেছে, দিন শেষে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ১১.৬৬ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ৫ হাজার ২১৬ পয়েন্টে।

ডিএসই শরিয়াহ সূচক ২.৫৯ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ১৬৮ পয়েন্টে এবং ডিএস৩০ সূচক ৮.০৫ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ৯৩৯ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। ডিএসইতে মোট ৩৯৭টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ১৪২টি কোম্পানির, কমেছে ১৮৪টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৭১টির। এদিন ডিএসইতে মোট ৩৭৩ কোটি ৮৬ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৩৭৪ কোটি ৩৬ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট। অন্যদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সিএসসিএক্স সূচক আগের দিনের চেয়ে ১.৭৬ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৮ হাজার ৮১৩ পয়েন্টে। সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ১.৭৪ পয়েন্ট বেড়ে ১৪ হাজার ৪৭৩ পয়েন্টে, শরিয়াহ সূচক ২.২৪ পয়েন্ট বেড়ে ৯৩৩ পয়েন্টে এবং সিএসই ৩০ সূচক ৫৯.৮৭ পয়েন্ট বেড়ে ১১ হাজার ৯৮৬ পয়েন্টে অবস্থান করছে। সিএসইতে ২১০টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম ৭-এর পাতায় দেখুন

অগ্নিকাণ্ডের ৫ দিন পর সচিবালয়ে প্রবেশের অনুমতি পেলেন সাংবাদিকরা

স্টাফ রিপোর্টার : অগ্নিকাণ্ডের পাঁচ দিন পর সচিবালয়ে প্রবেশের অনুমতি পেলেন সাংবাদিকরা। গতকাল সোমবার দুপুর ২টার দিকে সচিবালয়ে প্রবেশের অনুমতি পান তারা। এর আগে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার আশ্বাস পেয়ে সচিবালয়ে প্রবেশের জন্য সকাল থেকে সেখানে যান সাংবাদিকরা। কিন্তু অনুমতি না পাওয়ায় সচিবালয়ের ১ নম্বর গেটের সামনে অবস্থান নেন তারা। অনেক সংবাদকর্মী এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তারও আগে গত রোববার দুপুরে সচিবালয় বিটের সাংবাদিকদের সংগঠন বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরামের (বিএসআরএফ) নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী আশ্বাস দেন, গতকাল সোমবার থেকে অস্থায়ী পাস নিয়ে সাংবাদিকরা সচিবালয়ে প্রবেশ করতে পারবেন। তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলামও সাংবাদিকদের একই তথ্য জানান। ৭-এর পাতায় দেখুন

প্রতিবন্ধী ছেলেকে হত্যার দায়ে মা গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার ঢাকার সাভারে হতাশাগ্রস্ত হয়ে প্রতিবন্ধী শিশু সন্তানকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে মা ইফরাত জাহান নাসরিনের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে সাভারের রাজাসন পলুর মার্কেট এলাকার আমির হোসেনের ভাড়া বাড়ি থেকে আহাম্মদ উল্লাহ আলিফ (০৪) নামে ওই শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ইফরাত জাহান নাসরিনকে আটক করেছে সাভার থানা পুলিশ। আটক ইসরাত জাহান নাসরিন ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার উত্তর মাদ্রাজ গ্রামের আরিফুর রহমান হাসানের স্ত্রী। তিনি স্বামী আরিফুর রহমানের সঙ্গে সাভারের রাজাসনের পলুর মার্কেট এলাকায় বসবাস করতেন। নিহত শিশুর বাবা আরিফুর রহমান আসাদ বলেন, ৭-এর পাতায় দেখুন

শঙ্কা ও সংকটে আ.লীগ সম্ভাব্য সুদিন বিএনপির

স্টাফ রিপোর্টার : রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণের বছর ২০২৪। শঙ্কা ও সংকটে আওয়ামী লীগ থাকলেও সম্ভাব্য সুদিন এখন বিএনপির। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর ২০২৪ ছিল দেশের রাজনীতিতে সবচেয়ে ঘটনাবহুল বছর। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি স্বৈরশাসকের পতন ঘটে এ বছরই। স্বস্তিতে রাজনীতি করার সুযোগ তৈরি হয় ফেরারি বিএনপির। রাজনীতিতে ফিরেছে নিরুদ্দেশে থাকা বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামেও। বছরের শুরু হয়েছিল সমালোচিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন দিয়ে। বিএনপিসহ অধিকাংশ রাজনৈতিক দল অংশ না নেওয়ায় ডামি যা নির্বাচন নামে পরিচিতি লাভ করে। সংসদ নির্বাচন ঠেকাতে আন্দোলনে নেমে গ্রেপ্তার হন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আমির খসরুসহ ২৫ হাজারেরও বেশি নেতাকর্মী। সরকার পতনের পরদিন রাজনৈতিক মামলায় গ্রেপ্তার হাজার হাজার নেতাকর্মী ছেড়ে দেন জেল কর্তৃপক্ষ। চলতি বছরের মার্চের দিকে একের পর এক আওয়ামীপন্থী আমলাদের দুর্নীতি, টাকা পাচারের খবর গণমাধ্যমে প্রকাশ হতে থাকে। বাদ যাননি পুলিশের সাবেক আইজি ৭-এর পাতায় দেখুন

থার্টি ফার্স্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগত প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

স্টাফ রিপোর্টার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা কথা বিবেচনা করে থার্টি ফার্স্টে সারারাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বহিরাগত প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের দপ্তর থেকে পাঠানো একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'থার্টি ফার্স্ট নাইট' উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে আগামী ৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টা থেকে পরবর্তী দিন (১ জানুয়ারি ২০২৫) ভোর ৫টা পর্যন্ত প্রবেশপথগুলোতে (শাহবাগ, দোয়েল চত্বর, বার্ন ইউনিট, শিববাড়ি ক্রসিং, ফুলার রোড, পলাশী মোড় ও নীলক্ষেত) বৈধ আইডি কার্ডধারী শিক্ষার্থীসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের অন্যান্য সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিকারযুক্ত গাড়ি, জরুরি সেবায় নিয়োজিত গাড়ি ৭-এর পাতায় দেখুন

একটু উষ্ণতার খোঁজে প্রতিবছরই ঝাঁকে ঝাঁকে আসে অতিথি পাখি। শীতের কুয়াশার চাদর গায়ে জড়িয়ে হাজার হাজার অতিথি পাখির কলতানে আর ডানা ঝাপটানোর শব্দে এখন মুখর মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলার হাইল হাওরের বাইক্কা বিল। ছবিটি সোমবার তোলা।

২০ জানুয়ারি থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদ

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ২০ জানুয়ারি থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম শুরু করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সোমবার (৩০ ডিসেম্বর) ইসির দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ইসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, চলমান হালনাগাদ কার্যক্রমের মধ্যেও আগাম এক বছরের তথ্য নেওয়া হতে পারে বাড়ি বাড়ি গিয়ে, যা গত দুই বছর হয়নি। বর্তমানে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে, যা ৫ জানুয়ারি শেষ হবে। এরপর তারা তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ দেবে? এসব প্রক্রিয়া শেষে আগামী ২০ জানুয়ারি থেকে বাড়িবাড়ি যাবে যাবে ইসি। ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি যাদের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হবে তাদের তথ্যই সংগ্রহ করা হবে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ইসির অতিরিক্ত সচিব কে এম আলী নেওয়াজ বলেন, আগামী বছরের ২ জানুয়ারি খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করার পরে তা আমরা জনগণকে দেখানোর জন্য উন্মুক্ত করে দেব। জনগণ এটা দেখার সুযোগ পাবেন। সেখান থেকে যদি কেউ বাদ পরে থাকে তাহলে তাদেরকে দাবি-আপত্তি নিস্পত্তির একটা ব্যবস্থা করা হবে। দাবি-আপত্তি নিস্পত্তির পর ২ মার্চ যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে সেখানে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এ কাজ আমরা প্রতি বছরই করে থাকি। এটাকে আমরা চব্বিশের হালনাগাদ ও পঁচিশের ভোটার তালিকা হিসেবে গণ্য করবো। আগাম এক বছরের তথ্য সংগ্রহ করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কথা জানিয়ে তিনি বলেন, তালিকায় যদি কেউ বাদ পরে থাকে একইসঙ্গে আমরা আগাম আরও এক বছরে তথ্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করবো। আমরা শুধু মাত্র পঁচিশ সালের তথ্য সংগ্রহ করবো না। একইসঙ্গে ছাব্বিশ সালের পহেলা জানুয়ারিতে যাদের বয়স ১৮ হবে তাদের তথ্যও সংগ্রহ করবো। তাদের আমরা ২০২৬ সালের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করবো। তবে তারা পঁচিশ সালের কোনো নির্বাচনে ভোটার হিসেবে গণ্য হবে না। সব নাগরিকদের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, তথ্য সংগ্রহকারীরা যখন বাড়ি বাড়ি যাবে তখন তাদের সঠিক তথ্য দিয়ে নতুন ভোটার হওয়ার জন্য সহযোগিতা এবং মৃত ভোটারের তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা-উদ্ভাবনের সংস্কৃতি গড়ে তোলার আহ্বান ইউজিসি'র

স্টাফ রিপোর্টার প্রায়োগিক গবেষণা ও নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিতে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণা ও উদ্ভাবনের সংস্কৃতি গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি)। গতকাল সোমবার এক সেমিনারে ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক ড. মাছুমা হাবিব এ আহ্বান জানান। 'শিক্ষা বিভাগীয় কর্মচারী (শিক্ষক) কর্তৃক অর্জিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ ও শিক্ষাদান সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সামঞ্জস্য নিরূপণ' শীর্ষক অ্যাকাডেমিক সেমিনারে তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাখেন। বিভিন্ন সরকারি স্কুল ও কলেজের ১২ জন শিক্ষকের পিএইচডি অভিসন্দর্ভ মূল্যায়নপূর্বক শিক্ষাদান সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে অর্জিত ডিগ্রির সামঞ্জস্য নিরূপণে সেমিনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক মাছুমা হাবিব আরও বলেন, উচ্চশিক্ষায় গবেষণার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

‘জনগণের পুলিশ হতে যা করা

আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে জনগণ অন্যতম সহায়ক শক্তি। সেই সহায়ক শক্তি পাশে থাকলে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ অনেক সহজ হবে। আপনাদের বাসায় ও প্রতিষ্ঠানে সিসিটিভি রয়েছে তার ব্যাকআপ আছে কিনা তা লক্ষ্য রাখতে হবে। যাতে অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা ঘটলে আমরা সেই সিসিটিভির সহায়তা নিতে পারি। তিনি আরও বলেন, মাদক, চাঁদাবাজ ও দখলবাজদের তথ্য নির্ভয়ে দিয়ে সহযোগিতা করুন। তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জুলাই বিপ্লবকে আমাদের মনে-প্রাণে ধারণ করে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

ইথিওপিয়াতে সড়ক

দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। এর আগে ২০১৮ সালে, দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় পাহাড়ি এলাকায় একটি বাস গিরিখাতে পড়ে অন্তত ৩৮ জন নিহত হন, যাদের অধিকাংশই ছিলেন শিক্ষার্থী।

কোটা আন্দোলন থেকে সরকার পতন

আলোচনার সৃষ্টি হয় এবং পরে প্রধান বিচারপতির নির্দেশনায় দেশের বিচারাঙ্গনের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। শেখ হাসিনা সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করার অভিযোগে এ বছরই উচ্চ আদালতের ১২ বিচারপতিকে ছুটিতে পাঠান প্রধান বিচারপতি। কোটা পুনর্বহাল, হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় : কোটা সংস্কার আন্দোলনের মুখে সরকারি চাকরিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে (৯ম থেকে ১৩তম গ্রেড পর্যন্ত) কোটা পদ্ধতি বাতিল করে ২০১৮ সালের ৪ অক্টোবর পরিপত্র জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। পরিপত্র চ্যালেঞ্জ করে বৈধতা নিয়ে হাইকোর্টে রিট করেন চাকরিপ্রত্যাশী, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও প্রজন্ম কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সভাপতি অহিদুল ইসলাম তুষারসহ সাতজন। চূড়ান্ত শুনানি শেষে হাইকোর্ট নির্দেশনাসহ এই পরিপত্র অবৈধ ঘোষণা করে গত ৫ জুন রায় ঘোষণা করেন। রায়ে সরকারি চাকরিতে নিয়োগের (৯ম থেকে ১৩তম গ্রেড পর্যন্ত) ক্ষেত্রে কোটা বাতিলের পরিপত্র অবৈধ ঘোষণা করেন হাইকোর্ট। এরপর আপিল বিভাগে আবেদন করেন ঢাবির দুই শিক্ষার্থী। ওই আপিল তড়িঘড়ি করে শুনানি করেও শেষরক্ষা হয়নি। রায়ে বলা হয়, ২০১২ সালে করা এক রিটের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টের দেওয়া রায় ও আদেশ, ২০১৩ সালের লিভ টু আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে আপিল বিভাগে তা বহাল ও সংশোধিত আদেশ এবং ২০১১ সালের ১৬ জানুয়ারির অফিস আদেশের (মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও নাতি-নাতনির কোটা) আলোকে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/নাতি-নাতনিদের জন্য কোটা পুনর্বহাল করতে সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হলো। একই সঙ্গে জেলা, নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, উপজাতি-ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জন্য কোটাসহ, যদি অন্যান্য থাকে, কোটা বজায় রাখতে নির্দেশ দেওয়া হলো। ওই রায়কে কেন্দ্র করে কোটাবিরোধী আন্দোলনে ফের প্রকম্পিত হয় রাজপথ। ছাত্র-জনতার গণআন্দোলনের মুখে একপর্যায়ে শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটে। সুপ্রিম কোর্টের মতামতে অন্তর্বর্তী সরকার ও প্রধান উপদেষ্টা : বছরের শুরুটা খুব বেশি ভালো না কাটলেও নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ও বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে ঠুনকো অভিযোগে শ্রম আদালতের রায়ে দণ্ড দেওয়া হয়। সেই দণ্ড থেকে খালাস দিয়ে সর্বোচ্চ আদালতের (রেফারেন্স) মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা করা হয়। যদিও বিচার প্রক্রিয়া ও সাক্ষীদের বিষয়টি প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছেন কূটনীতিকসহ অনেক বিদেশি। এরপর তার মামলাগুলো পর্যায়ক্রমে রায় ও আদেশের মাধ্যমে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ‘জুডিসিয়ারি ক্যু’র চেষ্টা ও ছয় বিচারপতির পদত্যাগ : সরকার পতনের পরপরই সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের সব বিচারপতির অংশগ্রহণে ফুলকোর্ট সভা ডেকেছিলেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান। পরে তা স্থগিত ঘোষণা করেন তিনি। প্রধান বিচারপতিসহ আপিল বিভাগের সাত বিচারপতির পদত্যাগ দাবিতে সকাল থেকে সুপ্রিম কোর্টের সামনে বিক্ষোভ করেন আন্দোলনকারীরা। ১০ আগস্ট এই ফুলকোর্ট সভা ডাকাকে ‘জুডিসিয়ারি ক্যু’ সন্দেহ করে হাইকোর্ট ঘেরাওয়ের কর্মসূচি ঘোষণা করেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। পরে মিছিল নিয়ে আদালত প্রাঙ্গণে জড়ো হয়ে প্রধান বিচারপতিসহ আপিল বিভাগের বিচারপতিদের পদত্যাগের আলটিমেটাম দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ। তিনি বলেন, ‘পদত্যাগ না করলে আমরা প্রধান বিচারপতিসহ দলবাজ বিচারপতিদের বাস-ভবন ঘেরাও করে পদত্যাগে বাধ্য করবো।’ এরপর প্রধান বিচারপতি পদত্যাগ করেন। ওইদিনই (১০ আগস্ট) সন্ধ্যায় আইন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বরাবর পদত্যাগপত্র জমা দেন তারা। পদত্যাগ করা পাঁচ বিচারপতি হলেন বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম, বিচারপতি আবু জাফর সিদ্দিকী, বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেন, বিচারপতি মো. শাহিনুর ইসলাম ও বিচারপতি কাশেফা হোসেন। এর আগে ১০ আগস্ট বিকেলে পদত্যাগ করেন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান। হাইকোর্ট বিভাগ থেকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ : গত ১০ আগস্ট ওবায়দুল হাসানের পদত্যাগের পর কে হবেন প্রধান বিচারপতি, তা নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। তখন আপিল বিভাগে মাত্র একজন বিচারপতি অবশিষ্ট ছিলেন। তিনি হলেন বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলাম। তবে ২৫তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ। তিনিই প্রথম বিচারপতি যিনি হাইকোর্ট বিভাগ থেকে সরাসরি প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান। যদিও ১০ আগস্ট বিকেলে গুঞ্জন ওঠে, ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন বিচারপতি আশফাকুল ইসলাম। মুহূর্তের মধ্যে সেই খবর ছড়িয়ে পড়ে। তখন রাজপথ থেকে দাবি ওঠে, ছাত্র-জনতা প্রধান বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদকে চান। অন্য কোনো বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলে তা মেনে নেওয়া হবে নাঃবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা এমন ঘোষণা দেন। ১০ আগস্ট রাতেই বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদকে দেশের ২৫তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। বিচারপতিদের চায়ের দাওয়াত ও সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল গঠন : গত ১৬ অক্টোবর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শেষে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল আজিজ আহমদ ভূঞা জানিয়েছিলেন, ১২ জন বিচারপতিকে বেঞ্চ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। এই বিচারপতিদের তখন ছুটিতে পাঠিয়েছিলেন প্রধান বিচারপতি এবং তারপর থেকে তাদের বিচারকার্য পরিচালনা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। এরমধ্যে একজন অবসরে চলে গেছেন, রয়েছেন ১১ জন। ২০ অক্টোবর আপিল বিভাগ বিচারপতি অপসারণে সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল পুনরুজ্জীবিত করে রায় দেন। এসব কারণে ধারণা করা হচ্ছে যে, এই ১২ জন বিচারপতির বিষয়েই তদন্ত সম্পন্ন করেছে সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল। আজিজ আহমদ ভূঞা বলেন, আমাদের হাইকোর্টে কিছু বিচারক আছেন। ওনাদের ব্যাপারে সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রচুর কমপ্লেইন রয়েছে যে, ওনারা জুলাই-আগস্টের গণবিপ্লবে যে পতিত ফ্যাসিস্ট শক্তি ছিল, সেই শক্তির একটা নিপীড়ক যন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। তাছাড়া কারও কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আছে। ছাত্র-জনতার অনেকের এ ব্যাপারে ক্ষোভ রয়েছে। তিনি বলেন, এসব ক্ষোভ সাংবিধানিকভাবে সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে নিষ্পত্তির একটা অ্যাভিনিউ খুলে গেছে। এরপরও উচ্চ আদালত স্বাধীন। উচ্চ আদালত তার মতো করেই ব্যবস্থা নেবেন।

হাইকোর্ট বিভাগে ২৩ বিচারপতি নিয়োগ : সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ থেকে ১২ জন বিচারপতিকে ছুটি দেওয়ার পর সেখানে ২৩ জনকে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি। ৮ অক্টোবর নিয়োগ পাওয়া বিচারপতিরা হলেন- মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদার, সৈয়দ এনায়েত হোসেন, মো. মনসুর আলম, সৈয়দ জাহেদ মনসুর, কে এম রাশেদুজ্জামান রাজা, মো. যাবিদ হোসেন, মুবিনা আসাফ, কাজী ওয়ালিউল ইসলাম, আইনুন নাহার সিদ্দিকা, মো. আবদুল মান্নান, তামান্না রহমান, মো. শফিউল আলম মাহমুদ, মো. হামিদুর রহমান, নাসরিন আক্তার, সাথিকা হোসেন, সৈয়দ মোহাম্মদ তাজরুল হোসেন, মো. তৌফিক ইনাম, ইউসুফ আব্দুল্লাহ সুমন, শেখ তাহসিন আলী, ফয়েজ আহমেদ, মো. সগীর হোসেন, শিকদার মাহমুদুর রাজী ও দেবাশীষ রায় চৌধুরী। ১৫ আগস্ট সরকারি ছুটি বাতিল : ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ও সরকারি ছুটি ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ে স্থগিতাদেশ দেন আপিল বিভাগ। হাইকোর্টের এ সংক্রান্ত রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সরকারের করা লিভ টু আপিল আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

৫১ বিচারকের বিরুদ্ধে তদন্ত চেয়ে করা রিট খারিজ : গত ১০ ডিসেম্বর অধস্তন আদালতের অর্ধশত বিচারক-কর্মকর্তার ‘অবিশ্বাস্য সম্পদ’ বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত অভিযোগ তদন্তের নির্দেশনা চেয়ে করা রিট সরাসরি খারিজ করেন হাইকোর্ট। ‘অবিশ্বাস্য সম্পদ অর্ধশত বিচারক-কর্মকর্তার’ শিরোনামে গত ১৪ অক্টোবর একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন যুক্ত করে রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. আমিমুল এহসান জুবায়ের। সে রিটের শুনানি শেষে রিটটি (সামারিলি রিজেক্ট) করে আদেশ দেন বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল সংক্রান্ত বিধান অবৈধ : ১৭ ডিসেম্বর বহুল আলোচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলসহ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে আনা কয়েকটি বিষয় অবৈধ ঘোষণা করেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে সংবিধানে গণভোটের বিধান ফিরিয়ে আনেন উচ্চ আদালত। তবে, পঞ্চদশ সংশোধনীর পুরোটা বাতিল করা হয়নি এ রায়ে। রায়ের পর্যবেক্ষণে আদালত বলেন, পঞ্চদশ সংশোধনীর বিধানের মাধ্যমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলুপ্ত করার ফলে তিনটি জাতীয় নির্বাচন (২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়, যা জনগণের আস্থার প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে। সর্বশেষ দেশে গণঅভ্যুত্থান হয়েছে। এতে হাজারো মানুষের আত্মদান, হাজারো মানুষ স্থায়ীভাবে পঙ্গুত্ব বরণ করেন। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে বিগত সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয় সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে আপিল বিভাগের রেফারেন্সের ভিত্তিতে এবং জনগণের অভিপ্রায়ে। এখন জাতির প্রত্যাশা, এমন একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা, যেটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন, নতুন গণতন্ত্র, নতুন স্বাধীনতা ও নতুন বাংলাদেশ কার্যকরভাবে নিশ্চিত করবে। পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের ২০ ও ২১ ধারা বাতিল ঘোষণা করে রায়ের পর্যবেক্ষণে আদালত আরও বলেন, ধারা দুটি সংবিধানের মৌলিক কাঠামো ধ্বংস করেছে। সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদের পর ৭ক ও ৭খ অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা পরিষ্কারভাবে সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, যেখানে জনগণের ইচ্ছা, সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্বসহ স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। ৭ক ও ৭খ সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে বাতিল ঘোষণা করা হলো। টাকা ছিনতাই ও আইফোন লুটের মামলা : সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে হট্টগোল, হাতাহাতি ও মারামারির ঘটনায় গত ৮ মার্চ রাতে হত্যাচেষ্টা মামলা হয়। এতে আইনজীবী নাহিদ সুলতানা যুথিসহ ২০ জনকে আসামি করা হয়। সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল সাইফুর রহমান সিদ্দিকী সাইফ তাকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে বাদী হয়ে শাহবাগ থানায় এ মামলা করেন। মামলায় ২০ জন আসামির মধ্যে বিএনপি সমর্থিত প্যানেলের সম্পাদক প্রার্থী রুহুল কুদ্দুসও ছিলেন। নাহিদ সুলতানা যুথি যুবলীগ চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশের স্ত্রী এবং বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের সদস্য সচিব ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপসের ভাবি। মামলায় অজ্ঞাতপরিচয় ৪০ জনকে আসামি করা হয়। মামলায় ভোট গণনা ছাড়াই জোর করে সম্পাদক পদের ফলাফল ঘোষণা, একটি আইফোন, পকেট থেকে ১৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়া এবং রড, লাঠি ও চেয়ার দিয়ে হামলার অভিযোগ করা হয়। এ মামলার পর ওই রাতেই বিএনপিপন্থি আইনজীবী ব্যারিস্টার ওসমান চৌধুরীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজলও গ্রেফতার হন। ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলায় বাবরসহ ৭ আসামির খালাস : বিদায়ী বছরে বহুল আলোচিত ১০ ট্রাক অস্ত্র চোরাচালান মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরসহ সাত আসামিকে খালাস দেন হাইকোর্ট। এছাড়া উলফার সামরিক কমান্ডার পরেশ বড়ুয়ার সাজা কমিয়ে মৃত্যুদণ্ড থেকে যাবজ্জীবন করা হয়। গত ১৮ ডিসেম্বর হাইকোর্ট এ রায় ঘোষণা করেন। এ মামলায় খালাস পাওয়া অন্য আসামিরা হলেন- ডিজিএফআইয়ের সাবেক মহাপরিচালক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী, রাষ্ট্রায়ত্ত সার কারখানা চিটাগং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেডের (সিইউএফএল) সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহসিন তালুকদার, সিইউএফএলের সাবেক মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) এ কে এম এনামুল হক, জামায়াতের সাবেক আমির মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (অন্য মামলায় ফাঁসি কার্যকর), সাবেক ভারপ্রাপ্ত শিল্পসচিব নুরুল আমীন, এনএসআইয়ের সাবেক মহাপরিচালক অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুর রহিম। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুর রহিম মারা যাওয়ায় তার ক্ষেত্রে মামলা অকার্যকর ঘোষণা করেন আদালত। তবে, তার ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বহাল রাখা হয়। ১০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত হলেনঃআকবর হোসেন, লিয়াকত, সাহাবুদ্দিন, হাফিজ, মঈনুদ্দিন ও হাজি আব্দুস সোবহান। গ্রেনেড হামলা মামলায় তারেক-বাবরসহ সব আসামির খালাস : ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের সমাবেশে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরসহ সব আসামিকে খালাস দেন হাইকোর্ট। রায়ে হাইকোর্ট বলেন, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার বিচার ছিল অবৈধ। আইনে এটি টেকে না। যে চার্জশিটের ভিত্তিতে নিম্ন আদালত বিচার করেছিলেন তা আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল না। বহুল আলোচিত ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় বিচারিক আদালতের রায় বাতিল করে গত ১ ডিসেম্বর হাইকোর্ট এ রায় দেন। বিচারিক আদালত এ মামলায় ১৯ জনকে মৃত্যুদণ্ড, তারেক রহমানসহ ১৯ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১১ পুলিশ ও সেনা কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছিলেন।

জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় খালেদার সাজা স্থগিত জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় ১০ বছরের সাজার বিরুদ্ধে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমতি চেয়ে করা আবেদন) মঞ্জুর করে গত ১১ নভেম্বর আদেশ দেন আপিল বিভাগ। একই সঙ্গে খালেদা জিয়াকে দেওয়া ১০ বছরের সাজাও স্থগিত করেন আদালত। আপিল শুনানি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে সাজা। পাশাপাশি আপিলের সারসংক্ষেপ দুই সপ্তাহের মধ্যে দাখিল করার নির্দেশ দেন সর্বোচ্চ আদালত। আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বে তিন বিচারপতির বেঞ্চ এ আদেশ দেন। জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় খালেদার খালাস : জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়াকে সাত বছরের দণ্ড থেকে গত ২৭ নভেম্বর খালাসের রায় দেন হাইকোর্ট। সাজার বিরুদ্ধে খালেদা জিয়ার আপিল মঞ্জুর করে ওইদিন হাইকোর্ট এ রায় দেন। এ মামলায় সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গত ২০ নভেম্বর আপিল শুনানি শুরু হয়। ৩ নভেম্বর এ মামলায় খালেদা জিয়ার সাজার বিরুদ্ধে আপিল শুনানির জন্য নিজ খরচে পেপারবুক তৈরির অনুমতি দেন আদালত।

শেখ হাসিনাসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে

দাখিল করা হলেও এতদিন সরকারের পক্ষ থেকে তাকে উদ্ধারে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তবে তুলে নেওয়ার পাঁচ বছর পর গত ৭ আগস্ট ফিরে আসেন ইউপিডিএফ সংগঠক মাইকেল চাকমা। ওইদিন ভোরের দিকে চট্টগ্রামের একটি স্থানে তাকে চোখ বাঁধা অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) এই ব্যয় বাড়ানো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে পরিকল্পনা কমিশন। তবে কয়েক দফা বৈঠক শেষে কমিশন এই ব্যয় প্রস্তাব অনুমোদন দিতে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে জানা গেছে, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য এক্সটার্নাল টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৩৭৮ কোটি ৮৪ লাখ টাকা। প্রকল্পটি ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে ২০২৪ সালের মার্চে শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মার্চ মাস শেষে প্রকল্পে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয় মাত্র চার কোটি ৮২ লাখ টাকা। সে অনুযায়ী প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব, উভয় ক্ষেত্রে অগ্রগতি মাত্র ০.০১ শতাংশ। প্রকল্পটি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) ১৮৪ কোটি টাকা বরাদ্দসহ চলমান প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটি ১ শতাংশও বাস্তবায়ন না করে বর্তমানে এর ব্যয় ৩৪৫ কোটি টাকা (৯১.০৫ শতাংশ) বাড়িয়ে মোট ৭২৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদও আরও দুই বছর বাড়িয়ে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। ৩৪৫ কোটি টাকার বাড়তি চাহিদা প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক শফিকুর রহমান বলেন, প্রকল্পের কাজই হয়নি। ফলে এখন অনেক কিছুই রেট শিডিউলের মধ্যে নেই। এছাড়া ফাইবার অপটিক্যালের ভাড়াও যোগ হচ্ছে। এটাসহ নানা কারণেই মূলত ব্যয় বাড়ছে। এদিকে, ১৭ ডিসেম্বর দেশে ফিরে শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ৫০০ কোটি ডলারের বেশি বা ৫৯ হাজার কোটি টাকাসহ বিভিন্ন প্রকল্পে ৮০ হাজার কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ যাচাই-বাছাই শেষে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এর আগে, গত ১৫ ডিসেম্বর ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও ভাগনি টিউলিপ সিদ্দিকের মালয়েশিয়ার ব্যাংকের মাধ্যমে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র (আরএনপিপি) থেকে ৫ বিলিয়ন বা ৫০০ কোটি ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা) লোপাটের অভিযোগ অনুসন্ধানে দুদকের নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন হাইকোর্ট। দুদকসহ বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ৫০০ কোটি ডলারের বেশি আত্মসাৎ করেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গ্লোবাল ডিফেন্স কর্পের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে আসে। প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা রোসাটম মালয়েশিয়ার একটি ব্যাংকের মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে এ অর্থ আত্মসাতের সুযোগ করে দেয়। যাতে মধ্যস্থতা করেন ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও ভাগনি টিউলিপ সিদ্দিক। দেশের সবচেয়ে বড় ও ব্যয়বহুল প্রকল্প রূপপুরের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। আশা করা হচ্ছে, এটি পুরোপুরি বাস্তবায়নের পর দেশের ২০ শতাংশ বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করবে। এতে বলা হয়, রাশিয়ার সহযোগিতায় বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণে খরচ ধরা হয় ১ হাজার ২৬৫ কোটি ডলার। প্রয়োজনের তুলনায় যা অনেক বেশি। যাতে মালয়েশিয়ার একটি ব্যাংকের মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে এই বাজেট থেকে ৫০০ কোটি ডলার আত্মসাতের সুযোগ করে দেয় রাশিয়ার রাষ্ট্রমালিকানাধীন সংস্থা রোসাটম। নিজের ভাগনি টিউলিপ সিদ্দিকের মধ্যস্থতায় রাশিয়ার সঙ্গে এ চুক্তি করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আর এ মধ্যস্থতার বিনিময়ে পাচার করা অর্থের ৩০ শতাংশ পেয়েছেন টিউলিপ সিদ্দিক, শেখ রেহানা ও পরিবারের কয়েকজন সদস্য। গ্লোবাল ডিফেন্স কর্পের অভিযোগ, এ কোম্পানির মাধ্যমেই বিভিন্ন দেশের অফশোর অ্যাকাউন্টে অর্থ পাচার করতেন শেখ হাসিনা। তাদের এ কোম্পানিটি ডেসটিনি গ্রুপ নামে একটি চিটিং ফান্ড কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে প্রায় ৯০০ মিলিয়ন ডলার পাচার করেছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের

সমতার প্রতি তার অটল অঙ্গীকার বিশ্বে একটি চিহ্ন রেখে গেছে। তিনি আরও লিখেন, বাংলাদেশের জনগণ তার উত্তরাধিকার বিশেষ স্থান দখল করে রেখেছে। প্রেসিডেন্ট কার্টারের সমর্থন এবং রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে তার উষ্ণ সম্পর্ক আমাদের দেশের মধ্যে বন্ধন জোরদার করতে সহায়ক ছিল। তার অবদান চিরকাল গভীর শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে লালন করা হবে। তার জীবন ও নীতি পরবর্তী প্রজন্মকে গণতন্ত্র ও শান্তির মূল্যবোধ ধরে রাখতে অনুপ্রাণিত করবে।

অস্থায়ী অফিস থেকে কার্যক্রম

পুরানো পল্টন বায়তুল মোকাররম গেট। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অস্থায়ী অফিস চলছে বিজয়নগরের শ্রম ভবনে এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অস্থায়ী অফিস চলছে ১১ নং ভবনে অর্থ উপদেষ্টার দপ্তরে। গত বুধবার (২৫ ডিসেম্বর) রাত ১টা ৫২ মিনিটে সচিবালয়ে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। সচিবালয়ে অবস্থিত ফায়ার সার্ভিসের ইউনিটটি আগুন নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা করে রাত ১টা ৫৪ মিনিটে থেকে। আগুনের তীব্রতা বেড়ে গেলে একে একে ১৯টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে। শুরুতে আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য ৮টি ইউনিট কাজ করলেও পরে আরও ১১টি ইউনিট যুক্ত হয়। সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনের ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম তলায় থাকা ৫টি মন্ত্রণালয়ের নথিপত্র পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সচিবালয়ের সাত নম্বর ভবনে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়; ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়; ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ; শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ; সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ রয়েছে।

অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়াতে ‘বই

না। বই বিতরণ কার্যক্রমও উদ্বোধন করা হবে না। শুধু পাঠ্যবইয়ের অনলাইন ভার্সন উদ্বোধন করবে সরকার। আগামী ১ জানুয়ারি সকাল ১০টায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি থাকবেন শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ।এদিকে, আনুষ্ঠানিকতা না থাকায় নিজ নিজ স্কুলে প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং স্থানীয় প্রশাসনের উপস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়া হবে। আলাদা করে কোনো অনুষ্ঠান করা হবে না। বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে এনসিটিবি চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কে এম রিয়াজুল হাসান বলেন, ‘অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়াতে ঘটা করে বই উৎসব করতে চায় না অন্তর্বর্তী সরকার। অনলাইনে এ কার্যক্রম শুরু হবে। এরপর সব স্কুলে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়া হবে।’

বিএনপিই পারে বাংলাদেশের

দল গঠন করে ক্ষমতায় আসতে চায়। যে কেউ দল গঠন করতে পারে নির্বাচন করতে পারে এটা আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু বিশেষ মহল থেকে বিশেষভাবে দল গঠন করে কেউ যদি ক্ষমতা দখল করতে চায় সেক্ষেত্রে আপত্তি রয়েছে বলেও জানান তিনি। ছাত্রদলের সাবেক এই সভাপতি বলেন, বাজারের অবস্থা ভালো না। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দিকে তাকালে মনে হয় দেশে কোনো সরকার নাই। দেশ এক অরাজকতা পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে সেই জন্য সরকারকে শক্ত হাতে এসব নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তিনি বলেন, ‘একটা পরিবারের একজন মানুষও ভালো না। সেটা হলো শেখ মুজিবুরের পরিবার। শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় তার ছেলে সারাদেশে ব্যাংক ডাকাত হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। তিনি শেখ (মুজিবুর রহমান) ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় বাকশাল কায়েম করে দেশের গণতন্ত্র ধ্বংস করেছিল। দুর্ভিক্ষ লাগিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল। রক্ষী বাহিনী তৈরি করে তিন বছরে বিরোধী দলের চল্লিশ হাজারের বেশি নেতাকর্মীকে হত্যা করেছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের দুটি কন্যা বেঁচে গিয়েছিল শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। তাদের আবার দুটি করে সন্তান তারা বিদেশে থাকে এখন শেখ হাসিনাও বিদেশে থাকে। এই পরিবার এত বড় চোর এরকম চোর পরিবার বিশ্বে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না’। কৃষকদলের সাবেক এ আহ্বায়ক বলেন, বিএনপিকে ধ্বংস করার জন্য যেটা ওয়ান ইলেভেন থেকে শুরু হয়েছে। সেটার আলামত এখন কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খালেদা জিয়া সেই গণতন্ত্র এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন স্বৈরাচার এরশাদের পতনের মাধ্যমে। বাংলাদেশের পুনরায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তারেক রহমানের নেতৃত্ব। এই সুযোগ কোনোভাবে নষ্ট করতে দেওয়া যাবে না। শামসুজ্জামান দুদু বলেন, বিএনপিকে ক্ষমতায় আনলে বিএনপিই পারে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে। বিএনপি পারে বাজার সিন্ডিকেট ভেঙে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আনতে। সরকারের উদ্দেশ্যে শামসুজ্জামান দুদু বলেন, বিএনপি রাস্তায় নামলে কী হয় সেটা শেখ হাসিনা ভালো করে জানেন। তাই দেশে একটি সুস্থ নির্বাচন দিয়ে বিএনপিকে পার্লামেন্টে যাওয়ার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও আন্দোলনের সভাপতি কে এম রকিবুল ইসলাম রিপনের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আব্দুস সালাম ও লেবার পার্টি চেয়ারম্যান লায়ন ফারুক রহমান,কৃষক দলের নেতা এসকে সাদী।

সচিবালয়ে আগুনে পুড়ে

আগুনের ঘটনায় গঠিত উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটির প্রাথমিক প্রতিবেদন আজ সোমবার প্রধান উপদেষ্টার কাছে জমা দেওয়া হবে। তিনি বলেন, তদন্তকাজের অংশ হিসেবে কমিটি প্রয়োজনীয় আলামত সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে কিছু আলামত দেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। তারা যদি প্রয়োজন মনে করেন, কিছু আলামত দেশের বাইরে পাঠিয়েও পরীক্ষা করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন। গত ২৫ ডিসেম্বর গভীর রাতে বাংলাদেশ সচিবালয়ে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে ৭ নম্বর ভবনে। আগুনে এই ভবনে থাকা সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দুই বিভাগ; ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ; যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নথিপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে কম্পিউটার ও আসবাব। দেয়াল ও মেঝেতেও বড় ক্ষতি হয়েছে। ভবনটির ক্ষতিগ্রস্ত তলাগুলো আপাতত ব্যবহার করার সুযোগ নেই। এ জন্য অস্থায়ীভাবে বিকল্প অফিস করছে মন্ত্রণালয়গুলো। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে গত বৃহস্পতিবার একটি জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় ঘটনার তদন্তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিবকে প্রধান করে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদফতরের প্রধানকে সদস্যসচিব করা হয়েছে। কমিটিকে তিন দিনের মধ্যে প্রাথমিক প্রতিবেদন দিতে বলা হয়।

চব্বিশেও রাহুর সংকট

প্রাণ কেড়েছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী। সেখানে মানবিক পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপর্যস্ত। নিহতদের ৭০ শতাংশই নারী-শিশু। এই সংঘাতে প্রায় ২০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। বাস্তুচ্যুতরা খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি এবং স্বাস্থ্যসেবার মতো মৌলিক প্রয়োজনীয় সহায়তার অভাবে ভুগছে। গাজার সহিংসতা মধ্যপ্রাচ্যেও উত্তেজনা ছড়িয়েছে, যা একটি বৃহত্তর আঞ্চলিক সংকটের ঝুঁকি তৈরি করেছে।

ইসরায়েল গাজার পাশাপাশি এ বছর লেবাননের হিজবুল্লাহ এবং ইরান ও তার ইয়েমেনি-ইরাকি মিত্রদের সঙ্গেও সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে। যদিও হিজবুল্লাহ সঙ্গে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি করেছে তারা। তবে গাজায় হচ্ছে হচ্ছে করেও এখনো তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সংকট থেকে গভীর সংকটে সিরিয়া : আরব বসন্তের ঢেউ লেগে সিরিয়ার বিশার আল-আসাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয় ২০১১ সালে। আসাদ পদত্যাগে অস্বীকৃতি জানালে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ, যেটা দীর্ঘস্থায়ী এবং জটিল সশস্ত্র সংঘাতে রূপ নেয়। একাধিক পক্ষ ও বহিঃশক্তির অংশগ্রহণে সিরিয়ার সংঘাত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংকটে রূপ নেয়। বাশার আল-আসাদের সরকার আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর দমননীতি গ্রহণ করে, যা সংঘাতকে আরও উসকে দেয়। আসাদ আলাওয়ি শিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত, ফলে তার দমননীতি সুন্নি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেশি উত্তেজনা তৈরি করে। এই সংকটে ইরান ও রাশিয়া আসাদের সরকারকে সমর্থন দিলেও সৌদি আরব, তুরস্ক ও যুক্তরাষ্ট্র বিদ্রোহীদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। দেশটিতে গৃহযুদ্ধের মধ্যে ইসলামিক স্টেট-আইএসসহ চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলোর উত্থান সংঘাতকে আরও জটিল করে তোলে। রাশিয়া ইউক্রেনে মনোযোগী হয়ে পড়লে এ বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বরে সিরিয়ার পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে থাকে। এই সময়টাতেই বিদ্রোহীরা বাশার আল-আসাদকে উৎখাতে সক্ষম হয় এবং তারাই এখন দেশটি পরিচালনার চেষ্টা করছে। তবে ক্ষমতা নেওয়া এইচটিএসকে নিয়ে অন্য পক্ষগুলোর অস্বস্তি এবং গোলান সীমান্তে ইসরায়েলি দখলদারদের হানা নতুন সংকটের আভাস দিচ্ছে। খাদের কিনারে সুদান : আফ্রিকার দারিদ্র্যপীড়িত দেশ সুদানে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সংঘাত ক্রমে জটিল রূপ ধারণ করছে, যা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জাতিগত সহিংসতা এবং অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনার কারণে দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিয়েছে। সুদানে সরকারের সশস্ত্র বাহিনী (এসএএফ) এবং প্যারামিলিটারি র‌্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সের (আরএসএফ) মধ্যে সংঘর্ষের কারণে একটি গুরুতর মানবিক সংকট তৈরি হয়েছে। ২০২৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে শুরু হওয়া এই সংকটে ১৮ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা গেছেন। বাস্তুচ্যুত হয়েছে এক কোটি ২০ লাখ মানুষ। সংঘাতপ্রবণ অঞ্চলগুলোতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করেছে, যার ফলে প্রায় দুই কোটি শিশু স্কুল যাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এসএএফ ও আরএসএফের সংঘর্ষে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। সংঘর্ষ রাজধানী খার্তুমসহ বেশ কয়েকটি বড় শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। এ সংঘর্ষের ফলে হাসপাতাল, স্কুল এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ধ্বংস হয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলোতে লক্ষাধিক শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে। জাতিসংঘ এবং আফ্রিকান ইউনিয়ন (এইউ) সুদান সংকট সমাধানে উদ্যোগ নিলেও স্থায়ী সমাধান এখনো অধরা। আন্তর্জাতিক ত্রাণ কার্যক্রম যুদ্ধের কারণে প্রায় অচল।

কোণঠাসা মিয়ানমারের জান্তা : ২০২১ সালে গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানের পর মিয়ানমার যেন লাইনচ্যুত হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, জাতিগত সংঘাত এবং সামরিক শাসনের কারণে শুরু হওয়া গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতির দিন দিন অবনতি ঘটছে। অভ্যুত্থানের পর গণতন্ত্রপন্থী নেত্রী অং সান সু চি এবং তার দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসির (এনডিএল) বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনীর পদক্ষেপ দেশটির গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে উসকে দেয়। এক পর্যায়ে দেশটির নানা অঞ্চলে জাতিগত সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে। মিয়ানমারে ১৩৫টিরও বেশি স্বীকৃত জাতিগোষ্ঠী রয়েছে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, যেমন কাচিন, শান, রাখাইন এবং কারেন, দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে লড়াই করে আসছে। এই রকম কয়েকটি জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী মিলে গঠন করেছে পিপলস ডিফেন্স ফোর্স। যারা সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সাম্প্রতিক লড়াইয়ে জান্তা একের পর এক অঞ্চল হারিয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রাখাইন রাজ্যও সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির কাছে হারিয়েছে জান্তা বাহিনী। কঙ্গো সংকট : আফ্রিকার আরেক দারিদ্র্যপীড়িত দেশ কঙ্গো (ডিআরসি)। সশস্ত্র সংঘাত, অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে শুরু হওয়া এখানকার সংকটের দীর্ঘস্থায়ী জটিলতায় পরিণত হচ্ছে।

২০২২ থেকে এম২৩ গোষ্ঠী পূর্বাঞ্চলে সক্রিয়ভাবে আক্রমণ চালাচ্ছে, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। বর্তমানে এম২৩ বিদ্রোহী গোষ্ঠী পূর্বাঞ্চলে তাদের আক্রমণ বাড়িয়ে দিয়েছে, যার ফলে আড়াই কোটি মানুষের মানবিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। গোষ্ঠীটি দাবি করছে, তারা সংখ্যালঘু তুতসি জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার জন্য লড়াই করছে। তবে তাদের কর্মকাণ্ডে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া, মোজাম্বিক, নাইজার, সোমালিয়া, উত্তর কোরিয়ার মতো দেশগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানবিক ও মানবাধিকার সংকট ২০২৪ সালেও কাটেনি। এসব দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ সহিংসতা এবং অস্থিতিশীলতার শিকার হচ্ছে। সংকট গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানবিক সহায়তার প্রয়োজন বাড়ছে। যার সমাধানে গৃহীত আন্তর্জাতিক উদ্যোগগুলো প্রায় সময় অপ্রতুল বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

যে কারণে অস্থির ডলারের বাজার

পরিশোধের ভ্যালু ডেট এ মাসে পড়ে যায়। ফলে পেমেন্ট শিডিউলে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ডলারের চাহিদা বাড়ে। তাই ডলারের দাম বেড়ে যায়। ডলারের বাজার অস্থির হওয়ার অন্যতম কারণ সরকারের এ মুদ্রা বিক্রি বন্ধ করে দেওয়া। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) টার্গেট পূরণ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি ডলার বিক্রি বন্ধ রেখেছে। ফলে আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলারের যোগান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারছে না। বাংলাদেশের রেটিং অবনমনেও ডলারের বাজার অস্থির হয়ে উঠেছে। ফলে বেড়ে গেছে ডলারের দাম। বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ বলছে, রেটিং অবনমনে ফরেন ব্যাংকের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহের করেসপন্ডেন্ট রিলেশনশিপ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ফলে ইউ-পাস এলসি খোলা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, পেমেন্টের ম্যাচুরিটি ডেফার্ড করা সম্ভব হয়নি এবং অফশোর ব্যাংকিং ঋণের আন্তঃপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। ডলারের বাজার অস্থিরতার চতুর্থ কারণে হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, বৈদেশিক দেনা পরিশোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার। এতে ডলারের চাহিদা বেড়েছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থা বলছে, ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বৈদেশিক দেনা পরিশোধ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার বাজারে চাপ বাড়িয়েছে। এছাড়া রেমিট্যান্স আহরণে অ্যাগ্রিগেটরদের একচেটিয়া ও মধ্যস্বত্বভোগী ভূমিকা বাজারে বিনিময় হারকে অস্থিতিশীল করা ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ডলার ইনফ্লো-আউটফ্লোয় অসঙ্গতির কারণে এ বাজারে অস্থিতিশীলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ডলারের দাম স্থিতিশীল রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্যোগও নিয়েছে। তার অন্যতম হলো ইতোমধ্যে রেমিট্যান্স আহরণের বিনিময় হার সর্বোচ্চ ১২৩ টাকা প্রতি ডলার (ক্রস কারেন্সি হলে তা ক্রস ক্যালকুলেশন করে ১২৩.০০ প্রতি ডলারের ঊর্ধ্বে হবে না) নির্ধারণ করেছে। পাশাপাশি ড্যাশবোর্ড/ডাটা মনিটরিং ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ফলে নতুন বছরের নতুন মাসের শুরুতে ডলার বাজার স্থিতিশীল হয়ে আসবে বলে মনে করছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি নিতে

নেয়ার অনুরোধ করে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেন, বাংলাদেশ এবং রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। বাংলাদেশের উন্নয়নে রাশিয়ার অব্যাহত সহায়তার কথা উল্লেখ করে ‘রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র’ প্রকল্পের কাজ সময়মতো সমাপ্তির তাগিদ দেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের স্বদেশ প্রত্যাবাসনে রাশিয়া মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগ অব্যাহত থাকবে। এ ছাড়া বাংলাদেশ রাশিয়া থেকে গম ও সারসহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণ আমদানি করে খাদ্য নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দু’দেশকে যৌথভাবে কাজ করার আহ্বানও জানান তিনি। সাক্ষাৎকালে রাশিয়ার নতুন রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার খোজিন ঢাকায় দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতির সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। এ সময় রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আদিল চৌধুরী , প্রেস সচিব মো. সরওয়ার আলম এবং পররাষ্ট্র সচিব জসিম উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

বাণিজ্য মেলা শুরু হচ্ছে কাল

উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন ঘোষণা করবেন। এবার মেলার প্রধান প্রবেশদ্বার জুলাই-আগস্ট আন্দোলনের স্মৃতির আদলে তৈরি করা হচ্ছে। মেলায় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে থাকছে দেশি-বিদেশি ৩৬২টি স্টল। মেলার প্রধান প্রবেশদ্বারের পূর্ব পাশে থাকছে শহীদ আবু সাঈদ কর্নার ও মূল ভবনের উত্তর পাশে থাকছে মুগ্ধ কর্নার। মূল ভবনের ভেতরে থাকছে ইয়ুথ প্যাভিলিয়ন। দর্শনার্থীদের বসার জন্য থাকবে তিনটি সিটিং জোন। ব্যাংকিং লেনদেনের জন্য থাকছে ডাচ বাংলা ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের একাধিক বুথ। মেলায় আসা শিশুদের জন্য থাকছে একটি ডিজিটাল শিশুপার্ক। মেলায় যেন কোনো প্রকার সমস্যার সৃষ্টি না হয় সেজন্য ২৩৪টি সিসি ক্যামেরার পাশাপাশি থাকছে ৫টি ওয়াচ টাওয়ার। তাৎক্ষণিক সেবা দিতে থাকছে একাধিক পুলিশের টিম। রাজধানীসহ নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী জেলার লোকজন যেন নির্বিঘ্নে মেলায় আসতে পারেন সেজন্য অন্য বছরের মতো থাকছে বিআরটিসি বাস সার্ভিস। আগের তুলনায় এবার মেলায় দর্শনার্থীর উপস্থিতি বেশ ভালো হবে বলে আশাবাদী কর্তৃপক্ষ। এদিকে, স্টল নির্মাণ শেষ করতে কাজ চলছে সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত। মেলা শুরুর আগেই মালিকপক্ষকে পুরোপুরি নির্মিত স্টল বুঝিয়ে দিতে পারবেন বলে জানিয়েছেন কারিগররা। মেলায় নিজেদের প্যাভিলিয়ন নির্মাণের কাজ তদারক করতে করতে দিল্লি অ্যালুমিনিয়ামের ম্যানেজার আখতারুজ্জামান রিপন বলেন, মেলা শুরুর আগেই সব প্যাভিলিয়নের স্টল নির্মাণ হয়ে যাবে। প্রতি বছর এমনটাই দেখা যায়। একেবারে শেষ দিকে এসে ২৪ ঘণ্টা ধরে নির্মাণের কাজ হয়। অন্যবারের চেয়ে এবার মেলা বেশি জমবে। তিনি বলেন, জুলাই-আগস্টের ঘটনার কারণে মানুষ এক ধরনের ট্রমার মধ্যে রয়েছে। উৎসবমুখর পরিবেশ পেলে এই ট্রমা দূর হবে। মানুষের কাছে আগের মতো টাকা-পয়সা নেই ঠিকই। তারপরও যাদের কাছে আছে, তাদের সংখ্যাও কম নয়। আশা করা যায়, এবারও বেচাকেনা খারাপ হবে না। ইমিটেশন জুয়েলারি ব্যবসায়ী সাইফুল মিয়া বলেন, স্টল নির্মাণের অর্ধেক কাজ অলরেডি শেষ হয়ে গেছে। বাকি অর্ধেক আশা করি ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। উদ্বোধনের দিন থেকে প্রোডাক্ট ডিসপ্লে করে দোকান চালু করে দেবো। গত বছর তেমন সুবিধা করতে পারিনি। এ বছর যেহেতু দেশ নতুনভাবে স্বাধীন হয়েছে তাই এবার ভালো কিছু আশা করছি। স্টল নির্মাণ কারিগর শাহীন মিয়া বলেন, রাত দিন ২৪ ঘণ্টা আমরা কাজে ব্যস্ত সময় পার করছি। বেশিরভাগ কাজ হয়ে গেছে। আশা করছি, উদ্বোধনের আগেই মালিকের কাছে স্টল বুঝিয়ে দিতে পারবো। গেট ইজারাদারের প্রতিনিধি আবুল কাশেম বলেন, মেলায় দর্শনার্থীরা যেন কোনো সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয় সেজন্য আগের বছরের মত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি গেট ইজারাদারের পক্ষ থেকে থাকছে বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক। তাছাড়া এবারের মেলায় প্রবেশ করতে ঘরে বসে অনলাইনের মাধ্যমে টিকেট কিনতে পারবেন আগত দর্শনার্থীরা। নারায়ণগঞ্জ জেলা সহকারী পুলিশ সুপার মেহেদী ইসলাম বলেন, মেলায় যাতে প্রকার আইনশৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে সেজন্য দফায় দফায় আলোচনা হয়েছে। মোতায়েন থাকবে সাত শতাধিক পুলিশ। এ ছাড়া সার্বক্ষণিক টহলে থাকবে সেনাবাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য। বসানো হয়েছে পাঁচটি ওয়াচ টাওয়ার। স্থাপন করা হয়েছে একটি পুলিশ ক্যাম্প।

অনন্ত জলিলসহ ৬ জনকে আদালতে হাজির হওয়ার সমন

স্টাফ রিপোর্টার প্রতারণার মামলায় চিত্রনায়ক ও ব্যবসায়ী অনন্ত জলিলসহ (এম এ জলিল) ছয় জনকে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করেছেন আদালত। গতকাল সোমবার ঢাকার অ্যাডিশনাল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. ছানাউল্ল্যাহের আদালত পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) দেওয়া প্রতিবেদন গ্রহণ করে এ আদেশ হবে। বাদীপক্ষের আইনজীবী ব্যারিস্টার সজিব মাহমুদ এ তথ্য জানান। অনন্ত জলিল ছাড়াও এ মামলার অন্য আসামিরা হলেনড় পোলো কম্পোজিট নিট ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাহানারা বেগম, ফাইন্যান্স পরিচালক মো. শরীফ হোসাইন, সহকারী ব্যবস্থাপক সাকিবুল ইসলাম, সিনিয়র মার্চেন্ডাইজার মো. মিলন ও বাজেট অ্যান্ড অডিটের হেড অফ কস্ট শহিদুল ইসলাম। গত বছর সাভারের বিরুলিয়ার শাফিল নাওয়াজ চৌধুরী নামে এক ব্যবসায়ী মেসার্স স্টিচ ও কালার টেকনোলজির স্বত্বাধিকারীর পক্ষে বাদী হয়ে এ মামলা করেন। আদালত বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করে অভিযোগের বিষয়ে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন। পরে তদন্ত শেষে গত ২৩ নভেম্বর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পিবিআইয়ের পরিদর্শক তাপস চন্দ্র পন্ডিত দণ্ডবিধির ৪০৬/৪২০ ধারায় সত্যতা পেয়ে আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। মামলায় অভিযোগ করা হয়, ২০২২ সালের ১৭ অক্টোবর আসামিরা পলো কম্পোজিট কোম্পানির নামে ব্যবসায়ী শাফিল নাওয়াজের কাছে গার্মেন্টস সম্পর্কিত কিছু কাজের জন্য অর্ডার দেন। এরপর শাফিল কাজ শুরু করে টাকা চান। অভিযুক্তরা কাজ চালিয়ে যেতে বলেন এবং এলসির মাধ্যমে টাকা দেবেন বলে জানান। পরবর্তী সময়ে তারা আরও বেশ কিছু কাজের অর্ডার দেন। একই বছরের মার্চ পর্যন্ত বাদী সবগুলো কাজ আসামিদের বুঝিয়ে দেন। গত বছরের ১৫ মার্চ টাকা পরিশোধের জন্য মার্কেন্টাইল ব্যাংকে অভিযুক্তরা শাফিলের নামে একটি এলসি করেন। শাফিল টাকার জন্য ব্যাংকে যোগাযোগ করলে এলসির কাগজপত্রে ত্রুটির জন্য টাকা ওঠাতে ব্যর্থ হন। শাফিল চুক্তি অনুযায়ী প্রায় ২৯ হাজার ২০০ ডলারের কাজ সম্পন্ন করলেও অনন্ত জলিলের মালিকানাধীন কোম্পানিটি এখনও পর্যন্ত এক টাকাও পরিশোধ করেনি।

ঢাবির সংস্কৃত বিভাগের চেয়ারম্যান হতে যাওয়া শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সংস্কৃত বিভাগের শিক্ষক ড.সঞ্চিতা গুহ চৈতিকে ‘ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগের দোসর, সন্ত্রাসীদের ইন্ধনদাতা’ অভিহিত করে তাকে বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ না দেওয়া এবং শ্রেণি কার্যক্রম থেকে বিরত রাখার দাবি জানিয়েছেন বিভাগটির শিক্ষার্থীরা। গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার সামনে পাদদেশে এক মানববন্ধন করে এ দাবি জানান তারা। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার জন্য অদমা ১৪, প্রত্যয়ী-১৫, সংকল্প-১৬, সুশম ১৭ এবং সৌরচান্দ্রিক ১৮ ব্যাচের কোনো ক্লাস ড.সঞ্চিতা গুহ চৈতিকে দেওয়া যাবে না বলেও দাবি জানান শিক্ষার্থীরা। জানা গেছে, জুলাই আন্দোলনের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর ছিলেন অধ্যাপক ড.সঞ্চিতা গুহ চৈতি। শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে বলেন, আন্দোলনের সময় স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আফজালুর রহমান বাবুর ফেসবুক পোস্টে কমেন্ট করে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার উসকানি দেন সঞ্চিতা গুহ চৈতি। এছাড়া শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও হুমকি-ধামকির অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে। সংস্কৃত বিভাগের শিক্ষার্থী ইমরান হোসেন বলেন, ‘তিনি আওয়ামী প্রভাব খাটিয়ে কলা অনুষদের বড় বড় পোস্ট বাগিয়ে নিতেন।

অগ্নিকাণ্ডের ৫ দিন পর সচিবালয়ে

এর পরিপ্রেক্ষিতে অস্থায়ী পাসের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সাংবাদিকদের তালিকাও দেওয়া হয়। কিন্তু তারপরও পেশাগত কাজে সচিবালয়ে প্রবেশ করতে পারছিলেন না সাংবাদিকরা।

পুঁজিবাজারে সূচক বাড়লেও

বেড়েছে ৮৩টি কোম্পানির, কমেছে ১০০টির এবং অপরিবর্তিত আছে ২৭টির। দিন শেষে সিএসইতে ৪ কোটি ১৮ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৪ কোটি ৮২ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট।

বায়োমেট্রিক নিবন্ধিত সিম না

আগামী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে সব করদাতাকে সহজে ও নির্বিঘ্নে অনলাইনে রিটার্ন দাখিল করতে আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি। এর আগে এনবিআর ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের বার্ষিক আয়কর বিবরণী বা রিটার্ন জমার সময় আরও এক দফা বাড়ানোর ঘোষণা দেয়। ২৪ ডিসেম্বর এনবিআর জানায়, আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত রিটার্ন জমা দেওয়া যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা-উদ্ভাবনের

উদ্ভাবনের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে এখন অনেক মানসম্মত গবেষণা হচ্ছে। গবেষকদের যথাযথভাবে গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করতে উৎসাহ দিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সেমিনারে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অদ্রাপক ড. মো. শামসুল আলম, বাংলা অ্যাকাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আজম, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. সাঈদ ফেরদৌস, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম তালুকদার, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. এস এম হাফিজুর রহমান ও অধ্যাপক ড. শাহরিয়ার হায়দার, গণিত বিভাগের প্রফেসর ড. ছালমা নাছরীন, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আশা ইসলাম নাঈম এবং জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এ মামুন বিষয় সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে ইউজিসির রিসার্চ অ্যান্ড গ্র্যান্টস ম্যানেজমেন্ট বিভাগের পরিচালক ড. ফেরদৌস জামান সভাপতিত্ব করেন। একই বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক মো. শাহীন সিরাজের সঞ্চালনায় সেমিনারে ইউজিসি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

চাঞ্চল্যকর মাহাবুব হত্যা মামলার

বুবকে এলোপাতাড়ি আঘাত করতে থাকেন। এরপর জিতুসহ অপর আসামিরা গুম করার উদ্দেশ্যে মাহাবুবকে গুরুতর রক্তাক্ত জখম অবস্থায় কদমতলী থানার পাটেরবাগ এলাকায় ফেলে পালিয়ে যায়। পরে মাহাবুবের পরিবার খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে মাহাবুবের রক্তাক্ত গলাকাটা লাশ দেখতে পায়। এই ঘটনায় মাহাবুবের ভাই মো. ফজর আলী বাদী হয়ে কদমতলী থানায় জিতুসহ নয়জন এবং অজ্ঞাতনামা আরও ১০/১২ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলার বিষয় জানতে পেরে শাহাব উদ্দিনসহ অন্যান্য আসামিরা আত্মগোপনে চলে যান। র‌্যাব-১০ এর এএসপি তাপস কর্মকার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত রোববার বিকেলে দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ থানাধীন এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাহাবুব হত্যা মামলার প্রধান আসামি জিতুকে গ্রেপ্তার করে র‌্যাব। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামি ওই হত্যাকাণ্ডে তার সরাসরি সম্পৃক্তার সত্যতা স্বীকার করেছেন। আসামি জিতুকে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

থার্টি ফার্স্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

(অ্যাম্বুলেন্স, ডাক্তার, রোগী ও সাংবাদিক) ব্যতীত অন্য কেউ ক্যাম্পাসের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন না। একইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত জায়গায় কোন ধরনের অনুষ্ঠান, আতশবাজি, ফানুস ও বিস্ফোরক দ্রব্য বহন এবং ফোটানো যাবে না বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

আইনি বাধা না থাকলে আওয়ামী

ধরনের কোনও চিন্তা করা হচ্ছে না। সিদ্ধান্তও নেই। এসময় আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা মো. ইউনুছ আলী, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা বশির আহমেদ সহ উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

চলতি বছরে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায়

হয়েছিলেন ১ হাজার ৪৩২ জন এবং আহত হয়েছিলেন ৫০২ জন। ফলে গত বছরের তুলনায় শ্রমিক নিহতের সংখ্যা কমেছে ৫২৭ জন, যা ৩৬.৮ শতাংশ এবং আহতের সংখ্যা কমেছে ২৮৪ জন, যা ৫৬.৬ শতাংশ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালে কর্মক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিহত শ্রমিকের সংখ্যা ১১৩ জন ও আহত শ্রমিকের সংখ্যা ৭৫ জন এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিহত শ্রমিকের সংখ্যা ৭৯২ জন ও আহত শ্রমিকের সংখ্যা ১৪৩ জন। খাত ভিত্তিক তথ্যানুযায়ী, ২০২৪ সালে পরিবহন খাতে সর্বোচ্চ ৫২২ শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন ও আহত হয়েছেন ৫২ জন, ১৪৮ জন দিনমজুর নিহত হয়েছেন ও আহত হয়েছেন ৭২ জন, নির্মাণ খাতে নিহত ৬২ জন এবং আহত ৫ জন, কৃষি খাতে শ্রমিক মৃত্যুর সংখ্যা ৬১ জন ও আহত হয়েছেন ১ জন, মৎস্য খাতে নিহত ২৫ জন ও আহত ১০ জন, পোশাক শিল্পে নিহত ৫ জন ও আহত ২৯ জন, বিভিন্ন সেবা খাতে নিহত ২৪ জন ও আহত ১ জন, জাহাজভাঙা/শিপব্রেকিংয়ে নিহত ১১ জন ও আহত ৬ জন, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে নিহত ৬ জন ও আহত ৩ জন, নিরাপত্তা খাতে নিহত ৫ জন ও আহত ২ জন, গৃহস্থালি কাজে নিহত ৫ জন ও আহত ১ জন, চা শ্রমিক নিহত ৩ জন এবং অন্যান্য খাতে শ্রমিক নিহত ২৮ জন ও আহত ৩৬ জন। প্রতিবেদনে কর্মস্থলে হতাহতের উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে সড়ক দুর্ঘটনা, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া, অগ্নিকাণ্ড, ভবন বা স্থাপনা থেকে পড়ে যাওয়া, বজ্রপাত, গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, গৃহশ্রমিকদের ক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতন, দেয়াল-ভবন-ছাদ ধ্বংস, বন্যপ্রাণীর আক্রমণ ও ভূমিধসের কথা বলা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নয়নে তাদের সুপারিশগুলো- শ্রম আইন ও বিধিমালার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করা। শ্রম আইন অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে মালিক শ্রমিক প্রতিনিধি সমন্বয়ে সেইফটি কমিটি গঠন। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকের পরিবারকে এককালীন ১০ লাখ টাকা এবং আহত শ্রমিককে ৫ লাখ টাকা সহায়তা প্রদান। সব সেক্টরে 'সেইফটি অডিট' চালু করা, সরকারিভাবে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্যের সঠিক ডাটাবেজ তৈরি। সর্বজনীন পেনশন স্কিমে দুর্ঘটনায় নিহত/আহত শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তি। শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালকে আধুনিকায়ন। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা উপকরণ পিপিই ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা সম্পর্কে শিল্প মালিক ও ব্যবস্থাপকদের অবহিতকরণ। পেশাগত ব্যাধি নির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল চালু করা। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকের পরিবার ও আহত শ্রমিককে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনাধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

শঙ্কা ও সংকটে আ.লীগ

বেনজীর আহমেদ। তবে সাবেক এনবিআর সদস্য মতিউর রহমানের ছেলের ছাগলকাণ্ডই যে ঘটনার সূত্রপাত ঘটায় তা জোড় আলোচনায়। শেখ হাসিনার পিয়ন জাহাঙ্গীর আলমের ৪০০ কোটি টাকার ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। কোটা কমিয়ে সরকারি চাকরিতে মেধায় নিয়োগের দাবিতে ২০১৮ সালে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, বিরতি দিয়ে ২০২৪-এ পরিণতি লাভ করে। ছাত্রদের দাবি উপেক্ষা করে বিতর্কিত মন্তব্য করে আন্দোলনের আগুনে ঘি ঢালেন শেখ হাসিনা। 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচির ডাক দিলে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরস্ত্র শিক্ষার্থী আবু সাঈদ। প্রাণ বাঁচাতে পানি পান করাতে গিয়ে প্রাণ দেন মীর মুগ্ধ। আন্দোলন দমাতে কারফিউ ঘোষণা, সেনা মোতায়েন করেও সুবিধা করতে পারেনি স্বৈরচার সরকার। সমন্বয়কে তুলে গোয়েন্দা কার্যালয়ে নিয়ে নির্যাতন ও ২০০ এর বেশি মামলায় দুই লাখ ১৩ হাজারের বেশি মানুষকে অভিযুক্ত করা হয়। এ অবস্থায় জাতীয় ঐক্য ও সরকার পতনের ডাক দেয় বিএনপি। সরকার পতনের সপ্তাহ খানেক আগে নির্বাহী আদেশে নিষিদ্ধ করা হয় জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্র শিবিরকে।

৫ আগস্ট কারফিউ ভেঙে 'মার্চ টু ঢাকায়' যোগ দেন লাখো জনতা। আন্দোলন দমাতে ব্যর্থ হয়ে বিমান বাহিনীর উড়োজাহাজে চড়ে ভারতে পালিয়ে যান প্রায় ১৬ বছর ক্ষমতা আকড়ে থাকা আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা। গণভবন, সংসদ ভবন ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ভাঙচুর চালায় বিক্ষুব্ধ জনতা। গা ঢাকা দেন আওয়ামী লীগের জাদরেল নেতারা। এর মধ্যে গ্রেপ্তার হন ক্ষমতাচ্যুত দলটির প্রভাবশালী কয়েকজন মন্ত্রী-এমপিরা। কায়দাকানুন করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান কেউ কেউ। ৬ আগস্ট রাষ্ট্রপতির আদেশে মুক্তি পান খালেদা জিয়া। প্রায় সাত বছর পর বিএনপির জনসভায় ভিডিও বার্তা দেন তিনি। এক যুগ পর গত ২১ নভেম্বর সেনাকুঞ্জে সশস্ত্র বাহি-নী দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। টেলিভিশনে বক্তব্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞা উঠে যায় তারেক রহমানের। ৮ আগস্ট গঠিত হয় অন্তবর্তী সরকার। জেলে না গিয়ে সরকার গঠন করেন ড. মুহাম্মদ ইউনুস। চাকরি চেয়ে রাজপথে আন্দোলন শেষে সরাসরি সরকারে যোগ দেন নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমুদ সজীব। যদিও ফ্যাসিবাদ পতনে প্রাণ দিতে হয় প্রায় ২ হাজার ছাত্র জনতাকে। পঙ্গুত্ববরণ করতে হয়েছে হাজার হাজার নিরীহ শিক্ষার্থীকে। যে তিনটি বড় গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতির বাঁক বদল ঘটেছে, তার সবগুলোতে লাভবান হয়েছে বিএনপি। এবারের গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বিএনপির। তবে ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর বিএনপির দীর্ঘদিনের মিত্র জামায়াত। এদিকে নতুন দল গঠন করছে জাতীয় নাগরিক কমিটি। নতুন বছরের দ্বিতীয় মাসেই তাদের দলের আত্মপ্রকাশের কথা রয়েছে।

ট্রেইনি চিকিৎসকদের ভাতা বাড়িয়ে

রেসিডেন্ট প্রশিক্ষণার্থীদের মাসিক পারিতোষিক ভাতার হার ২৫ হাজার টাকা থেকে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করে ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হলো, যা ২৩ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর। অন্যদিকে আলাদা প্রজ্ঞাপনে একই নির্দেশনা বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস (বিসিপিএস)-এর এফসিপিএস প্রথম পর্ব পাস করা অবৈতনিক প্রশিক্ষণার্থীদের ক্ষেত্রেও কার্যকর হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এদিকে ভাতা বৃদ্ধির প্রজ্ঞাপন মেনে কর্মস্থলে ফেরার ঘোষণা দিয়েছেন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রশিক্ষণার্থী চিকিৎসকরা। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ডক্টরস মুভমেন্ট ফর জাস্টিসের সাধারণ সম্পাদক ডা. মো. নুরুন নবী। তিনি জানান, আগামীকাল (আজ মঙ্গলবার) থেকে আমরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করে কাজে ফিরে যাবো। চিকিৎসকরা জানান, বারবার আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ভাতা বৃদ্ধি না করে একটি স্থায়ী সমাধান হওয়া উচিত। ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলন করে আসছিলেন ট্রেইনি চিকিৎসকরা। তাদের দাবি ছিল মাসিক ভাতা ৫০ হাজার টাকা করে প্রজ্ঞাপন জারি করার। একই দাবিতে গত রোববার দিনভর শাহবাগ অবরোধ করে রাখেন চিকিৎসকরা। গত রোববার দুপুরের পর প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক সায়েদুর রহমান হেয়ার রোডের বাসায় আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য ডা. মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ, ড্যাবের কোষাধ্যক্ষ ডা. মো. জহিরুল হক শাকিল, এনডিএফের সহসভাপতি অধ্যাপক ডা. আতিয়ার রহমান ও যুগ্ম সম্পাদক ডা. রুহুল কুদ্দুস বিপ্লব, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্সেস অ্যান্ড হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক ডা. হুমায়ুন কবির হিমু এবং আন্দোলনকারীদের পক্ষে ছিলেন ডা. জাবির হোসেন, ডা. নুরন্নবী ও ডা. ইমরান শিকদার। বৈঠকে সরকারের পক্ষ থেকে ৩৫ হাজার টাকা ভাতা প্রস্তাব করা হয়। গতকাল সোমবার চিকিৎসকদের ভাতা বৃদ্ধির প্রজ্ঞাপন জারি করেছে অর্থ বিভাগ। তাদের ভাতা ৩০ শতাংশ বাড়িয়ে ৩৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। গত ২৩ ডিসেম্বর থেকে ২৫ হাজার থেকে ৫ হাজার বেড়ে ৩০ হাজার টাকা ভাতা কার্যকর হবে। এছাড়া আগামী ১ জুলাই থেকে আরও ৫ হাজার বেড়ে ৩৫ হাজার ভাতা হবে ট্রেইনি চিকিৎসকদের। এদিকে বিএসএমএমইউয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে আন্দোলন প্রত্যাহার প্রসঙ্গে আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের সংগঠন ডক্টরস মুভমেন্ট ফর জাস্টিস সোসাইটির সভাপতি ডা. জাবির হোসেন বলেন, আমরা দীর্ঘ দুই বছর ধরে বার বার রাজপথে সংগ্রাম করেছি। আমরা যখনই ভাতা বৃদ্ধির যৌক্তিক দাবি নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়েছি, তখন সবাই যৌক্তিক দাবি বলে শুধু আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই দাবি নিয়ে রাস্তায় না নামি, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। এবারও আমরা গত চার মাস ধরে সব জায়গায় গিয়েছি, সবার সঙ্গে কথা বলার পর যখন সামগ্রিকভাবে এই সমস্যাটি সমাধান করতে পারছিলাম না, তখন আমরা রাস্তায় নামতে বাধ্য হই। তিনি বলেন, বিগত একদিন আমরা শাহবাগে অবস্থান কর্মসূচি পালন করি। এর ফলশ্রুতিতে আমাদের ডাকা হয় এবং ভাতা বৃদ্ধির বিষয়ে একটি প্রজ্ঞাপন আসে। সে প্রজ্ঞাপনে জানুয়ারি থেকে ৩০ হাজার টাকা এবং পরবর্তী জুলাই থেকে ৩৫ হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। এ অবস্থায় আমরা সার্বিক দিক বিবেচনা করে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে নিচ্ছি এবং কাজে ফিরে যাচ্ছি। জাবির আরও বলেন, মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আমরা কাজে ফিরবো। তবে কোনো কারণে যদি জুলাই থেকে ৩৫ হাজার টাকা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা না হয় এবং দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কথা চিন্তা করে যে ইনক্রিমেন্টের কথা আমাদের বলা হয়েছে, এ বিষয়টি মাথায় নিয়ে সুন্দর সমাধান করা না হয়, তাহলে আমরা আবারও রাস্তায় নামতে বাধ্য হবো।

প্রতিবন্ধী ছেলেকে হত্যার দায়ে মা

আমার মেয়ে নাজমুন নাহার, স্ত্রী ইসরাত জাহান ও আমার প্রতিবন্ধী ছেলে আহাম্মদ উল্লাহসহ ওই ভাড়া বাসায় বসবাস করি। আমি নারায়ণগঞ্জের একটি ব্যাটারি কারখানায় চাকরি করি। গত ২৯ ডিসেম্বর বাড়ি মালিকের মাধ্যমে জানতে পারি আমার স্ত্রী প্রতিবন্ধী সন্তানকে ব্যাপক মারধর করছে। খবর পেয়ে আমি বাড়ির উদ্দেশে রওনা হই। ততক্ষণে বাড়ির মালিক ও স্থানীয়রা দরজা ভেঙে আমার সন্তানের রক্তাক্ত লাশ দেখতে পায়। আমি রাত দেড়টার দিকে বাসায় ফিরে সন্তানের লাশ খাটের ওপর দেখতে পাই। পরে সাভার মডেল থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে আমার সন্তানের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। তিনি আরও বলেন, আমার প্রতিবন্ধী সন্তানের চিকিৎসাসহ সেবা করতে করতে আমার স্ত্রী মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থতার কারণেই হয়তো নিজে সন্তানকে আমার স্ত্রী হত্যা করেছে। সাভার মডেল থানার ওসি জুয়েল মিয়া বলেন, নিহত শিশুর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। একই সাথে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

সংশোধিত এডিপিতে কমছে

সরকারি অর্থায়ন। অথচ এবার সেই রেকর্ড ভাঙতে যাচ্ছে। বড় আকারে কমতে পারে সরকারি অর্থায়ন। চলতি অর্থবছরের এডিপির আকার দুই লাখ ৭৮ হাজার ২৮৯ কোটি টাকা। এতে একলাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকা স্থানীয় উৎস থেকে দেওয়া হয়েছে। সরকারি উৎস থেকে এডিপিতে ৩০ হাজার কোটি টাকা কমতে পারে। সূত্র জানায়, এডিপি কাটছাঁটের কাজ শুরু করেছে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ চাহিদা ও খরচের ওপর নির্ভর করে কমানো হবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি। শুধু সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের প্রায় ১১ হাজার ১৮৬ কোটি টাকা কাটছাঁট হচ্ছে। সম্প্রতি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. এহছানুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় তাদের সংশোধিত এডিপির বরাদ্দের চাহিদা চূড়ান্ত করা হয়। মূল এডিপিতে চলতি অর্থবছরের জন্য ৩২ হাজার ৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। সভায় চলতি অর্থবছরে পাঁচ হাজার ৯৭২ কোটি টাকা রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়, যার মধ্যে বিআরটিএ তিন হাজার ৯৭১ কোটি এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর দুই হাজার কোটি টাকা আদায় করবে। সংস্থাটির পরিচালন বাজেট ধরা হয় ছয় হাজার ১০০ কোটি টাকা, যার মধ্যে পাঁচ হাজার ৫৬৮ কোটি টাকাই সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের। সভায় সংশোধিত উন্নয়ন বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ২০ হাজার ৮৫৫ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ কমছে সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের। ডিটিসিএর কোনো বরাদ্দ না কমলেও বিআরটিসির প্রায় পুরো টাকাই কেটে নেওয়া হচ্ছে। এডিপিতে বরাদ্দ দেওয়া অর্থ খরচ করতে পারবে না বলে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছে সওজ। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী সৈয়দ মঈনুল হাসান বলেন, '২০২৪-২৫ অর্থবছরের শুরুতে এডিপিতে আমাদের ১২৪টি প্রকল্প চলমান। আরএডিপিতে আরও তিনটি প্রকল্প অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। মোট প্রকল্পের সংখ্যা ১২৭টি। ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ হওয়ায় এ খাতে সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে না, তাই ভূমি অধিগ্রহণ খাতে বরাদ্দ কমানো প্রয়োজন।' মাঠ পর্যায়ের চাহিদা অনুযায়ী ভিজিএফ খাতে ১২ হাজার ২৩৫ কোটি এবং প্রকল্প ঋণ খাতে তিন হাজার ৭২২ কোটি টাকা নির্ধারণ করে সংশোধিত বাজেটে মোট সাত হাজার ১২৭ কোটি টাকা কমানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। পূর্ব/নির্মাণকাজের অনেক কম্পোনেন্টের এখনো টেন্ডার হয়নি, নতুন করে টেন্ডার করে এই অর্থবছরে খরচ করা সম্ভব হবে না। এডিপি কাটছাঁট প্রসঙ্গে আইএমইডি সচিব আবুল কাশেম মো. মহিউদ্দিন বলেন, 'এডিপি কাটছাঁট করার কাজ শুরু হয়েছে। এই অর্থ মন্ত্রণালয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর প্রস্তাব পাঠাচ্ছে। এই প্রস্তাবনা নিয়ে সভা হবে, এর পরেই সব কিছু চূড়ান্ত হবে। তবে সংশোধিত এডিপি চূড়ান্ত হতে একমাস লেগে যাবে।' সংশোধিত এডিপি কমানো প্রসঙ্গে সচিব বলেন, 'আমরা এডিপি মনিটরিং করছি, যাতে সর্বোচ্চ উন্নয়ন ব্যয় করা যায় সেই চেষ্টা থাকবে। তবে এবার সংশোধিত এডিপি কমবে। এর প্রধান কারণ কিছু প্রকল্প শেষ পর্যায়ে, কিছু বরাদ্দ দিয়ে সমাপ্ত করা হবে। এবার বড় আকারে প্রকল্প কাটছাঁট হচ্ছে। সেগুলোতে বরাদ্দ দেওয়া হবে না।' ২০ হাজার কোটি টাকা খরচ হচ্ছে না উন্নয়ন প্রকল্পে: রাজনৈতিক পালাবদলে কমছে প্রকল্পের সংখ্যা। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নেওয়া অনেক প্রকল্প বাদ যাবে সংশোধিত এডিপিতে। এছাড়া অনেক ভাবনা-চিন্তা করেই বৈদেশিক ঋণের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে উন্নয়ন প্রকল্পে। এসব কারণে মূলত প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা কমতে যাচ্ছে বৈদেশিক ঋণ। প্রতি বছর গড়ে ৮ থেকে ১০ হাজার কোটি টাকা কম খরচ হয় বৈদেশিক ঋণ। এবার এ সংখ্যা দ্বিগুণ হতে যাচ্ছে। গত অর্থবছর ছেঁটে ফেলা হয়েছিল ১০ হাজার ৫শ কোটি টাকার বরাদ্দ। এদিকে এই মধ্যে সংশোধিত এডিপি তৈরির জন্য প্রকল্পভিত্তিক বৈদেশিক অর্থের বরাদ্দ নির্ধারণে বৈঠক করেছে ইআরডি। চলতি মাসে ৫১টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন ইআরডি সচিব শাহরিয়ার কাদের সিদ্দিকী। সূত্র জানায়, চলতি অর্থবছরের এডিপিতে বৈদেশিক সহায়তা অংশে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে একলাখ কোটি টাকা, যা মোট এডিপির ৩৫ দশমিক ৯৫ শতাংশ। এর থেকে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা বাদ দিয়ে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ দাঁড়াতে পারে ৮০ হাজার কোটি টাকা। খরচের খাতা খুলতে পারেনি পররাষ্ট্র-স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়: চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে একটি টাকাও খরচ করতে পারেনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। অথচ এই সময়ে মোট বরাদ্দ ছিল ১৪৩ কোটি ১৬ লাখ টাকা। চলতি অর্থবছর ১৩ প্রকল্পে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের মোট বরাদ্দ ছিল ৮ হাজার ৯৩৬ কোটি টাকা। অথচ পাঁচ মাসে একটি টাকাও খরচ হয়নি। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগেরও বেহালদশা। ৮ প্রকল্পে এই বিভাগে মোট বরাদ্দ ৭৫৪ কোটি টাকা। অথচ একটি টাকাও খরচ হয়নি। ৫ শতাংশ বাস্তবায়ন হয়নি একাধিক মন্ত্রণালয়-বিভাগে: চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে একাধিক মন্ত্রণালয়-বিভাগ ৫ শতাংশও এডিপি বাস্তবায়ন করতে পারেনি। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগে ২ দশমিক ৯১, জননিরাপত্তা বিভাগে ২ দশমিক ৯১, সুরক্ষা সেবা বিভাগে ৩ দশমিক ৬৯, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ১ দশমিক ২৪, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৩ দশমিক ০৪, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ৪ দশমিক ১৫, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ২ দশমিক ২১ শতাংশ এডিপি বাস্তবায়ন হয়েছে। আইএমইডি জানায়, এডিপি বাস্তবায়নে শীর্ষে রয়েছে স্থানীয় সরকার বিভাগ, যা পাঁচ মাসে এডিপি বাস্তবায়নের হার ২০ দশমিক ৩১ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পাঁচ মাসে এডিপি বাস্তবায়নের হার ছিল ১৭ দশমিক ০৬ শতাংশ, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৮ দশমিক ৪১, ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৮ দশমিক ৮১ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৭ দশমিক ৯৩ শতাংশ এডিপি বাস্তবায়িত হয়েছিল। অর্থাৎ গত পাঁচ বছরে এবারই সবচেয়ে কম এডিপি বাস্তবায়ন হয়েছে। শুধু নভেম্বর মাসে ১২ হাজার ২৩৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের মাত্র ৪ দশমিক ৪০ শতাংশ। চলতি অর্থবছর মোট প্রকল্পের সংখ্যা ১ হাজার ৩৫২টি।

ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির

মো. ওয়াহেদ আলি। কার্যকরী সভাপতি পদে নির্বাচন করবেন আক্তারুজ্জামান বাবুল ও মোয়াজ্জেম হোসেন সরদার। সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচন করবেন মো. সাইফুল আলম ও আল আমিন খান জয়। দপ্তর সম্পাদক পদে নির্বাচন করবেন কাজী মো. জুবায়ের মাসুদ ও মহসিন মিয়া। কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচন করবেন এ এস এম আহমেদ খোকন ও আবুল খায়ের। এ নির্বাচনে সব কাউন্সিলরকে সমিতির কার্যালয়ে ভোটদানে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির ত্রিবার্ষিক নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ফয়জুল ইউসুফ চৌধুরী।

সচিবালয়ের নিরাপত্তার দায়িত্ব থেকে

আদেশে জানায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। এ কমিটির প্রাথমিক তদন্ত প্রকিবেদন গতকাল সোমবার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কাছে দেওয়া কথা রয়েছে।

চালবাজির চক্রেই চড়া

দাম বাড়ায় তারা চালের দাম বাড়িয়েছেন। নওগাঁ চালকল মালিক গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ চকদার বলেন, মোকামে ধান নেই। শুরু থেকে এবার ধানের দাম বেশি। গত এক-দেড় সপ্তাহের ব্যবধানে প্রতি মণে ৭০ থেকে ৮০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। ধানের দাম বাড়ার কারণে স্বাভাবিক কারণেই চালের দাম বাড়াতে হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, দেশে চালের বড় মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগর, নওগাঁ ও দিনাজপুরে প্রতি মণ স্বর্ণা ধান এক হাজার ৪২০ থেকে এক হাজার ৪৭০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এসব এলাকায় প্রতি মণে ধানের দাম গত সপ্তাহের চেয়ে ৫০ টাকা বেড়েছে। যেখানে প্রতি বস্তা চালের দাম একই সময়ে বেড়েছে ২০০ থেকে ২৫০ টাকা। ওইসব এলাকায় প্রতি বস্তা (৫০ কেজি) চাল বিক্রি হচ্ছে ২ হাজার ৬০০ থেকে ২ হাজার ৭০০ টাকায়। দিনাজপুরের আলিমা ট্রেডার্সের হজরত আলী সজিব বলেন, মোকামে ধানের সরবরাহ কম। চাষিরাও ধান বিক্রি করতে চাচ্ছে না। যে কারণে দাম বাড়ছে। সেক্ষেত্রে মিলাররা বেকায়দায় পড়েছেন। আসলেই কি ধান বিক্রি কম হচ্ছে? নওগাঁর অন্যতম বড় ধানের মোকাম পত্নীতলা উপজেলার মধইল বাজার। ওই বাজারে সপ্তাহের প্রতিদিন ধান কেনাবেচা হয়। ৫০০ মণের ৬০ থেকে ৭০টি ট্রাকে প্রতিদিন আসে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার মণ ধান। সেখানে এখন আমদানি হচ্ছে ৭ হাজার ৫০০ থেকে ১০ হাজার মণ বলে দাবি কয়েকজন ব্যবসায়ীর। তারা বলছেন, আমদানি প্রায় এক তৃতীয়াংশ কমেছে। বেশ কয়েকজন ধানের আড়তদার জানান, চালকলের মালিকেরা ধান কেনার জন্য এসে ফিরে যাচ্ছে, কারণ ধানের সরবরাহ কম। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম হওয়ায় ধানের দাম বেড়ে গেছে। মধইল বাজারসহ নঁওগার চৌবাড়ীয়া হাটেও সরবরাহ কম বলে জানা যায়। এছাড়া এসব হাটের আশপাশের এলাকায় কয়েকজন কৃষকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ভবিষ্যতে বাজারে চালের দাম বাড়বে বলে মনে করেন তারা। যে কারণে তারা ধান বিক্রি কমিয়েছেন। বিদারুল ইসলাম নামে একজন কৃষক বলেন, অন্য জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে, গত একবছর ধানের দাম সেভাবে বাড়েনি। ফলে দাম বাড়ার কারণ রয়েছে। এছাড়া ভারত থেকে চাল না এলে দেশে ধানের দাম স্বাভাবিকভাবে বাড়বে। মজুতপ্রবণতা ও সুযোগসন্ধানী ব্যবসায়ীরা তৎপর খাদ্যপণ্যের পুরোনো ব্যবসায়ী নওগাঁ জেলা ধান-চাল আড়তদার সমিতির সভাপতি নিরোধ বরণ সাহা। তিনি বলেন, কৃষক পর্যায়ে ধান আটকে রয়েছে। বাকিটা মিলে মিলে মজুত হচ্ছে। দেশের অনিশ্চয়তা ও ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টা এবার ধানের দামে প্রভাব ফেলেছে। তিনিও বলেন, এবার গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক প্রচার রয়েছে যে, ভারত ধান-চাল দেবে না, বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্য কৃষক, ফড়িয়া ব্যবসায়ীরাও ধান কিনে মজুত করছেন। আবার দাম বাড়বে এমন গুজব কিছু ব্যবসায়ীও ছড়াচ্ছে, যাতে তারা ভবিষ্যতে ভালো দামে বিক্রি করতে পারেন। বাংলাদেশ রাইস মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট কাওসার আলম খান বলেন, সরকার সেভাবে চাল আমদানি করতে পারছে না। বেসরকারি পর্যায়ে আমদানি উন্মুক্ত থাকলেও বিশ্ববাজারে দাম বেশি হওয়ায় ব্যবসায়ীরা চাল আনছেন না। এর মধ্যে খাদ্যের মূল্যস্ফীতি বাড়ছে, সে তুলনায় এতদিন চালের দাম কম ছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবে চালের দাম বাড়বে এটা বেশিরভাগ ব্যবসায়ী ধরে রেখেছেন। এছাড়া মিল মালিকদের মধ্যে অনেক পতিত সরকারের মদতপুষ্ট রয়েছেন, তারাও বাজার বাড়াতে চেষ্টা করছেন বলেও জানিয়েছেন কিছু ব্যবসায়ী। যা বলছে সরকার এসব বিষয়ে খাদ্যসচিব মাসুদুল হাসান বলেন, সংকটের আতঙ্ক তৈরি করে বাজার বাড়ানোর প্রবণতা নতুন নয়। তবে এটি অনৈতিক। কেন এটা করা হচ্ছে সেটা আমার জানা নেই। তবে ভারতের সঙ্গে চাল আমদানি বিষয়ে কোনো টানাপোড়েন নেই। যারা এ বিষয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে, তাদের বাজার অস্থিতিশীল করার মতো সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। তিনি বলেন, ভারত থেকে বেসরকারি পর্যায়ে ৭৩ হাজার টন চাল এসেছে। এছাড়া সরকার এই মুহূর্তে ২৪ হাজার ৮০০ টন চালের জাহাজ খালাস করছে। এরপর যে জাহাজ আসছে তাতে ২২ হাজার টন আসবে। এভাবে ক্রমান্বয়ে চাল আসবে। মাসুদুল হাসান বলেন, বরং ভারতের যে চাল রপ্তানিকারকদের সংগঠন ইন্ডিয়ান রাইস ফেডারেশন, তারা আমাদের চিঠি দিয়েছে, প্রতিযোগিতামূলক দামে আরও চাল কেনার জন্য। তিনি বলেন, আমন মৌসুমে সরকারকে কৃষকরা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি চাল দিয়েছে। আমাদের দেড় লাখ টন চাল কেনার পরিকল্পনা ছিল, সেখানে দুই লাখ ৬৫ হাজার টন পেরিয়ে গেছে। তাহলে কৃষকরা চাল বিক্রি করছে না, এ কথাও ঠিক নয়।

সচিবালয়ে নিরাপত্তার দায়িত্ব থেকে সেনা সদস্যদের প্রত্যাহার

স্টাফ রিপোর্টার বাংলাদেশ সচিবালয়ে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সেনাবাহি-নীর সদস্যদের প্রত্যাহার করা হয়েছে।তারা সচিবালয়ের ভেতরে এখন নিয়মিত ডিউটি করবেন না। তবে কয়েক দফায় টহল কার্যক্রম চলমান থাকবে। গতকাল সোমবার সচিবালয়ের দায়িত্বশীল সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। সূত্র জানিয়েছে, গত রোববার সন্ধ্যায় সেনা সদস্যদের প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। কী কারণে তাদের প্রত্যাহার করা হয়েছে এ বিষয়ে এখনও কিছুই জানা যায়নি। এখন থেকে সেনাবাহিনীর সদস্যরা সচিবালয়ে রেগুলার ডিউটি করবেন না। সূত্র আরও জানিয়েছে, সেনাবাহিনীর সদস্যরা কখন কখন টহল দেবেন তা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঠিক করবেন।

আবারও শেখ হাসিনার গ্রাফিতিতে জুতা নিক্ষেপ

স্টাফ রিপোর্টার সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে খুনি আখ্যা দিয়ে তার গ্রাফিতিতে জুতা নিক্ষেপ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আশপাশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। গতকাল সোমবার আনুমানিক বেলা দেড়টার দিকে টিএসসিতে শেখ হাসিনার গ্রাফিতিতে জুতা নিক্ষেপ করেন তারা। এ সময় 'ফাঁসি ফাঁসি ফাঁসি চাই, খুনি হাসিনার ফাঁসি চাই', 'ক্ষমতা না জনতা, জনতা জনতা', 'দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা' ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন শিক্ষার্থীরা। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মেঘমল্লার বসু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমদের প্রতি অভিযোগ তুলে বলেন, যখন শেখ হাসিনার ছবি অর্ধেকটা মুছে ফেলা হয় তখন শিক্ষার্থীরা গিয়ে বাধা দেয়। সেই সময় যদি শিক্ষার্থীরা ওখানে না থাকতো তাহলে তো পুরা ছবি মুছে ফেলা হতো। প্রক্টর তাহলে কেন এবং কার পারমিশন নিয়ে শেখ হাসিনার ছবি তুলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এর আগে শেখ হাসিনার ছবি মুছে ফেলা নিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে দুঃখপ্রকাশ ও অনিচ্ছাকৃত ভুল বলে বিবৃতি দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদ। পরে গত রোববার দিবাগত রাত ১০টা থেকে নতুন করে গ্রাফিতি তৈরির কাজ শুরু হয়। এ সময় সব ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠন ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। পরে তারা গতকাল সোমবার গ্রাফিতিতে জুতা নিক্ষেপ কর্মসূচির ঘোষণা দেয়।

টেকনাফে বন বিভাগের ১৭ শ্রমিক অপহরণ

স্টাফ রিপোর্টার কক্সবাজারের টেকনাফে হ্নীলা জাদিমুড়া পশ্চিম পাহাড়ে কাজ করার সময় বন বিভাগের ১৭ শ্রমিক অপহরণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। গতকাল সোমবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ এহসান উদ্দিন। অপহৃতরা হলেন- ফরেস্ট সাইফুল ইসলাম (২২), সৈয়দ (৫০), রফিক, শ্রমিক আইয়ুব খান (১৮), আইয়ুব আলী (৫০), আনসার উল্ল্যাহ (১৮), আয়াত উল্ল্যাহ (২২), সামছু (৪৫), ইসলাম(২১),সামছু (৪০), ইসমাইল (৩৫), মোহাম্মদ হাসিম (৪০), নূর মোহাম্মদ (২১), সৈয়দ আমিন (৩০), সফি উল্ল্যাহ (৩০), আইয়ুব (৫০), মাহাতা আমিন (১৮)। আর দুই জনের নাম পাওয়া যায়নি। এদের মধ্যে অনেকে রোহিঙ্গা আছে বলে জানা গেছে। ইউএনও শেখ এহসান উদ্দিন বলেন, হ্নীলা জাদিমুড়া এলাকা থেকে ফরেস্টসহ ১৭ জন অপহরণের শিকার হয়েছে, তাদের উদ্ধারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কাজ করছে। টেকনাফ বন বিভাগের রেঞ্জ কর্মকর্তা আব্দুর রশিদ বলেন, প্রতিদিনের মতো বাগানে কাজ করতে গেলে ১৭ জনকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এপিবিএন, উপজেলা প্রশাসনসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীগুলো নিয়ে তাদের উদ্ধারে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এ সংখ্যা বাড়তে পারে।

বিপিএলের টিকিট না পেয়ে স্টেডিয়াম গেটে হট্টগোল

স্টাফ রিপোর্টার বিপিএল ম্যাচের টিকিট কিনতে না পেরে মিরপুরে শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের সামনে টিকিট প্রত্যাশীদের মাঝে উত্তেজনা তৈরি হয়। তখন পরিস্থিতি বিশৃঙ্খল আকার ধারণ করলে পুলিশ তাদের সরিয়ে দেয়। গতকাল সোমবার সকাল ১১টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। এ সময় সেখানে উপস্থিত লোকজনের কাছে জানতে চাইলে তারা জানান, বিপিএল এর টিকিট প্রত্যাশীরা স্টেডিয়ামের ২ নং গেটে ভিড় করতে থাকে। তারা টিকিটের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে। তখন হট্টগোল তৈরি হয়। উত্তেজিত লোকজন সড়ক অবরোধের এবং একপর্যায়ে স্টেডিয়ামের ফটক ভাঙার চেষ্টা করে। এ সময় তারা ক্রিকেটার মেহেদী হাসান মিরাজের গাড়ি আটকের চেষ্টা করে বলেও জানা যায়। পরে পুলিশ তাদের সরিয়ে দেয়। মিরপুর থানার ওসি গিয়াস উদ্দিন বলেন, স্টেডিয়ামের ২ নম্বর গেটের সামনে কিছু লোক টিকিটের জন্য জড়ো হয়েছিল। এখান থেকে টিকিট দেওয়া হবে না জানিয়ে বিসিবির দায়িত্বপ্রাপ্তরা তাদের সরে যেতে বলেন। তখন টিকিট প্রত্যাশীরা ভুয়া ভুয়া স্লোগান দিতে থাকে। পুলিশের মিরপুর বিভাগের উপকমিশনার মোহাম্মদ মাকছুদের রহমান বলেন, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে আছে। উত্তেজিত লোকজনকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, বিপিএলের এবারের আসর শুরু হয়েছে গতকাল সোমবার থেকে। উদ্বোধনী দিনে দুটি ম্যাচ। বেলা ১টা ৩০ মিনিটে ফরচুন বরিশালের মুখোমুখি দুর্বার রাজশাহী। সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে লড়বে রংপুর রাইডার্স।

জি নিউজের সংবাদ মিথ্যা ও বানোয়াট: সিএ প্রেস উইং ফ্যাক্টস

স্টাফ রিপোর্টার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নিয়ে ভারতের জি নিউজে প্রকাশিত সংবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট বলে জানিয়েছে চিফ অ্যাডভাইজারস প্রেস উইং ফ্যাক্টস। গতকাল সোমবার এক ফেসবুক পোস্টে এ কথা জানান হয়। তাদের মতে, এটি প্রফেসর ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয় মিডিয়ার একটি সুপরিকল্পিত প্রচারণার অংশ। প্রেস উইং ফ্যাক্টস জানায়, আমরা সুস্পষ্টভাবে এই খবরের প্রতিটি বিষয়বস্তু অস্বীকার করছি এবং বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত এই ধরনের অপপ্রচারে দৃষ্টি না দেওয়ার জন্য সবাইকে অনুরোধ করছি। আরও জানায়, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নেতৃত্ব নেওয়ার পরপরই অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ভারতীয় গণমাধ্যমকে বাংলাদেশ সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং ঘটনাস্থল থেকে প্রতিবেদন প্রকাশ করার অনুরোধ জানান। দুর্ভাগ্যবশত, এমনকি কিছু শীর্ষ ভারতীয় মিডিয়াও এতে সাড়া দেয়নি। এর পরিবর্তে সুবিধাজনকভাবে নামহীন সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে গল্প উদ্ভাবন চালিয়ে যাচ্ছে। প্রসঙ্গত, জি নিউজের খবরে দাবি করা হয়েছে, ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আই আর জি সি) এর আদলে বাংলাদেশ একটি নতুন সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের উত্থানের ঘটনা দেখা গেছে। সেখানে আরও দাবি করা হয়, ড. ইউনূস ইসলামিক রেভল্যুশনারি আর্মি (আইআরএ) নামে একটি জঙ্গি বাহিনী প্রতিষ্ঠার আয়োজন করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই উত্থান আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্য সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে বলেও খবরে প্রকাশ করা হয়।

অটোরিকশা-অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত ১

স্টাফ রিপোর্টার নারায়ণগঞ্জের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে এক নারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিন জন। তাদেরকে উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গত রোববার বিকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মেঘনা টোল প্লাজা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত ওই নারীর নাম আছিয়া খাতুন (৬০)। তার বিস্তারিত পরিচয় এখনও জানা যায়নি। আহতদের মধ্যে আলেয়া খাতুন (৬০) বরিশাল পিরোজপুরের নাজিরপুরের রঘুনাথপুর গ্রামের মৃত মান্নান মিয়ার স্ত্রী। বাকিদের পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সিএনজিচালিত একটি অটোরিকশা মেঘনা টোল প্লাজার উল্টো পথ দিয়ে মেঘনা ব্রিজে ওঠার সময় ঢাকাগামী একটি অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশার যাত্রীরা মহাসড়কে ছিটকে পড়েন। ঘটনাস্থলেই এক নারীর মৃত্যু হয়। আর অটোরিকশায় থাকা বাকি চার জন আহত হন। তাদের মধ্যে তিন জনকে বিভিন্ন হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। এ সময় অ্যাম্বুলেন্সটি জব্দ করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করে কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ওসি কাজী ওয়াহিদ মোরশেদ বলেন, সিএনজির সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সের সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও অনেকে। আহতদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কুমিল্লায় আগুনে পুড়েছে শতাধিক দোকান

স্টাফ রিপোর্টার কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলার মাধাইয়া বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গত রোববার রাত সাড়ে ১১টার পর থেকে মসজিদের পার্শ্ববর্তী একটি মিষ্টি দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। দুই ঘণ্টা পর ফায়ার সার্ভিস আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যায়। ফায়ার সার্ভিসের সূত্রে জানা গেছে, দুই ঘণ্টার আগুনে প্রায় ৪৩টি কক্ষ পুড়েছে। যেসব কক্ষের ভেতরে একের অধিক দোকান রয়েছে। সেই হিসেবে শতাধিক দোকান হতে পারে। এতে প্রাথমিক ক্ষতি ৪৩ লাখ টাকা ধরা হয়েছে। তবে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। ফায়ার সার্ভিস কুমিল্লার চান্দিনা স্টেশন অফিসার অনয় ঘোষ বলেন, আমরা প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি, মিষ্টির দোকানের চুলা আগুন থেকে আগুন ছড়িয়েছে। তবে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ দাহ্য পদার্থ। বিশেষ করে ওই এলাকাটায় বেশি কাঠের পাটাতন ছিল। এ ছাড়াও পলিথিন ও প্লাস্টিক জাতীয় পণ্য থাকায় আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে বাইরে চলে যায়। তিনি বলেন, আমরা খবর পেয়েছি ১১ টা ৫০ মিনিটে। ১২টার মধ্যেই আমরা পৌঁছাতে পারতাম কিন্তু সড়কে যানজট ছিল। তাই আরও সামান্য সময় লেগেছে। অনুমোদন নিয়ে দোকান তৈরি হয়েছে কিনা এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই অবৈধভাবে এসব স্থাপনা তৈরে করা হয়েছিল। একটির সঙ্গে অন্যটির কোনো দূরত্ব ছিল না। তাই আগুনও দ্রুত ছড়ায় আর ক্ষতিও বেশি হয়। আমরা আগে অনেকবার তাদের মৌখিকভাবে বিষয়টি জানিয়েছি। এবং সতর্ক করেছি। কিন্তু তারা আমাদের কথা শোনেননি। উল্লেখ্য, রাত সাড়ে ১১টার কিছু সময় পর হঠাৎ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক লাগোয়া চান্দিনার মাধাইয়া বাজারে একটি মিষ্টি দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। এরপরে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে আগুন। ফায়ার সার্ভিসের চান্দিনা স্টেশনের দুই ইউনিট খবর পেয়েই আগুন নিয়ন্ত্রণে যোগ দেয়। কিন্তু তারা একা আগুন নিয়ন্ত্রণে না আনতে পেরে দাউদকান্দি স্টেশনকে কল দিলে সেখানকার দুই ইউনিট যুক্ত হয়। রাত ১২টা ২০ মিনিটে ওই চার ইউনিট ব্যর্থ হলে খবর আসে কুমিল্লা স্টেশনে। সেখানকার দুই ইউনিট তাৎক্ষণিক ছেড়ে যায় স্টেশন। কিন্তু বিপত্তি বাধে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক লাগোয়া মাধাইয়া বাজারে আগুন লাগায় জনতার ছুটাছুটি ও ব্যবসায়ীদের মালামাল সড়কে রাখায় বন্ধ হয়ে যায় মহাসড়ক। তাই মাঝপথেই যানজট সৃষ্টি হয়। কয়েক কিলোমিটার যানজটে আটকে যায় সব পরিবহন। আটকে যায় ফায়ার সার্ভিসের গাড়িও। এতে ফায়ার সার্ভিসের কুমিল্লা স্টেশনের গাড়ি দুইটিও আগুন নিয়ন্ত্রণে বিলম্বে যুক্ত হয়।

আবারও পঞ্চগড়ের তাপমাত্রা নেমেছে ১০ ডিগ্রির নিচে

স্টাফ রিপোর্টার পঞ্চগড়ে শীতের তীব্রতা আরও বেড়েছে। তাপমাত্রা নেমেছে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে। এতে জেলায় বাড়ছে শীতজনিত রোগব্যাধি। গতকাল সোমবার সকালে জেলার প্রথম শ্রেণির তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার অফিস জানায়, সকাল ৯টায় তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ৯ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর আগে ভোর ৬টায় তাপমাত্রা রেকর্ড হয় ১০ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্থানীয়রা জানান, তীব্র শীতে তাদের হাড়ও কাঁপছে। রাতে একাধিক কম্বল-লেপ নিলেও হচ্ছে না। বিছানা, ঘরের ফ্লোর, আসবাবপত্র সবই বরফ হয়ে আছে। এতে বেড়েছে শীতজনিত রোগব্যাধি। পরিবেশকর্মী মাহমুদুল ইসলাম বলেন, জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে দিনে-রাতে তাপমাত্রা দুই রকম হচ্ছে। দিনে গরম, রাতে প্রচুর ঠান্ডা। তাই পরিবেশ ও জলবায়ুর ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। জেলার প্রথম শ্রেণির তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, গতকাল সোমবার আবার তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির নিচে নেমেছে। গত রোববার তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছিল ১২ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তার একদিন পরে গতকাল সোমবার সকাল ৯টায় তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ৯ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত শনিবার সকাল ৯টায় তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছিল ৯ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ৮ থেকে ১০ ডিগ্রির নিচে তাপমাত্রা রেকর্ড হলে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ ধরা হয়। সেই হিসেবে এটি মৃদু শৈত্যপ্রবাহ।

চট্টগ্রামে ফার্নিচার কারখানায় আগুন

স্টাফ রিপোর্টার চট্টগ্রামে মধ্যরাতে ফার্নিচার কারখানায় লাগা আগুন পাঁচ ঘণ্টা পর গতকাল সোমবার সকাল ৭টা ৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এতে পুড়ে গেছে তিনটি ফার্নিচার কারখানা। এর আগে গত রোববার দিবাগত রাত ২টার দিকে নগরের উত্তর কাট্টলীর সিডিএ আবাসিক এলাকার ১নং রোডের পদ্মপুকুর পাড় এলাকায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে ১৫ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি ও ২০ লাখ টাকার মালামাল উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। আগ্রাবাদ ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, রাত ২টা ১০ মিনিটের সময় আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের টিম ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আগ্রাবাদ ও বন্দর থেকে পাঁচটি ইউনিট কাজ করেছে। আগুনে তিনটি ফার্নিচার তৈরির কারখানা পুড়ে গেছে। এতে ১৫ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি। ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ২০ লাখ টাকার মালামাল উদ্ধার করা হয়েছে। আগুন লাগার কারণ হিসেবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

জয়পুরহাটে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

স্টাফ রিপোর্টার জয়পুরহাট সদরর ও পাঁচবিবি উপজেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু আব্দুল্লাহ (৮) ও বৃদ্ধা নুরজাহান (৭০) নিহত হয়েছেন। গত রোববার সন্ধ্যায় সদর উপজেলার হেলকুন্ডা বাইপাস সড়কে পারাপার হওয়ার সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ওই নারীর ও দুপুরে পাঁচবিবি উপজেলার মোলান রশিদপুর হাফেজিয়া মাদরাসার কাছে রাস্তা পারাপারের সময় মোটর সাইকেলের ধাক্কায় আহত হয়ে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যায় শিশুটি। নিহত নুরজাহান সদর উপজেলার হেলকুন্ডা গ্রামের বাসিন্দা গোলাম মোস্তফার স্ত্রী। আব্দুল্লাহ পাঁচবিবি উপজেলার মোলান রশিদপুর হাফেজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ও গনেশপুর গ্রামের বাসিন্দা সুজন মিয়ার ছেলে। জয়পুরহাট সদর থানার ওসি শাহেদ আল মামুন ও পাঁচবিবি থানার ওসি কাওসার আলী বলেন, দুটি উপজেলায় পৃথক দুটি স্থানে রাস্তা পারাপারের সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধা ও শিশুসহ দুই জন নিহত হয়েছে। পৃথক দুটি ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পাদকীয়

শিশুদের স্কুলে যাওয়ার ঝুঁকিপূর্ণ বাহন পরিত্যাগ করতে হবে

স্বল্পআয়ের পরিবারের শিশুরা সাধারণ স্কুল ভ্যানে চড়েই স্কুলে যাতায়াত করে থাকে। এইসব স্কুল ভ্যানগুলোতে খাঁচার মত হওয়ায় একটি গাড়িতে ছয় সাত জন করে বসতে পারে। এগুলো ছাড়াও অনেক অভিভাবক তাদের শিশু সন্তানকে অবৈধ ব্যাটারিচালিত রিকশা ও কেউ কেউ মোটরসাইকেলে করে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছেন। স্কুলভ্যানের মতো অনুমোদনহীন যানবাহন, রিকশা, ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ও মোটরসাইকেল ঝুঁকিপূর্ণ। অন্যদিকে ব্যক্তিগত গাড়ি বা প্রাইভেট কার রাজধানীর যানজট বাড়াচ্ছে। সকালে ক্লাস শুরুর আগে এবং দুপুর ও বিকেলে ছুটির সময় স্কুলকেন্দ্রিক সড়কে যানজট ব্যাপক ভোগান্তি তৈরি করে এই ব্যক্তিগত গাড়ি। অভিভাবকেরা চান, স্কুলবাস চালু হোক। তাহলে তাঁদের খরচ কমবে, তাঁরা নিরাপদে সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে পারবেন এবং স্কুলে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসেও থাকতে হবে না। স্কুলবাস না থাকা পরিবারগুলোর খরচ অনেক বেড়েছে। নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোকে স্কুল ভ্যানে সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে খরচ হয় মাসে এক থেকে তিন হাজার টাকা। রিকশা ও ব্যাটারিচালিত রিকশায় একেকজনের খরচ একেক রকম। এখন ব্যাটারিচালিত রিকশা ঝুঁকিপূর্ণ উল্লেখ করে সেগুলোর চলাচল নিষিদ্ধ করারও দাবি উঠছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ সালের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১০ লাখ ৩০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাচ্ছে এবং আহত হচ্ছে গড়ে প্রায় ৫ কোটি মানুষ। সেখানে বাংলাদেশে রোড ক্রাশে প্রতি বছর আনুমানিক ২৪ হাজার ৯৫৪ জন মানুষের মৃত্যু হয়। রোড ক্রাশের ফলে দেশে শতকরা ৫ ভাগ জিডিপি কমে যাচ্ছে। গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশিপের তথ্যানুযায়ী যানবাহনে শিশু সুরক্ষিত আসন ব্যবহার করলে শিশু মৃত্যুর হার কমবে। ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে প্রায় ৭০% এবং বড় শিশুদের ক্ষেত্রে প্রায় ৫৪-৮০% মৃত্যুর হার কমানো সম্ভব। সড়কে শিশু মৃত্যু ঠেকাতে গাড়িতে সিট বেল্ট বাঁধা, যানবাহনে শিশুদের উপযোগী সিটের ব্যবস্থা করার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের। সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) অনুসারে, যানবাহনে শিশুবান্ধব আসনের ব্যবহার শিশুদের সড়ক দুর্ঘটনায় আঘাতের ঝুঁকি ৭১%-৮২% হ্রাস করে। সড়ক পরিবহণ আইন ২০১৮ শিশুদের সুরক্ষিত আসন নিয়ে কোন কিছু বলা হয়নি। অথচ আমাদের দেশের যানবাহনে শিশু আসন জরুরি। তাই শিশুদের নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে যানবাহনে (বিশেষ করে ছোট গাড়িতে) শিশু সুরক্ষিত আসন প্রচলনে আইন আবশ্যক।

বাংলাদেশে রোড ক্রাশে প্রতি বছর আনুমানিক ২৪ হাজার ৯৫৪ জন মানুষের মৃত্যু হয়। রোড ক্রাশের ফলে দেশে শতকরা ৫ ভাগ জিডিপি কমে যাচ্ছে। গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশিপের তথ্যানুযায়ী যানবাহনে শিশু সুরক্ষিত আসন ব্যবহার করলে শিশু মৃত্যুর হার কমবে। ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে প্রায় ৭০% এবং বড় শিশুদের ক্ষেত্রে প্রায় ৫৪-৮০% মৃত্যুর হার কমানো সম্ভব। সড়কে শিশু মৃত্যু ঠেকাতে গাড়িতে সিট বেল্ট বাঁধা, যানবাহনে শিশুদের উপযোগী সিটের ব্যবস্থা করার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের

সেন্ট মার্টিনের সামুদ্রিক কচ্ছপ বাঁচাতে উদ্যোগ নিন

কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন বেশ কয়েক প্রজাতির কচ্ছপের প্রজননক্ষেত্র। কয়েক বছর আগেও ডিম পাড়ার জন্য গভীর সমুদ্র থেকে ছুটে আসত উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মা কচ্ছপ। তবে নিষিদ্ধ জালের ব্যবহার, বেওয়ারিস কুকুরের সংখ্যা বৃদ্ধি, অতিরিক্ত পর্যটকের উপস্থিতি ও দূষণের কারণে কচ্ছপের নিরাপদ প্রজননক্ষেত্রটি ধ্বংসের মুখে পড়েছে। সামুদ্রিক কচ্ছপের প্রজনন মৌসুম নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত। এর মধ্যে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে মা কচ্ছপ ডিম পাড়তে আসতে শুরু করেছে। তবে নিরাপদ পরিবেশ না থাকায় মা কচ্ছপের মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে। সাধারণত দ্বীপের উত্তর, উত্তরপশ্চিম, পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণ দিকের প্রবাল এলাকায় জেলেরা জাল ফেলেন। এসব জালে আটকে সামুদ্রিক প্রাণী মারা যায়। প্রচুর সামুদ্রিক ঘাস, সিউইড ও শৈবাল থাকায় এটি কচ্ছপের খাবারের ভালো জায়গা। প্রতিবছর প্রজনন মৌসুমে মা কচ্ছপরা ডিম পাড়তে আসার সময় জালে আটকা পড়ে মারা যায়। সেন্টমার্টিন দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ। জনশ্রুতি বলছে এ দ্বীপে মানুষের বাস আনুমানিক ৩০০ বছর। সামুদ্রিক কচ্ছপ প্রবাল দ্বীপের প্রাকৃতিক বাস্তুসংস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সমুদ্রের তলদেশে তাদের বাস। প্রজনন উদ্দেশ্যে শুধু ডিম পাড়ার জন্য সমুদ্রের বালিময় নিরাপদ এলাকায় আসে। পৃথিবীর চৌম্বকীয় আকর্ষণ অনুসরণ করে তারা ডিম পাড়ার উপযুক্ত তীর বেছে নেয়। এজন্য তাদের হাজার মাইল পথ পাড়ি দিতে হয়। প্রজাতিভেদে মা কচ্ছপ মাত্র একদিন (বা কয়েক ঘণ্টা) ডাঙায় অবস্থান করে কয়েক ডজন বা শ'খানেক ডিম পাড়ে এবং প্রাকৃতিক উপায়ে সমুদ্রে ফিরে। পরিবেশ ও প্রজাতিভেদে ডিমগুলো ৬০ দিনের মধ্যে হ্যাচ করে এবং একদিন বয়সী বাচ্চা কচ্ছপ দিনে সূর্যের আলো বা রাতে চাঁদের আলোয় নিরাপদে সমুদ্রে ফিরে যায়। শুধু মা কচ্ছপ শত শত মাইল পথ পাড়ি দিয়ে ডাঙ্গায় এসে ডিম পাড়ে এবং অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণীর মতো মা-কচ্ছপ কর্তৃক বাচ্চা কচ্ছপদের লালনপালন, সুরক্ষার প্রয়োজন পড়ে না। প্রাকৃতিকভাবে সমুদ্রতল বিচরণক্ষেত্র করে। স্পষ্টত কচ্ছপ স্তন্যপায়ী প্রাণী নয়, সরীসৃপ। দেশের বঙ্গোপসাগর অববাহিকায় পাওয়া পাঁচ প্রজাতির সামুদ্রিক কচ্ছপের মধ্যে তিন প্রজাতির দেখতে পাওয়া যায় সেন্টমার্টিনে। দ্বীপের শিলবুনিয়া, গলাচিপা ও কোণাপাড়া সমুদ্র সৈকতে দেখতে পাওয়া তিন প্রজাতির স্ট্যাটাস তিন ধরনের। সবুজ কচ্ছপ বিপন্ন, হকসবিল অত্যন্ত বিপন্ন এবং অলিভ রিডলি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। গ্রিন কচ্ছপের (৭০-৮০ বছর) আয়ুষ্কাল সবচেয়ে বেশি; হকসবিল ও অলিভ রিডলের জীবনকাল প্রায় সমান (৫০-৬০ বছর)। সবুজ কচ্ছপের ডিম পাড়ার সময়কাল জুন-নভেম্বর, হকসবিলের এপ্রিল-নভেম্বর, আর অলিভ রিডলের নভেম্বর-মার্চ। সবুজ কচ্ছপ ১০০টির বেশী ডিম পাড়ে। বাংলাদেশে সামুদ্রিক কচ্ছপ প্রজাতি এবং তাদের অস্তিত্ব আজ হুমকির মুখে। দ্বীপে সংশ্লিষ্টদের দায়িত্বে অবহেলার কারণে সৈকতে সামুদ্রিক কচ্ছপ মৃত্যু বাড়ছে। এভাবে চলতে থাকলে কচ্ছপ হারিয়ে যাবে। তাই এ ব্যাপারে সরকারের গুরুত্ব দেয়া দরকার।' যত দ্রুত সম্ভব সেন্ট মার্টিনের পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্যোগ নিতে হবে।

শুধু মা কচ্ছপ শত শত মাইল পথ পাড়ি দিয়ে ডাঙ্গায় এসে ডিম পাড়ে এবং অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণীর মতো মা-কচ্ছপ কর্তৃক বাচ্চা কচ্ছপদের লালনপালন, সুরক্ষার প্রয়োজন পড়ে না। প্রাকৃতিকভাবে সমুদ্রতল বিচরণক্ষেত্র করে। স্পষ্টত কচ্ছপ স্তন্যপায়ী প্রাণী নয়, সরীসৃপ। দেশের বঙ্গোপসাগর অববাহিকায় পাওয়া পাঁচ প্রজাতির সামুদ্রিক কচ্ছপের মধ্যে তিন প্রজাতির দেখতে পাওয়া যায় সেন্টমার্টিনে। দ্বীপের শিলবুনিয়া, গলাচিপা ও কোণাপাড়া সমুদ্র সৈকতে দেখতে পাওয়া তিন প্রজাতির স্ট্যাটাস তিন ধরনের

ইতিহাসে জৈন্তিয়া রাজ্য

এমাদ উদ্দিন

জৈন্তিয়া রাজ্যের ইতিহাস সিলেট অঞ্চলের একটি মহৎ অধ্যায়, যা এই অঞ্চলের রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি এবং সমাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। সিলেট বিভাগের উত্তরে অবস্থিত এই রাজ্যটি ছিল প্রাচীন এবং ঐতিহ্যময়। খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়ের পাদদেশে গড়ে ওঠা এ রাজ্য তার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক কাঠামো, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য খ্যাত। জৈন্তিয়া রাজ্যটি বর্তমান সিলেট জেলার কানাইঘাট, গোয়াইনঘাট ও জৈন্তাপুর উপজেলা নিয়ে গঠিত ছিল। এই রাজ্যটি মোট ৩৬টি পরগনায় বিভক্ত ছিল। এর মধ্য থেকে উক্ত ৩ উপজেলায় ১৮টি পরগনা এবং বর্তমান মেঘালয়ে ছিলো ১৮টি পরগনা। জৈন্তিয়া রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান ছিল অত্যন্ত কৌশলগত। এর উত্তরে মেঘালয়ের খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড় এবং দক্ষিণে সুরমা নদী রাজ্যটিকে একদিকে প্রাকৃতিক দুর্গের মতো সুরক্ষা দিত, অন্যদিকে বাণিজ্যের জন্য সুযোগ করে দিত। সুরমা নদী এবং এর উপনদীগুলো শুধু পরিবহন এবং সেচের কাজেই ব্যবহৃত হত না, রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামোকেও মজবুত করত। নদী-নালা, পাহাড় এবং অরণ্যপ্রধান এ রাজ্যে চুনাপাথর এবং কয়লার মতো খনিজ সম্পদের ভান্ডার ছিল, যা রাজ্যের ধন-সম্পদ বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। জৈন্তিয়া রাজ্যের রাজনীতি ছিল স্বতন্ত্র এবং শক্তিশালী। মোগল আমলে যখন সমগ্র বাংলা মোগলদের অধীনস্থ ছিল, তখনও জৈন্তিয়া রাজ্য স্বায়ত্তশাসন বজায় রেখেছিল। মোগলদের সামরিক শক্তি এবং প্রশাসনিক দক্ষতা সত্ত্বেও রাজ্যের ভৌগোলিক দুর্গমতা এবং স্থানীয় জনগণের প্রতিরোধ শক্তি মোগলদের এখানে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে বাধা দেয়। মোগলদের পর, ব্রিটিশ শাসনের আমলে এই রাজ্য তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে। তবে ব্রিটিশদের আধুনিক অস্ত্র এবং কৌশলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পেরে ১৮৩৫ সালে জৈন্তিয়া রাজ্য ব্রিটিশদের দ্বারা বিলুপ্ত হয়। জৈন্তিয়া রাজ্যের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। রাজ্যের অধিবাসীরা প্রধানত খাসিয়া জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, যারা প্রকৃতি পূজা করত এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রকৃতির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক বজায় রাখত। জৈন্তিয়া রাজ্যের অন্যতম আলোচিত এবং বিতর্কিত ধর্মীয় রীতি ছিল নরবলি। দেবতাদের সন্তুষ্ট করতে রাজ্যের প্রাচীন মন্দিরে নরবলির আয়োজন করা হতো। এটি রাজ্যের ধর্মীয় রীতিনীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, যদিও ব্রিটিশ শাসকদের দৃষ্টিতে এটি ছিল অমানবিক এবং বর্বর। এই নরবলি প্রথার বিরোধিতা করে ব্রিটিশরা জৈন্তিয়া রাজ্যের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং একপর্যায়ে রাজ্যের স্বাধীনতা হরণের পটভূমি রচনা করে। জৈন্তিয়া রাজ্যের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং ঐতিহ্য রাজ্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। পাহাড়ি জনগণের মধ্যে সংগীত, নৃত্য এবং উৎসবের প্রতি বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। ধান কাটার সময়, বর্ষার শুরু, এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক উপলক্ষগুলোতে বড় আকারে উৎসব আয়োজন করা হতো। সংগীত, নৃত্য এবং ঐতিহ্যবাহী পোশাক এই উৎসবগুলোর সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে তুলতো। এর সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এতোই প্রবল যে, এ রাজ্যের পতনের ২০০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও সুরমা নদীর যে পারে জৈন্তিয়া রাজ্য ছিল তারা অপর পারের মানুষকে 'মোগলি' (মোগল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ) বলে সম্বোধন করে এবং অপর পারের মানুষ তাদের 'জৈন্তাপুরি' বলে ডাকে। জৈন্তিয়া অঞ্চলের (কানাইঘাট) মানুষের ভাষা সিলেটের অন্যান্য অঞ্চলের ভাষার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা এবং ধীরগতির। এমনকি জৈন্তাপুর অঞ্চলের মানুষের ধ্যান ধারণা সিলেটের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের থেকে স্বতন্ত্র এবং এই স্বাতন্ত্র্যবোধের জন্য কেউ তার সন্তানকে মোঘলিদের সঙ্গে বিয়েও দেয় না (এটা বর্তমান সময়ে কিছুটা কমতে শুরু করছে)। জৈন্তিয়া রাজ্যের পতনের পেছনে একাধিক কারণ ছিল। অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, প্রশাসনিক কাঠামোর অভাব এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিভক্তি রাজ্যের ক্ষমতাকে ক্রমে ক্ষয়িষ্ণু করে তোলে। ব্রিটিশদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং কৌশলগত দক্ষতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো সামরিক সক্ষমতা রাজ্যের ছিল না। নরবলি প্রথা বন্ধ করার জন্য ব্রিটিশদের কঠোর পদক্ষেপ এবং এই ইস্যুতে রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করে। ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশরা জৈন্তিয়া রাজ্যকে তাদের শাসনের অধীনে নিয়ে যায় এবং রাজ্যের স্বাধীনতার সমাপ্তি ঘটে। এই স্বাধীন রাজ্যের বিলুপ্তি সিলেট অঞ্চলের ইতিহাসে একটি নতুন মোড় এনে দেয়। যদিও জৈন্তিয়া রাজ্য আর আজ স্বাধীন নয়, এর ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সিলেটের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আজ জৈন্তাপুর অঞ্চলে (কানাইঘাট, জৈন্তাপুর ও গোয়াইনঘাট) জৈন্তিয়া রাজ্যের প্রাচীন মন্দির, জৈন্তিয়া রাজবাড়ি এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থাপনা ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গবেষক এবং পর্যটকদের কাছে এই অঞ্চলটি একটি আকর্ষণীয় স্থান। স্থানীয় জনসাধারণ এবং ঐতিহাসিকরা জৈন্তিয়া রাজ্যের স্মৃতি ধরে রাখতে এবং এর গৌরবময় ইতিহাসকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে কাজ করে যাচ্ছেন। জৈন্তিয়া রাজ্যের ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় কিভাবে একটি ছোট রাজ্য বড় শক্তির সঙ্গে লড়াই করেছিল এবং স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ করেছে। এর সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় ঐতিহ্য আমাদের অতীতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এবং সিলেট অঞ্চলের একটি অনন্য পরিচিতি তৈরি করে। জৈন্তিয়া রাজ্যের হারিয়ে যাওয়া গৌরবময় অধ্যায় শুধু স্মৃতির আকারে নয়, বরং আমাদের ঐতিহ্যের গভীরে চিরকাল বেঁচে থাকবে।

ব্রিটিশদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং কৌশলগত দক্ষতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো সামরিক সক্ষমতা রাজ্যের ছিল না। নরবলি প্রথা বন্ধ করার জন্য ব্রিটিশদের কঠোর পদক্ষেপ এবং এই ইস্যুতে রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করে। ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশরা জৈন্তিয়া রাজ্যকে তাদের শাসনের অধীনে নিয়ে যায় এবং রাজ্যের স্বাধীনতার সমাপ্তি ঘটে। এই স্বাধীন রাজ্যের বিলুপ্তি সিলেট অঞ্চলের ইতিহাসে একটি নতুন মোড় এনে দেয়। যদিও জৈন্তিয়া রাজ্য আর আজ স্বাধীন নয়, এর ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সিলেটের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আজ জৈন্তাপুর অঞ্চলে (কানাইঘাট, জৈন্তাপুর ও গোয়াইনঘাট) জৈন্তিয়া রাজ্যের প্রাচীন মন্দির, জৈন্তিয়া রাজবাড়ি এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থাপনা ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গবেষক এবং পর্যটকদের কাছে এই অঞ্চলটি একটি আকর্ষণীয় স্থান। স্থানীয় জনসাধারণ এবং ঐতিহাসিকরা জৈন্তিয়া রাজ্যের স্মৃতি ধরে রাখতে এবং এর গৌরবময় ইতিহাসকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে কাজ করে যাচ্ছেন

শিক্ষায় ভর্তি বিড়ম্বনা

মো. ইকরামুল হক

গত অক্টোবরে সারা দেশে একযোগে উচ্চ মাধ্যমিক এবং সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে দশ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী পাস করেছে। এসকল শিক্ষার্থী এইচ এস সি'তে সাত বিষয় পরীক্ষা দেওয়ার পর পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীর দাবির মুখে অবশিষ্ট পরীক্ষা না নিয়ে গৃহীত পরীক্ষাগুলোর উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং তাদের এসএসসি পরীক্ষার ফলের ওপর ভিত্তি করে সাবজেক্ট ম্যাপিং এর মাধ্যমে ফল প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য, তারা সবাই এসএসসি পরীক্ষায়ও কনডেন্সড সিলেবাসে অংশ নিয়েছিল করোনা মহামারির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থী হিসেবে। ফলে তাদের শিখণ ঘাটতি রয়েছে মর্মে শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা একমত। এবার তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভর্তির কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। দেশে শতাধিক উচ্চশিক্ষার বিদ্যাপীঠ রয়েছে, যার মধ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ, সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কমবেশি ৫৫টি। বিগত বছরে পুরনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ব্যতীত অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। যদিও এটি সম্পূর্ণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে করা যায়নি। এতে শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ কিছুটা লাঘব হয়েছিল বটে, তবে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছায়নি। তবে অভিভাবকরা ছিলেন ক্ষাণিকটা স্বস্তিতে। যেমন– অনেক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এদেশে। এগুলোতে একটি কমিটির মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করাই সংগত বলেই আমাদের ধারণা। একই পদ্ধতি প্রকৌশল, কৃষি শিক্ষার জন্যও প্রযোজ্য হতে পারে। এ বছর গুচ্ছ পদ্ধতি কার্যকর করার তেমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। যদিও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতা বা সহযোগিতা মেলেনি বলেই প্রতীয়মান। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের স্বায়ত্তশাসনের দোহাই দিয়ে নিজেদের স্বার্থে প্রত্যেকে আলাদা করে পরীক্ষা নেওয়ার পথে হাঁটছেন। যা একজন অভিভাবক হিসেবে আমাদের কাছে নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়।

ইতোমধ্যে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ মোতাবেক দেশের তিনটি বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় (জগন্নাথ, এমআইএসটি, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়) আগামী ফেব্রুয়ারিতে একই দিনে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। ফলে এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তিচ্ছুদের মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। আশা করছি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবে। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রায় তিনযুগ সরকারি কলেজে চাকরি করার পরও বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট নয়। সাধারণ মানুষের অবস্থা আরও শোচনীয়। প্রতিষ্ঠানটি কেন উদ্যোগ নিয়ে উচ্চশিক্ষার ভর্তি ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক বা স্বস্তিকর করতে পারেনি, তা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। দেশের সবগুলো উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান এক ছাতার নিচে এনে মঞ্জুরি কমিশনের নেতৃত্বে ক্ষমতায়ন করা যেতে পারে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য যা খুশি তাই করতে দেওয়া সমীচীন হবে না। গণমাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগ বাণিজ্যের যে সকল চিত্র ফুটে ওঠে তার কোনোটিরই বিচার হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য (যিনি একজন প্রজ্ঞাবান শিক্ষকও বটে) কি করে চাকরির মেয়াদের শেষ দিন পর্যন্ত আত্মীয়স্বজনসহ শতাধিক নিয়োগ নিজ ক্ষমতায় দিয়ে দেন, সাধারণের তা বোধগম্য নয়। অবিলম্বে এ জাতীয় ক্ষমতার অবসান হোক। অন্যথায় প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার সূচক বাড়তে থাকবে। ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কী অমানবিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অনুমানও করতে পারবেন না। তার অন্যতম কারণও তাদের নিজেদের সন্তানদের জন্য নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে পোষ্য কোটা। এ দেশের কৃষক-শ্রমিক-মজুরের পয়সায় পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য যখন সারা দেশ চষে বেড়াতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের তখন সমাজের অন্যতম সুবিধাভোগী বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারগুলোর নিশ্চিন্তে থাকাটাও বড্ড বেমানান। ফলে অবিলম্বে পোষ্য কোটা বাতিলের বিষয়টি বিবেচনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সরকারি চাকরির সুবাদে নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে থাকাকালীন নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজেন্ট বোর্ডের (সিন্ডিকেটের) সদস্য ছিলাম। খুব কাছ থেকে ভর্তিচ্ছুদের বিড়ম্বনা দেখেছি। ২০১৫ সালে নোয়াখালীতে ভর্তি পরীক্ষার্থী ছিল প্রায় ৮০০০০। দুই দিন চার বেলা পরীক্ষা হয়েছে সারা নোয়াখালী জুড়ে। পরীক্ষা উপলক্ষে অতিরিক্ত দুই লক্ষাধিক লোকের সমাগম ঘটে শহরটিতে। ফলে চরম আবাসিক এবং খাবার সংকট দেখা দেয়। আমার প্রতিষ্ঠানে বহু মেয়েকে রাতে থাকার ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু তাদের অভিভাবকদের রাত কাটাতে হয়েছে স্টেশনে বসে। এটি একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের দশ বছর আগেকার চিত্র। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা ২০২৩ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সারা শহর থমকে গেছে মানুষের পদভারে। থাকার ব্যবস্থা করতে না পারায় আমাকে নাটোরে রাতযাপন করে সকালে রাজশাহী যেতে হয়েছে, তাও চারবার বাহন পরিবর্তন করে। এককথায় অবর্ণনীয় দুর্ভোগ। সংশ্লিষ্ট সকল মহলের কাছে নিবেদন– এ শোচনীয় থেকে পরিত্রাণের পথ আপনারাই বের করুন। আমাদের পরামর্শ হলো– গুচ্ছ পদ্ধতি করে নিজ নিজ জেলায় ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করলে দুর্ভোগ অবশ্যই কমবে। সাধারণের ধারণা, আলাদা পরীক্ষা নেয়ার পেছনে বড় নিয়ামক হলো অর্থ বাণিজ্য। ভর্তি পরীক্ষার ফি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মোটা অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নেন। এ নিয়ে জনমনে অসন্তোষ রয়েছে। ভর্তি পরীক্ষার আবেদন ফির পরিমাণ নিয়েও রয়েছে আপত্তি। পত্রিকায় দেখলাম, বুয়েটের মতো প্রতিষ্ঠানে একজন শিক্ষার্থীকে চূড়ান্তভাবে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হলে দুবার ভর্তি পরীক্ষার ফি দিতে হবে। তাও আবার ১৫০০ টাকার মতো। দেশের সবচেয়ে আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত বুয়েটের কাছ থেকে এটা প্রত্যাশিত নয়। যদিও আমাদের স্মৃতিপটে রয়েছে, এই বুয়েটেরই ছাত্র আবরারের মৃত্যুর মতো অমানবিক ঘটনা এখানেই ঘটেছে। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের ফলে নতুন সরকার গঠনের পর আমরা ভেবেছিলাম পরিস্থিতির উন্নতি হবে। এখন দেখছি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আরও বেপোরোয়া হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি প্রশংসারযোগ্য। যদিও এক্ষেত্রে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নসহ ফল প্রকাশের প্রক্রিয়াটি আরও গ্রহণযোগ্য করার জন্য কাজ করা যেতে পারে। উচ্চশিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে অনুষদভিত্তিক (যেমন– প্রকৌশল, কৃষি, সাধারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি) গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হোক। কিছুটা ছাড় দিয়ে হলেও এক্ষেত্রে দেশের পুরনো বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। বিশেষ করে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য মহোদয় একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নেবেন– এটাই জাতির প্রত্যাশা।

এবার আসা যাক প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে ভর্তির বিষয়ে। সারা দেশে একযোগে প্রথম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা হয়েছিল। কিছু প্রতিষ্ঠান নানা ফিকিরে এই প্রক্রিয়ার বাইরে ছিল। এদের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কেন নমনীয় হয় তা আমাদের বোধগম্য নয়। যেমন– ভিকারুন্নেছা নুন স্কুলে লটারির মাধ্যমে যদি ভর্তি করানো যায়, তবে কেন হলিক্রস নয়। যা হোক পরবর্তীতে দৈব চয়নের মাধ্যমে ভর্তির বিষয়টি নিষ্পত্তি করে ডিসেম্বরের মধ্যে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়।সেরা অনলাইন কোর্স

ভর্তি পরীক্ষা এবং ভর্তি ফি-এ দুটো বিষয়ে আমরা নানা কথা শুনতে পাই। সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ থাকাকালে ভর্তির সময় আতঙ্কে থাকতাম। পরবর্তীতে অনলাইনে ভর্তির কার্যক্রম শুরু হওয়ায় কলেজ প্রশাসন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ইদানীং কেউ কেউ আলাদাভাবে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার পক্ষে ওকালতি করছেন। যেটা নতুন করে ঝামেলা পাকাবে। যেমন– জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তার অধিভুক্ত কলেজগুলোতে আবার ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি ফিরিয়ে আনার ঘোষণা দিয়েছে। তারা হয়তো ভেবেছে সব বিশ্ববিদ্যালয় যখন ভর্তি পরীক্ষা নেয়, তবে আমরা কেন পিছিয়ে থাকব? এ সিদ্ধান্তটি আত্মঘাতী হবে কলেজগুলোর ক্ষেত্রে, যেমনটি হয়েছে ঢাকার সাত কলেজের ক্ষেত্রে। কোনো রকম যাচাই-বাছাই ছাড়া শুধু একজনকে খুশি করার জন্য রাতারাতি কলেজগুলোকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেওয়া হয়। যার কুফল জাতিকে ভোগ করতে হচ্ছে অবর্ণনীয় দুর্দশার মাধ্যমে। লটারির মাধ্যমে বিদ্যালয়ে ভর্তির বিষয়টি আপাতত সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বলে বিবেচিত। এতে অন্তত ভর্তি কোচিং বা ভর্তিবাণিজ্য বন্ধ হয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে বঞ্চিতদের গাত্রদাহ হওয়া স্বাভাবিক। অভিভাবকদেরও এক বিদ্যালয় থেকে অন্য বিদ্যালয়ে দৌড়ানোর কষ্ট লাঘব হয়েছে। যদিও লটারির কারণে হয়ত কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠান না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ভর্তি ফি'র বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে পরিপত্র জারি করে নির্দেশনা দেওয়া হয়। এতে ঢাকা মহানগর, অন্যান্য বিভাগীয় শহর, জেলা সদর, উপজেলা ইত্যাদি ভাগে ভাগ করে ভর্তি ফি নির্ধারণ করা হয়। ফলে শুধু ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ফি'র তারতম্য ঘটে। যা চোখে পড়ার মতো। কিন্তু সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যতীত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এর তোয়াক্কা না করে নিজেদের সুবিধামতো অভিভাবকদের পকেট কাটে। ব্যতিক্রম বাদে অতিরিক্ত ফি আদায়ের জন্য দৃষ্টান্তমূলক কোনো শাস্তি বা পদক্ষেপ আমাদের নজরে আসেনি। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়, শিক্ষা বোর্ডসমূহ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরকে আরও কঠোর এবং বিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির কার্যকর ভূমিকা দেখতে চাই।সেরা অনলাইন কোর্স

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। বহুল প্রচলিত কথাটি আমাদের দেশের জন্য প্রযোজ্য কিনা ভাবা দরকার। গণমাধ্যমের খবর হলো, ২০২৫ সালে শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যের বই পৌঁছাতে দেরি হবে।

কেউ কেউ বলছেন বিতরণ সম্পন্ন হতে এপ্রিল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। অবশ্য কিছুটা যৌক্তিক কারণ থাকলেও জাতির প্রয়োজনে আরও ত্বরিৎ কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যায় কিনা ভাবার অনুরোধ রইল। কারণ, প্রতি বছরের ন্যায় এবারও নিশ্চয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিদ্যালয়গুলোর জন্য বার্ষিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করবে। জানা গেছে, এতে জুন মাসে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা এবং ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। সুতরাং বই পেতে দেরি হলে শিক্ষাসূচী ব্যাহত হবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এছাড়াও রয়েছে ক্ষমতা বহির্ভূত প্রাকৃতিক দুর্যোগের থাবা। বর্তমান অন্তবর্তী সরকার রাষ্ট্র সংস্কার করার প্রত্যয়ে পনেরোটি কমিটি গঠন করেছে, যা প্রশংসার দাবি রাখে। কমিটিগুলো ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে। কেউ কেউ রিপোর্টও তৈরি করে ফেলেছে। পক্ষান্তরে সংস্কার কার্যক্রমের পরিধিতে এখনো শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। শিক্ষক হিসেবে এতে আমরা মর্মাহত। অচিরেই শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের নিমিত্ত একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি অথবা কমিশন গঠন করা হবে, এটা আমাদের প্রত্যাশা।

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট

লটারির মাধ্যমে বিদ্যালয়ে ভর্তির বিষয়টি আপাতত সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বলে বিবেচিত। এতে অন্তত ভর্তি কোচিং বা ভর্তিবাণিজ্য বন্ধ হয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে বঞ্চিতদের গাত্রদাহ হওয়া স্বাভাবিক। অভিভাবকদেরও এক বিদ্যালয় থেকে অন্য বিদ্যালয়ে দৌড়ানোর কষ্ট লাঘব হয়েছে। যদিও লটারির কারণে হয়ত কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠান না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ভর্তি ফি'র বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে পরিপত্র জারি করে নির্দেশনা দেওয়া হয়। এতে ঢাকা মহানগর, অন্যান্য বিভাগীয় শহর, জেলা সদর, উপজেলা ইত্যাদি ভাগে ভাগ করে ভর্তি ফি নির্ধারণ করা হয়। ফলে শুধু ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ফি'র তারতম্য ঘটে। যা চোখে পড়ার মতো। কিন্তু সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যতীত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এর তোয়াক্কা না করে নিজেদের সুবিধামতো অভিভাবকদের পকেট কাটে। ব্যতিক্রম বাদে অতিরিক্ত ফি আদায়ের জন্য দৃষ্টান্তমূলক কোনো শাস্তি বা পদক্ষেপ আমাদের নজরে আসেনি

আফগানিস্তানে হামলা চালিয়ে ৭১ জঙ্গিকে হত্যার দাবি পাকিস্তানের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : একদিন আগেই আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশে ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। দেশটির নিরাপত্তা কর্মকর্তারা দাবি করছেন, নির্ভুল লক্ষ্যবস্তুতে চালানো এ হামলায় ৭১ জনেরও বেশি জঙ্গিকে হত্যা করা হয়েছে। নিহত ওই জঙ্গিদের মধ্যে বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডার রয়েছেন বলেও দাবি করেন তারা। গতকাল বৃহস্পতিবার (পাকিস্তানের নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে দেশটির সংবাদ মাধ্যম দ্য নিউজ ইন্টারন্যাশনাল। সংবাদ মাধ্যমটি বলছে, আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশে নির্ভুল লক্ষ্যবস্তুতে বিমান হামলা চালানোর বিষয়টি পাকিস্তানের নিরাপত্তা সূত্র নিশ্চিত করেছে। এই হামলায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডারসহ ৭১ জনেরও বেশি খাওয়ারিজ জঙ্গিকে হত্যা করা হয়েছে। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী রাতের আঁধারে হামলা চালিয়ে খাওয়ারিজ জঙ্গিদের চারটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আস্তানাও ধ্বংস করে দিয়েছে। ওই চারটি আস্তানার মধ্যে একটি সুইসাইড ভেস্ট তৈরি সংক্রান্ত অবকাঠামো এবং তাদের উমর মিডিয়া সেলও রয়েছে। পাকিস্তানের নিরাপত্তা সূত্র বলছে, এই অভিযান পাকিস্তানের সমস্ত শত্রুদের কাছে একটি শক্তিশালী বার্তা পাঠিয়েছে। যদিও আমরা আমাদের সৈন্যদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছি, তবে লড়াই এখনও শেষ হয়নি। আমরা এই খাওয়ারিজদের শেষ ব্যক্তিকে না ধরা পর্যন্ত ধাওয়া করব, সেটা তারা যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন। পাকিস্তানের একজন সিনিয়র নিরাপত্তা কর্মকর্তা বলেছেন, 'পাকিস্তান যে নিজেদের সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে, তা এবারই প্রথম নয়। এর আগে, পাকিস্তান ড্রোন হামলার মাধ্যমে আফগানিস্তানে সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করেছিল, তাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিও করেছিল। সে সময় আফগান তালেবান আমাদের আশ্বস্ত করেছিল, আফগান মাটি থেকে পাকিস্তানে আর কোনো হামলা হবে না। দুর্ভাগ্যবশত তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হয়নি; তারা (তালোবান) দোহা চুক্তিসহ অন্যান্য চুক্তিও ভঙ্গ করতে পরিচিত।' ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, 'আফগান তালেবানরা যদি পাকিস্তান এবং চীনের সাথে গঠনমূলক সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়, তবে তাদের অবশ্যই এই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে এবং তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে।

কলকাতায় তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় আবার প্রতিবাদ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে শিক্ষার্থী-চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরো একবার প্রতিবাদে সরব হচ্ছে কলকাতা। ঘটনার পর চার মাস কেটে গেলেও বিচারাধীন এই মামলার অগ্রগতি এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকায় সন্তুষ্ট নয় নিহত চিকিৎসকের পরিবার এবং চিকিৎসকদের একাংশ। এদিকে সিবিআই চার্জশিট দিতে না পারায় এই মামলায় গ্রেফতার হওয়া আরজি কর হাসপাতালের সাবেক অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার সাবেক ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের জামিন মঞ্জুর হয়েছে, যা কেন্দ্র করে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। তাই এই প্রতিবাদ কর্মসূচি। এদিকে ধর্নার অনুমতি চেয়ে আগেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল আন্দোলনে সামিল চিকিৎসকদের সংগঠন। আদালতের নির্ধারিত নির্দেশ মেনেই প্রতিবাদে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে ধর্নায় বসেছে জয়েন্ট প্লাটফর্ম অফ ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন এবং নিহত চিকিৎসকের পরিবার। পাশাপাশি, সাধারণ মানুষকেও যোগ দিতে দেখা গেছে। ধর্নার সময়সীমা বাড়ানোর জন্য আবারো আদালতের দ্বারস্থ হবে বলে জানিয়েছে আন্দোলনে সামিল চিকিৎসকদের সংগঠন। গত ৯ আগস্ট আরজি কর হাসপাতালে কর্মরত ওই শিক্ষার্থী-চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুন করা হয় বলে অভিযোগ যার বিচার চেয়ে তীব্র প্রতিবাদ দেখা যায় কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যজুড়ে। ক্রমে প্রতিবাদের ঢেউ ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায় দেশের সীমানা ছাড়িয়েও।

কাজাখস্তানে উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত ৩২ জন জীবিত উদ্ধার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আজারবাইজান এয়ালাইন্সের একটি উড়োজাহাজ গত বুধবার ৬৭ জন আরোহী নিয়ে তার নির্ধারিত রুট থেকে সরে গিয়ে কাজাখস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে বিধ্বস্ত হয়েছে। কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলে তেল ও গ্যাস হাব হিসেবে পরিচিত আকতাও শহরের কাছে এমব্রায়ের ১৯০ মডেলের বিধ্বস্ত হওয়া এই উড়োজাহাজটি থেকে ৩২ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কাজাখস্তানের সরকারি কর্তৃপক্ষ। বিকেল ৫টার দিকে এএফপি এ তথ্য জানিয়েছে। উড়োজাহাজটি আজারবাইজানের রাজধানী বাকু থেকে কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীরে রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত চেচনিয়ার গ্রোজনি শহরে যাচ্ছিল। দুর্ঘটনার পরপর আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ রাশিয়ায় তার সফর সংক্ষিপ্ত করেছেন। সেখানে কমনওয়েলথ অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস বা সিআইএসভুক্ত দেশগুলোর এক অনানুষ্ঠানিক সম্মেলনে অংশ নেওয়ার কথা ছিল তার। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর সমন্বয়ে এই জোট গঠিত। কাজাখস্তানের পরিবহণ মন্ত্রণালয় টেলিগ্রামে এক বার্তায় জানায়, বাকু-গ্রোজনি রুটে চলাচলকারী একটি উড়োজাহাজ আজ বুধবার আকতাও শহরের কাছে বিধ্বস্ত হয়েছে। উড়োজাহজটি আজারবাইজানের জাতীয় পতাকাবাহী এয়ারলাইন্সের। আজারবাইজান এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, উড়োজাহাজটিতে ৬২ জন যাত্রী এবং পাঁচজন ক্রু ছিল। তারা আরও জানায় আকতাও শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে উড়োজাহাজটি জরুরি অবতরণ করে। কাজাখস্তানের পরিবহণ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, যাত্রীদের মধ্যে ৩৭ জন আজারবাইজানের, ছয়জন কাজাখস্তানের, তিনজন কিরগিজস্তানের এবং ১৬ জন রাশিয়ার। কাজাখস্তানের জরুরি অবস্থাবিষয়ক মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, উড়োজাহাজটি অবতরণের পরপরই তাতে আগুন ধরে যায় এবং তাদের লোকজন পরে ওই আগুন নিভিয়ে ফেলে।

ডলারের বিপরীতে রুপির অব্যাহত পতন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্কিন ডলারের বিপরীতে ভারতীয় রুপির পতন অব্যাহত রয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রেকর্ড পতনের মধ্য দিয়ে রুপির লেনদেন শেষ হয়। মূলত ডলারের চাহিদা ও শক্তিশালী অবস্থানের কারণে এমন চিত্র দেখা যাচ্ছে। ডলারের বিপরীতে লেনদেন শেষ হয় ৮৫ দশমিক ২৬২৫ রুপিতে। এর আগের সেশনের মূল্য দাঁড়িয়েছিল ৮৫ দশমিক ২০ রুপিতে। ভারতীয় মুদ্রাটির মূল্য ৮৪ থেকে ৮৫ রুপিতে নামতে সময় লেগেছে দুই মাসের বেশি। অন্যদিকে ৮৩ থেকে ৮৪ রুপিতে নামতে লাগে ১৪ মাস। মধ্য অক্টোবরে মুদ্রাটির মূল্য কমে ৮৪ রুপির নিচে নামে। এরপর থেকেই ডলারের বিপরীতে রুপির অব্যাহত পতন দেখা যায়। এর অন্যতম কারণ হলো ধীর অর্থনৈকি প্রবৃদ্ধি, ফরেইন আউট ফ্লো ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক নীতি নিয়ে আতঙ্ক। যদিও রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার (আরবিআই) ক্রমাগত হস্তক্ষেপ রুপির পতনকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। ভারতের জিডিপি প্রবৃদ্ধি জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে কমে ৫ দশমিক ৪ শতাংশ হয়েছে, যা প্রায় দুই বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। আগের বছর একই সময়ে দেশটির প্রবৃদ্ধি ছিল ৮ দশমিক ১ শতাংশ।

তুষারঝড়ে বসনিয়ায় দুই লাখের বেশি বাড়িঘর বিদ্যুৎহীন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : তুষারঝড়ের কারণে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার দুই লাখেরও বেশি বাড়িঘর বুধবার দ্বিতীয় দিনের মতো বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় রয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। গত মঙ্গলবার শক্তিশালী একটি তুষারঝড় বলকান অঞ্চলের কয়েকটি দেশের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। এতে দেশগুলোতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। মূলত উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ও মধ্য বসনিয়ার শহর ও গ্রামগুলোতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিয়েছে বলে দেশটির দুটি বিদ্যুৎ সংস্থা জানিয়েছে। রয়টার্স লিখেছে, বুধবার খ্রিষ্টান ধর্মাম্বলীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসবের দিন তুষারপাত বন্ধ হলেও আগের তুষারপাতের কারণে অনেক রাস্তায় বরফের স্তূপ জমে ছিল আর তাতে বিভিন্ন শহর ও গ্রামগুলো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। ইলেক্ট্রোপ্রেনোস বিআইএইচ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার মুখপাত্র ইয়েলেনা মার্কোভিচ বলেন, "আমাদের কর্মীরা সবসময়ই মাঠ পর্যায়ে অবস্থান করছে ও নিজেদের সাধ্যমতো সবকিছু করার চেষ্টা করছে।"কিন্তু বিপর্যস্ত অধিকাংশ বিতরণ লাইন দুর্গম এলাকায় হওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সহজ হচ্ছে না, জানিয়েছেন তিনি। এদিকে প্রতিবেশী ক্রোয়েশিয়ার জরুরি বিভাগের কর্মীরা জানিয়েছেন, তারা মধ্যাঞ্চলীয় লিকা অঞ্চলে বরফের নিচে চাপা পড়ে থাকা ৪৮ জনকে উদ্ধার করেছেন। অন্যদিকে রোববার থেকে আল্পস পর্বতে আটকে পড়ে আছেন হাঙ্গেরীয় এক পর্বতারোহী। স্লোভেনিয়ার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রবল ঝড়ো বাতাস ও তুষারপাতের কারণে উদ্ধারকারী হেলিকপ্টারের পক্ষেও তার কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়ে উঠেছে না। গত বুধবার প্রায় সারাদিন সার্বিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ১০ হাজার ঘরবাড়ি বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় থাকার পর রাতে সরবরাহ ফের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

ফিলিপাইনকে 'শান্তি' বজায় রাখার আহ্বান চীনের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দক্ষিণ চীন সাগর অঞ্চলে 'শান্তি' বজায় রাখতে ফিলিপাইনকে আহ্বান জানিয়েছে চীন। একইসঙ্গে দেশটিকে সতর্ক করে গতকাল বৃহস্পতিবার চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, সামরিক মহড়ায় যুক্তরাষ্ট্রের মাঝারি-পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা মোতায়েন করার যে সিদ্ধান্ত ম্যানিলা নিয়েছে তা এই অঞ্চলে শুধু অস্ত্র প্রতিযোগিতার ঝুঁকিই বাড়াবে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই খবর জানিয়েছে। টাইফুন নামের মাঝারি-পাল্লার মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থাটি ক্রুজ মিসাইল দিয়ে সজ্জিত করা যেতে পারে যেটি চীনা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। চলতি বছরের শুরুতে যৌথ মহড়ার জন্য এটি ফিলিপাইনে আনা হয়েছিল। মঙ্গলবার ফিলিপিনো প্রতিরক্ষামন্ত্রী গিলবার্তো তেওডোরো বলেছিলেন, যৌথ মহড়ার জন্য টাইফুনের মোতায়েন 'বৈধ ওআইনি।' এর আগে, সোমবার দেশটির সেনাপ্রধান রয় গ্যালিডো বলেন, ফিলিপাইনও নিজস্ব মধ্য-পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা অর্জনের পরিকল্পনা করছে। দক্ষিণ চীন সাগরে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দাবি নিয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীন ও ফিলিপাইনের মধ্যে বৈরিতা বেড়েছে। দীর্ঘদিনের চুক্তির মিত্র ম্যানিলা ও ওয়াশিংটন সামরিক সম্পর্ক আরও গভীর করেছে। এতে করে এই অঞ্চলের উত্তেজনা আরও বেড়েছে। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং বলেছেন, 'টাইফুন ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে ফিলিপাইন নিজস্ব নিরাপত্তা ও জাতীয় প্রতিরক্ষা অন্যদের হাতে সমর্পণ করেছে এবং ভূ-রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঝুঁকি ও এই অঞ্চলে অস্ত্র প্রতিযোগিতার ঝুঁকি বাড়িয়েছে। আর তা আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট হুমকিস্বরূপ।' নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের মাও বলেন, 'আমরা আবারও ফিলিপাইনকে পরামর্শ দিচ্ছি, দেশের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একমাত্র সঠিক পছন্দ হলো কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন, প্রতিবেশির সঙ্গে সুসম্পর্ক এবং শান্তিপূর্ণ উন্নয়ন মেনে চলা।' নিরাপত্তা স্বার্থ হুমকির মুখে পড়লে চীন কখনও চুপ করে বসে থাকবে না বলেও সতর্ক করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

জামিন পেলেন বুশরা বিবি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গত ২৬ নভেম্বরে বিক্ষোভে নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগের তিন মামলায় অন্তর্বর্তী জামিন পেয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও রাজনৈতিক দল তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান ইমরান খানের স্ত্রী বুশরা বিবি। খবর জিও নিউজের। গতকাল বৃহস্পতিবার বিচারক শাব্বির ভাট্টি ২০২৫ সালের ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত সাবেক ফার্স্ট লেডির জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছেন। শুনানির পর প্রতিটি মামলার বিপরীতে ৫০ হাজার রুপি করে নিরাপত্তা বন্ডে সাক্ষর করে জামিন নিশ্চিত করেন বুশরা বিবি। তারনল ও রমনা থানায় দায়ের করা মামলার শুনানিতে হাজির হন বুশরা ও তার আইনজীবীরা।

বিনোদন

২১৩২ কোটি টাকা ছাড়িয়ে 'পুষ্পা টু' সিনেমার আয়

বিনোদন ডেস্ক : 'পুষ্পা টু' সিনেমা মুক্তির পর কেটে গেছে ২০ দিন; বিতর্কের মাঝেও দর্শক চাহিদায় ভাটা পড়েনি। তবে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর সিনেমাটির আয়ের তরঙ্গ ওঠানামার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা অঙ্কের হিসাবে নজরকাড়া। মুক্তির প্রথম দিনে ভারতের সবচেয়ে বেশি আয় করা সিনেমার তকমা কেড়ে নিয়েছে সুকুমার নির্মিত 'পুষ্পা টু' সিনেমা; ভেঙে দিয়েছে 'ট্রিপল আর', 'বাহুবলি টু' সিনেমার রেকর্ড। এখন পর্যন্ত কত টাকা আয় করল আল্লু অর্জুন-রাশমিকার এই সিনেমা? স্যাকনিল্কের তথ্য অনুসারে, 'পুষ্পা টু' সিনেমা ২০ দিনে শুধু ভারতে আয় করেছে ১২৮২.৯৫ কোটি রুপি (গ্রস)। বিদেশে আয় করেছে ২৪৫ কোটি রুপি। বিশ্বব্যাপী সিনেমাটির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ১৫২৬.৯৫ কোটি রুপি (বাংলাদেশি মুদ্রায় ২১৩২ কোটি ২৭ লাখ টাকার বেশি)। বলি মুভি রিভিউজ ডটকমের তথ্য অনুসারে, প্যান-ইন্ডিয়ার সিনেমার মধ্যে মুক্তির প্রথম দিনে সবচেয়ে বেশি আয়ের তালিকার শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছে 'পুষ্পা টু'। শুধু ভারতে এটি আয় করে ১৫০ কোটি রুপি। এ তালিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছেড় 'বাহুবলি টু' (১১২ কোটি রুপি), 'ট্রিপল আর' (১১০ কোটি রুপি)। ভারতে এ পর্যন্ত অসংখ্য সিনেমা মুক্তি পেয়েছে। মুক্তির প্রথম দিনে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশি আয় করা সিনেমার তকমাও এখন 'পুষ্পা টু' সিনেমার দখলে। এটি আয় করেছে ২৬০ কোটি রুপি। এ তকমা 'ট্রিপল আর' (২২২ কোটি রুপি) সিনেমার কব্জায় ছিল। তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে 'বাহুবলি টু' (২১৪ কোটি রুপি), 'কল্কি' (১৭০ কোটি রুপি)। 'পুষ্পা টু' সিনেমায় আল্লু অর্জুনের স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাশমিকা মান্দানা। 'পুষ্পা' সিনেমায় এসপি ভানুয়ার সিং শেখওয়াত চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেতা ফাহাদ ফাসিল। ন্যাড়া মাথার এই আইপিএস অফিসারের পারফরম্যান্স মুগ্ধ করে দর্শকদের। 'পুষ্পা টু' সিনেমায়ও একই চরিত্রে দেখা যায় ফাহাদ ফাসিলকে। 'পুষ্পা টু' সিনেমা প্রথমটির চেয়ে আরো বেশি চমকপ্রদ হবে বলে আগেই আশ্বাস দিয়েছিলেন নির্মাতারাও। বাজেটে আনেন পরিবর্তন। প্রথম সিনেমার তুলনায় যা দ্বিগুণ। 'পুষ্পা: দ্য রাইজ' সিনেমার বাজেট ছিল ১৯৩ কোটি রুপি; এবার তা ৪০০-৫০০ কোটি রুপি।

২০২৫ সালে মুক্তির মিছিলে ১০ ঢালিউড সিনেমা

বিনোদন ডেস্ক : নতুন বছর মানে নতুন সম্ভাবনা, নতুন স্বপ্ন, আর নতুন শুরু। ইতোমধ্যে পুরোনো বছর পেরিয়ে শুরু হয়ে গেছে নতুন বছরের আগমনের লগ্ন। এই উৎসবমুখর লগ্নকে কেন্দ্র করে রকমারি চলচ্চিত্র জগতেও চলছে সাজসাজ রব। পরিবর্তনের জোয়ারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন আঙ্গিকে প্রস্তুতি চলছে নতুন বছরের সিনেমার। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৫ সালে মুক্তির অপেক্ষায় থাকা বাংলাদেশি চলচ্চিত্রগুলো ঢেলে সাজাতে পারে ঢালিউডকে। কেননা প্রেক্ষাগৃহের ছবির পাশাপাশি যুগপৎভাবে ওয়েব ফিল্ম মুক্তিও দর্শকদের প্রত্যাশার খোরাপ যোগাচ্ছে। চলুন, সেগুলোর মধ্যে থেকে ১০টি সম্ভাবনাময় ঢালিউড সিনেমার ব্যাপারে জেনে নেওয়া যাক। ২০২৫ সালে মুক্তির অপেক্ষায় শীর্ষ ১০ বাংলাদেশি সিনেমা হলো-

বরবাদ : 'প্রিয়তমা' (২০২৩)-এর পর শাকিব খান ও ইধিকা পালের দ্বিতীয় চলচ্চিত্র 'বরবাদ'। সিনেমাটির নির্দেশনার মধ্য দিয়ে পূর্ণদৈর্ঘ্য পর্দায় অভিষেক হতে যাচ্ছে নাট্য নির্মাতা মেহেদী হাসান হৃদয়ের। রিয়েল এনার্জি প্রোডাকশন প্রযোজিত ছবিটির বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে আছেন ভারতের অভিনেতা যীশু সেনগুপ্ত। আইটেম গানে থাকছেন ভারতীয় বাংলা সিনেমার অভিনেত্রী নুসরাত জাহান। এছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন মানব সাচদেব ও মিশা সওদাগর। অ্যাকশন ঘরানার ছবিটির দৃশ্য পরিচালনা করেছেন টলিউড ও বলিউডের অ্যাকশন ডিরেক্টর রবি বর্মা। ছবির কণ্ঠশিল্পী হিসেবে রয়েছেন প্রীতমসহ বলিউডের কিছু শিল্পী। প্রায় ১৫ কোটি টাকা বাজেটে নির্মিত হচ্ছে চলচ্চিত্রটি, যা মুক্তির লগ্নে বাংলাদেশি সিনেমার জন্য রেকর্ড সৃষ্টি করবে! এখন পর্যন্ত ২০২৫-এর ঈদুল ফিতরে এই চলচ্চিত্রের মুক্তির দিনক্ষণ নির্ধারিত হয়ে আছে।

দাগি : 'সুড়ঙ্গ' (২০২৩)-এ ব্যাপক জনপ্রিয়তার রেশ ধরে আফরান নিশো ও তমা মির্জাকে নিয়ে নির্মিত হচ্ছে 'দাগি'। এর প্রযোজনায় রয়েছে যৌথ ভাবে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকি ও এসভিএফ আলফা আই এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেড। পরিচালনায় রয়েছেন শিহাব শাহীন এবং 'ছুঁয়ে দিলে মন' (২০১৫)-এর পর বড় পর্দায় এটি নির্মাতার দ্বিতীয় কাজ। নিশো-তমা জুটির পাশাপাশি একটি বিশেষ চরিত্রে দেখা যাবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত তারকা সুনেরাহ বিনতে কামাল। রোমান্স, ড্রামা ও অ্যাকশনের মিশেলে গড়া চিত্রনাট্যে ছবিতে পরিবেশন করা হবে মূল চরিত্রের প্রায়শ্চিত্য ও মুক্তির গল্প। আসছে বছর রোযার ঈদে শাকিবের 'বরবাদ'-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে চলচ্চিত্রটি।

ঠিকানা বাংলাদেশ : 'দেবী'(২০১৮)-তে ব্যাপক সাফল্যের পর দীর্ঘ বিরতি শেষে নতুন সিনেমা নিয়ে ফিরছেন নির্মাতা অনম বিশ্বাস। আগে শিরোনাম 'ফুটবল ৭১' ঠিক করা হলেও পরবর্তীতে তা বদলে করা হয়েছেন 'ঠিকানা বাংলাদেশ'। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের বীরত্বগাঁথা নিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে চলচ্চিত্রটি। দেশের বাইরে স্বাধীন বাংলাদেশের লাল-সবুজের পতাকা প্রথম উড়েছিল এই ফুটবল দলের হাতে। বাংলাদেশের ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ লগ্নটির চিত্রায়ন ঘটবে এই সিনেমাতে। সিনেমার শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন আরিফিন শুভ, ইরফান সাজ্জাদ, নুসরাত ফারিয়া, খায়রুল বাসার এবং বাধন লিংকন। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সরকারি অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্রটি আগামী বছরেই মুক্তির কথা চলছে।

নীলচক্র : সামনের বছর মুক্তির অপেক্ষায় থাকা আরেফিন শুভ'র আরও একটি সিনেমা 'নীলচক্র'। এখানে তার বিপরীতে অভিনয় করেছেন 'কাজলরেখা' (২০২৪)-খ্যাত অভিনেত্রী মন্দিরা চক্রবর্তী। সিনেমার গল্প, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করছেন মিঠু খান। চিত্রনাট্যে তার সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছেন নাজিম উদ দৌলা। ক্রাইম ঘরানার মুভিটির কাহিনী অনলাইন জগতের অন্ধকার দিক এবং তার নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে। ইন্টারনেটে প্রযুক্তির এক যুগান্তকারি অবদান হলেও এর পরতে পরতে রয়েছে ভয়াবহ ফাঁদ। এই ফাঁদে পড়ে অনেকে পাচার হয়ে যায়, এমনকি মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে। এরকমি এক গল্প নিয়ে এগিয়ে 'নীলচক্র'-এর কাহিনী। বাংলাদেশি চলচ্চিত্রটি ইতিমধ্যে আমেরিকান ফিল্ম মার্কেটে ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার পেয়েছে। এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো সিনেমায় পদার্পণ ঘটছে সংগীতশিল্পী বালামের। এতে শুভ-মন্দিরা জুটির সহ শিল্পীরা হলেন ফজলুর রহমান বাবু, শিরীন আলম, দীপান্বিতা মার্টিন, খালেদা আক্তার কল্পনা, প্রিয়ন্তী ঊর্বী, শাহেদ আলী, টাইগার রবি, মনির আহমেদ শাকিল এবং মাসুম রেজওয়ান।

রিকশা গার্ল : বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র উৎসব ঘুরে অবশেষে দেশের প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হতে যাচ্ছে 'রিকশা গার্ল'। অমিতাভ রেজা চৌধুরী পরিচালিত চলচ্চিত্রটি মুক্তি পাচ্ছে আগামী বছরের জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে। 'আয়নাবাজি' (২০১৬)-তে বহুল প্রশংসিত হওয়ার পর এটি নির্মাতার বড় পর্দায় দ্বিতীয় কাজ। এর প্রযোজনায় অমিতাভের সঙ্গে যৌথভাবে অংশ নিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রযোজক এরিক জে. অ্যাডামস।

রাশমিকার চুড়ির আঘাতে আহত হন আল্লু অর্জুন

বিনোদন ডেস্ক : দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় তারকা আল্লু অর্জুন ও রাশমিকা মান্দানা। সুকুমার পরিচালিত 'পুষ্পা'সিনেমা মুক্তির পর ঝড় তুলেছিল বক্সঅফিসে। সিনেমায় 'পুষ্পা'ও 'শ্রীবল্লী'চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের নজর কাড়েন আল্লু অর্জুন-রাশমিকা। প্রথম কিস্তি মুক্তির তিন বছর পর পর্দায় এলো সিনেমাটির দ্বিতীয় পার্ট 'পুষ্পা টু'। এবারও বাজিমাত করেছে সিনেমাটি। অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে নতুন সূচনা করেছে এটি। মাত্র ২০ দিনে বিশ্বব্যাপী 'পুষ্পা টু'আয় করেছে ১৫২৬.৯৫ কোটি রুপি। 'পুষ্পা টু' মুক্তির আগেই সিনেমার 'পিলিংস' গানটি প্রকাশ করেন নির্মাতারা। এতে আল্লু অর্জুনের কোলে উঠে নাচতে দেখা যায় রাশমিকাকে। গানটির শুটিং করার সময়ে অভিনেতাকে আহত করেছিলেন রাশমিকা। ভারতীয় গণমাধ্যেম বলিউড হাঙ্গামাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী বলেন, একদিন নাচের স্টেপ অনুশলীন করছিলাম। হঠাৎ আমার হাতের চুড়ির আঘাত লাগে আল্লু অর্জুনের হাতে এবং সঙ্গে সঙ্গে রক্তপাত শুরু হয়। আমার ভীষণ খারাপ লাগছিল। দ্রুত তার হাতের কাটা অংশ চেপে ধরি আমি।

ভিডিও ফাঁস, বরুণের সিনেমা দেখে ক্ষেপেছেন সালমান ভক্তরা!

বিনোদন ডেস্ক : বড়দিনে ভারতীয় প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে বরুণ ধাওয়ান ও কীর্তি সুরেশ অভিনীত নতুন সিনেমা বেবি জন। এ সিনেমা দেখেই রাগে ক্ষেপেছেন সালমান ভক্তরা। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এই সময়ের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০১৬ সালে মুক্তি পাওয়া তামিল ছবি থেরি-র রিমেক গল্প তৈরি করেন অ্যাটলি। এ সিনেমা পরিচালনা করেন কালেস। তাদের দুইজনের ইচ্ছাতেই বরুণের এ সিনেমাতে ক্যামিও চরিত্রে হাজির করা হয় বলিউড মেগাস্টার সালমান খানকে। এ সিনেমায় সালমানকে 'এজেন্ট ভাইজান'হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। বরুণের সঙ্গে একটি অ্যাকশন দৃশ্যেও দেখা যায় সালমানকে। এ সিনেমার ট্রেলারেও দেখা যায় সালমানকে। কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে সালমানের দুটি দীঘল চোখ দেকানো হয় ট্রেলারের একেবারে শেষে। ট্রেলারের একেবারে শেষে চমক হিসেবে সালমান ধরা দিয়ে বলেন মেরি ক্রিসমাস।

নতুন পরিচয়ে রিচি সোলায়মান

বিনোদন ডেস্ক : একসময়ের জনপ্রিয় অভিনেত্রী রিচি সোলায়মান। ক্যারিয়ারে অসংখ্য নাটক উপহার দিয়েছেন তিনি। বিয়ের পর শোবিজ থেকে নিজেকে অনেকটাই গুটিয়ে নিয়েছেন অভিনেত্রী। এখন স্বামী-সন্তান নিয়েই অধিক ব্যস্ত থাকেন তিনি। তবে অভিনয়ে অনিয়মিত হলেও নতুন পরিচয়ে যাত্রা শুরু করলেন রিচি। এবার উদ্যোক্তার হিসেবে নাম লেখালেন অভিনেত্রী। রাজধানীর উত্তরায় একটি বিউটি স্যালুন চালু করেছেন রিচি। প্রতিষ্ঠানটি উত্তরার রবীন্দ্র সরণিতে অবস্থিত। আপাতত নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মন দিয়ে পরিচালনা করতে চান বলে জানান অভিনেত্রী। গণমাধ্যমে এ প্রসঙ্গে রিচি বলেন, এই যাত্রা শুরু করতে পেরে ভীষণ ভালো লাগছে। সেই ভালো লাগাটা আসলে ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। কারণ আমার জীবনে আমি যখনই যে কাজটা করেছি, তা ভালোবেসেই করেছি। খুবই নিবেদিত থেকে করেছি। তিনি আরও বলেন, আমি যখন অভিনয় করেছি, আন্তরিক ও নিবেদিত প্রাণ হিসেবেই করেছি। যখন আমি মা হয়েছি, তখন বাচ্চাদের লালনপালন ছাড়া বাকি সব বন্ধ করে দিয়েছি। কারণ তখন আমি খুব ভালো একজন মা হতে চেয়েছি। এখন যেহেতু অভিনয় কম করছি, ভাবলাম নতুন কিছু করি, যেটা নিয়ে আমি ব্যস্ত থাকব। সে জায়গা থেকে মনে হলো, আমি যদি বিউটি স্যালুনজাতীয় কিছু একটা করি, সেখানে আমি উদ্যোক্তা তো হবোই, সামাজিকভাবেও কিছুটা অবদান রাখতে পারব। উদ্যোক্ত হওয়ার মাধ্যমে কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করেছেন উল্লেখ করে রিচি বলেন, আমার সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানে ১০ থেকে ২০ জন নারী কাজ করবেন। এই নারীরা তাদের পরিবারকে সাপোর্ট করবেন। এটা যত বড় হবে, ততই সবারই সুবিধা হবে। আরো বেশি কর্মসংস্থান হবে। তত বেশি পরিবারও এই প্রতিষ্ঠান দ্বারা উপকৃত হবে। প্রসঙ্গত, ১৯৮৯ সালে বিটিভিতে প্রচারিত 'ইতি আমার বোন'নাটকের মাধ্যমে অভিনয়ে আসেন রিচি। এরপর অনেক জনপ্রিয় নাটক-টেলিফিল্ম উপহার দিয়েছেন। নৃত্যশিল্পী হিসেবেও খ্যাতি রয়েছে তার। ২০০৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী রাসেকুর রহমান মালিককে বিয়ে করেন রিচি। অভিনেত্রীর স্বামী নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টে কর্মরত।

রাফসানের সঙ্গে প্রেম নিয়ে কিছু পরিষ্কার করার নেই আমার : জেফার

বিনোদন ডেস্ক : দীর্ঘদিন ধরেই মিডিয়াপাড়ায় গুঞ্জন, লুকিয়ে প্রেম করছেন উপস্থাপক রাফসান সাবাব ও গায়িকা জেফার। শুধু তাই নয়, গোপনে তাদের বিয়ের গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছে। রাফসানের সংসার ভাঙার খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই জেফারের সঙ্গে তার প্রেমের গুঞ্জন ওঠে। সে সময়ই দাবি করা হয়, জেফারের কারণে নাকি ভেঙে যায় এই উপস্থাপকের সংসার। গত ১৫ নভেম্বর থাইল্যান্ডেও দুইজনকে একান্তে সময় কাটাতে দেখা গেছে। এ দিন ব্যাংককের সিয়াম প্যারাগন শপিং মলে বিখ্যাত পেরি পেরি ফুড শপের ভেতরে একসঙ্গে দেখা যায় রাফসান-জেফারকে। যদিও কেউই বিষয়টি নিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রাফসানের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেছেন জেফার। যেখানে তিনি জানান, তাদের দুইজনকে নিয়ে যে গুঞ্জন চলছে সেসব বিষয়ে কিছু পরিষ্কার করার নেই তার। কারণ ব্যাখ্যা গায়িকা বলেন, বিয়ে না করলেও মানুষ ইতোমধ্যে তার ব্যক্তিগত জীবন, বিয়ে, সম্পর্ক নিয়ে নানা মন্তব্য করছেন।

টাটকা মিষ্টিকুমড়ার ফুল হাটে বিক্রি হয় এক আঁটি ৪০ টাকা দরে, ফুল তুলছেন পাহাড়ি চাষি। সাপছড়ি বোদিপুর, রাঙামাটি,

কাহারোলে নতুন উদ্যমে বোরো আবাদের প্রস্তুতি

কাহারোল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে এবার আমন ধানের ফলন ভালো ও দাম ভালো পেয়ে নতুন উদ্যমে বোরো আবাদের প্রস্তুতি শুরু করেছে ধানের উপজেলা কাহারোলের কৃষকেরা।কাহারোলের কৃষকেরা ইতোমধ্যে শুরু করছে বীজতলার তৈরির কাজ। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় আমনের মতো বোরো ধানেও ভালো ফলনের আশা করছেন কৃষি বিভাগ। কাহারোল উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি কর্মকর্তা মল্লিকা রানী সেহানবীশ জানান, আসন্ন বোরো মৌসুমে এই উপজেলায় ৫ হাজার ৫শত ৫০ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদের লক্ষ্য মাত্রা নির্ধার্রণ করা হয়েছে। এই জন্য বীজতলা ধরা হয়েছে ২ শত ৭৮ হেক্টর জমিতে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে কৃষকেরা প্রায় ২ সপ্তাহ পূর্ব হতে বীজতলা তৈরির কাজ শুরু করেছে। গত বুধবার পর্যন্ত ২ শত ৪০ হেক্টর জমিতে বীজতলা তৈরির জন্য বীজ বপন করেছেন। কৃষি কর্মকর্তা মল্লিকা রানী সেহানবীশ আরোও বলেন, বর্তমানে ভালো আবহাওয়া বিরাজ করছে তাই বীজতলা তৈরির জন্য অনুকূল। এই আবহাওয়া বিরাজ করলেও কৃষকেরা ভালোভাবেই বীজতলা তৈরি করতে পারবেন। আর এমন আবহাওয়া বোরো চাষের জন্য বেশ উপযোগী । সেই ক্ষেত্রে আমন ধানের বোরো ধানেও ভালো ফলনের আশা করছেন তিনি। এদিকে গতকাল বৃহস্পতিবার কাহারোল উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে আমন ধান কাটা-মাড়াইয়ের পর বোরো আবাদের প্রস্তুতি হিসেবে বীজতলার তৈরির কাজে ব্যস্ত রয়েছেন কৃষকেরা। উপজেলার ঈশানপুর গ্রামের মোঃ শামসুল ইসলাম জানান, আমন ধান আবাদ করে ভালো ফলন ও ভালো দাম পাওয়া গেছে এতে বেশ লাভ হয়েছেন কৃষক। এ অবস্থায় চললে কৃষি কাজ করে লোকসান গুনতে হবে না আমাদের মতো কৃষকদের। বোরো ধানেও অধিক ফলনের পাশাপাশি ভালো দাম পাওয়ার আশা করছেন কৃষক। উপজেলার মুকুন্দপুর গ্রামের কৃষক মোঃ হবিবর রহমান জানান, গত বছরের তুলনায় এবার আমন ধানের ফলন ভালো ও দাম ভালো পেয়ে খুশি কৃষকেরা।

একই গ্রামের কৃষক মতিয়ার বলেন আগে বীজ বপন করলে বীজের চারা বেশি গজায় রোগ বালাইহীন ভাবে চারা বেড়ে ওঠে এতে বীজের অপচয় কম হয় এবং অল্প বীজে অধিক জমিতে চারা লাগানোর সম্ভব হয়। কাহারোল উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোঃ খুর্শিদ হাসান বলেন, বোরো আবাদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের মাঝে বিনামূল্যে হাইব্রিড ও উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ বিতরণ করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত বীজের মধ্যে রয়েছে উচ্চ ফলনশীল ৮৯,৯২ ও ১০২ ও বিভিন্ন রকমের হাইব্রিড ধানের বীজ।

কাউখালীতে নবনির্মিত স্মৃতিসৌধ উদ্বোধন

কাউখালী, পিরোজপুর প্রতিনিধি : পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের নবনির্মিত স্মৃতিসৌধের উদ্বোধন করেন, পিরোজপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ আশরাফুল আলম খান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, কাউখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সজল মোল্লা, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত দেবনাথ, কাউখালী থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি মোঃ সোলায়মান সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা বৃন্দ ও জনপ্রতিনিধিরা। এছাড়া কাউখালী সদর ইউনিয়ন পরিষদের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন ও ওয়ার্ড সভায় অংশগ্রহণ করা, কাউখালী এসবি সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের উদ্বোধন, অফিসার্স ক্লাবের ভিক্তি প্রস্তর উদ্বোধন, উপজেলা পরিষদের মিটিং রুম উদ্বোধন, প্রস্তাবিত চর বাসূরী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও আবাসন প্রকল্প উদ্বোধন, বেকুটিয়া যাত্রী ছাউনী উদ্বোধন করার সহ থানা পরিদর্শন, সদর ইউনিয়ন পরিদর্শন, ভিজিএফ খাদ্যশস্য বিতরণ, অসহায় ও দুস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন ও চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা সহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, পিরোজপুর জেলা প্রশাসক মোঃ আশরাফুল আলম খান। এসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাউখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সজল মোল্লা, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত দেবনাথ, কাউখালী থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি মোঃ সোলায়মান।

পাকুন্দিয়ায় ১৫ যুবক আটক

পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় খেজুরের রস খেতে গিয়ে 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগান দিয়ে নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার ১৫ যুবককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন স্থানীয় জনতা। পাকুন্দিয়া পৌরসভার শ্রীরামদী গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটে। জানা যায়, গত বুধবার সকালে খেজুরের রস খেতে পাকুন্দিয়া পৌরসভার শ্রীরামদী গ্রামে আসেন নেত্রকোণার কেন্দুয়া উপজেলার ১৫জন যুবক। এ সময় তারা একসাথে 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু'সহ শেখ হাসিনার নামে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। স্লোগান শুনে স্থানীয় জনতা তাদের আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। আটকৃতরা হলেন নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার কান্দিউরা গ্রামের আরমান মিয়া, সারোয়ার জাহান সিয়াম, রিফাত, ইকবাল হোসেন শুভ, রাহাতুল ইসলাম, মোজাহিদ ইসলাম জিহাদ, ওয়াশেরপুর গ্রামের মো. আবু সাঈদ, মো. রাজন, ইয়াসিন, আরফিন শুভ, অমিত, সাউদপাড়া গ্রামের আবু সুফিয়ান শাওন, আশিকুর রহমান, তাম্বুলিপাড়া গ্রামের জয় বর্মন ও মাহফুজ আলম। পাকুন্দিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. শাখাওয়াৎ হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন।

মিলে কাটার পর মেহগনি কাঠ রোদে শুকাতে সারি সারি করে রাখা হচ্ছে। এরপর এ কাঠ দিয়ে আসবাব তৈরি হবে। গিলাতলা, ফুলতলা, খুলনা,

হালদা নদীতে ৬ হাজার মিটার অবৈধ জাল জব্দ

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র, জোয়ার ভাটার নদী, চট্টগ্রামের হালদা নদীতে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। নৌ পুলিশের সহযোগিতায় সিনিয়র মৎস্যকর্মকর্তার নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। রামদাস মুন্সিরহাট থেকে মদুনাঘাট পর্যন্ত পরিচালিত অভিযান ৬ হাজার মিটার জাল জব্দ করা হয়। অভিযান পরিচালনাকারী হাটহাজারী উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ আমিনুল ইসলাম, জানান, গত বুধবার দিবাগত রাতে হালদা নদীতে জোয়ারের পানি উজান থেকে নামার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নদীর রামদাস মুন্সিরহাট থেকে মদুনাঘাট পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করে রাউজানের উর্কিরচরে ২ হাজার মিটার চরঘেরা জাল এবং ৪হাজার মিটার ভাসা জাল জব্দ করা হয়। অভিযানে মোট ৬ মিটার জাল ও মাছ ধরার অবৈধ সরঞ্জাম জব্দ করার হয় যার আনুমানিক মূল্য ২ লাখ ,৫০ হাজার টাকা। অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মো: আমিনুল ইসলাম, নৌপুলিশের এএসআই রমজান আলী ও কনস্টেবল মো: শহীদুল উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও হালদা প্রকল্পের প্রস্তাবিত ২ জন হালদা পাহাড়াদার সার্বিক সহযোগিতা করেন। পরে জব্দকৃত অবৈধ জালসমূহ রামদাস মুন্সীরহাটে জনসম্মুখে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়। হালদা নদীর মা মাছ ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় উপজেলা সিনিয়র মৎস্য অফিসারের নের্তৃত্ব নৌপুলিশের যৌথ অভিযান অব্যাহত থাকবে। এব্যাপারে যেকোন চাপ উপেক্ষা করে অবৈধ মাছ শিকারীদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স দেখানো হবে বলে তাদের সতর্ক থাকতে বলেছেন। যেকোনো প্রকার অবৈধ জাল(কারেন্ট জাল, চরঘেরা জাল, ভাসা জাল) ও বর্শি দ্বারা হালদা নদীতে মাছ ধরা আইনত: সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে।

কাপাসিয়ায় প্রতিবন্ধী কিশোরী ধর্ষণের ঘটনায় গ্রেফতার ১

কাপাসিয়া, গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার তরুন গ্রামে এক বাক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী কিশোরীকে (১৫) পালাক্রমে ধর্ষণ ঘটনার মুল হোতা এলাকার বখাটে সিয়াম (১৯) কে থানা পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তাকে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে গাজীপুর আদালতে পাঠিয়েছে। সে ওই গ্রামের সামসুল হকের পুত্র। থানায় দায়েরকৃত মামলার বিবরণে জানা যায়, উপজেলার কড়িহাতা ইউনিয়নের সরসপুর গ্রামের ইতালি প্রবাসী পারভীন আক্তার তার বাড়িতে ছায়ানীড় সেবা কেন্দ্রচ নামে একটি প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন যাবত পরিচালনা করছেন। ওই সেবা কেন্দ্রে ময়মনসিংহ জেলার আশ্রিত জনৈক বাক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী তরুণী গত এক বছর আগে থেকে অবস্থান করছে। সেবা কেন্দ্রে সে সহ বিভিন্ন ধরনের অসহায় প্রতিবন্ধী ২৭ জন বয়স্ক নারী পুরুষ ও শিশু-কিশোর অবস্থান করছে। বহু খোঁজাখোঁজির পর ১৪ ডিসেম্বর প্রতিবেশী কাজলের স্ত্রী পারভীন আক্তারকে ফোন করে জানান, ধর্ষিতা তাদের বাড়িতে আছে। তাকে ধর্ষণকারী ১নং আসামী মোঃ সিয়াম এর দাদার বসত বাড়ির পিছনের জঙ্গল ও পশ্চিম পাশের মাটির পরিত্যক্ত ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়। দায়েরকৃত মামলায় আসামি তরুন গ্রামের শামসুল হকের পুত্র মোঃ সিয়াম (১৯), একই গ্রামের নাজিম উদ্দিনের পুত্র খোকন মিয়া (২৫), ও মোঃ কামাল হোসেনের পুত্র মোঃ জাহাঙ্গীর (৩০)। আসামীরা সঙ্গবদ্ধ ভাবে বসত বাড়ির পিছনে জঙ্গলে ও পরিত্যক্ত মাটির ঘরে রেখে উপরোক্ত ১নং আসামী সিয়াম প্রতিবন্ধীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর পূর্বক ধর্ষন করে। পালাক্রমে আসামী খোকন মিয়া ও জাহাঙ্গীর হোসেন জোর পূর্বক তাকে ধর্ষন করে।

নাগেশ্বরীতে শীতার্ত পরিবারের মাঝে কম্বল বিতরন

নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে ৫ শতাধিক শীতার্ত অসহায় ও দুস্থ পরিবারের মাঝে কম্বল বিতরন করা হয়েছে। বেসরকারি সংস্থা বুরো বাংলাদেশ আয়োজনে নদী তীরবর্তী ইউনিয়ন নুনখাওয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এসব কম্বল বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন নুনখাওয়া ইউপি চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম, বুরো বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম শাখার আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোস্তাইন বিল্লা, নাগেশ্বরী শাখার এলাকা ব্যবস্থাপক শামিম রেজা, ভূরুঙ্গামারী শাখার এলাকা ব্যবস্থাপক আবুল কালাম আজাদ, ভিতরবন্দ শাখার ব্যবস্থাপক সাইফুজ্জামান সবুজ, পাটেশ্বরী শাখা ব্যবস্থাপক সুজাউদ্দিন প্রমুখ।

তানোরে জমি লিখে না দেওয়ায় বৃদ্ধ বাবা-মাকে মারধর

তানোর, রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর তানোর উপজেলায় জমি লিখে না দেওয়ায় বৃদ্ধ বাবা-মাকে তিন ছেলে পুত্রবধূসহ তাদের লোকজন মিলে মারপিট করে আহত করছে। পুলিশ ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় উদ্ধার করে আহত বৃদ্ধ বাবা-মাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছেন। বর্তমানে তারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গত বুধবার দুপুরে তানোর উপজেলার রায়তান বড়শো গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন, কুরমান আলী (৮০), স্ত্রী সুফিয়া বেগম (৭০)। এ বিষয়ে তিন ছেলে পুত্রবধূসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে তানোর থানা ও সেনাবাহিনী ক্যাম্প কমান্ডার মোহ-নপুর ক্যাম্পে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জমি লিখে না দেওয়ায় তিন ছেলে উম্মর আলী (৫০) আনারুল ইসলাম (৪৫)।

বরিশালে স্বেচ্ছাসেবক দলের শীতবস্ত্র বিতরণ

বরিশাল প্রতিবেদক : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের জেলার গৌরনদী উপজেলা কমিটির উদ্যোগে সরিকল ইউনিয়নের পাঁচ শতাধিক শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। সরিকল মাধ্যমিক বিদ্যালয় মিলনায়তনে ইতালি প্রবাসী ছাত্রদল নেতা রাকিবুল হাসানের অর্থায়নে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা বিএনপির আহবায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ সরোয়ার আলম বিপ্লব। উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক কামাল হোসেন বিপ্লবের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরীফ জহির সাজ্জাদ হান্নান, সিনিয়র যুগ্ন আহবায়ক বদিউজ্জামান মিন্টু, পৌর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ন আহবায়ক কামরুজ্জামান খোকন, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক সরোয়ার হোসেন পান্নু। বক্তব্য রাখেন সরিকল ইউনিয়ন বিএনপি নেতা আনিসুর রহমান, ছাত্রদল নেতা সুমন মৃধা, নাগরিক অধিকার পরিষদের জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল্ল আমিন হাওলাদার প্রমুখ।

চাঁদপুরে মানব কল্যান সংগঠনের কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুর সদর উপজেলার চান্দ্রা বাজার এলাকায় প্রায় অর্ধশত এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদেরকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। চান্দ্রা বাজার ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসা মিলনায়তনে সংবর্ধনা ও অসহায়দের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণের আয়োজন করে চান্দ্রা বাজার মানব কল্যাণ সংগঠন। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা হাজী মো. আনোয়ার হোসেন খান। উপদেষ্টা মাওলানা মোঃ সালাউদ্দিন চাঁদপুরীর সভাপতিত্বে প্রধান মেহমানের বক্তব্য রাখেন ব্যারিস্টার মুহম্মদ সাঈদ (বাকী)। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মো. জিয়াউল হক মিলনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন চান্দ্রা বাজার ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা এটিএম মোস্তফা হামিদী, গাজীপুর হরিপুর সিনিয়র ডিগ্রী মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ নূর মোহাম্মদ খান, দক্ষিণ মদনা দাখিল মাদ্রাসার সুপার মোঃ নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী,চান্দ্রা ইয়াকুব আলী স্মারক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আওলাদ হোসেন। বিশেষ অতিথি মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্টা মো. খোরশেদ আলম মিন্টু, নূরে আলম, সেলিম পাটোয়ারী ও নাছির আহমদ। বক্তারা বলেন, এই সংগঠনটি ২০২১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে করনাকালীন সময়ে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন এবং অন্যান্য দুর্যোগকালীন সময়েও তারা অসহায় মানুষের পাশে ছিলেন। তাদের এই উদ্যোগের সাথে স্থানীয় প্রবাসীরা সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। মানবকল্যাণে এই সংগঠনটি ধারাবাহিকভাবে তাদের এই কার্যক্রম চালিয়ে যাবে এমন প্রত্যাশা করেন বক্তারা। অনুষ্ঠানে চান্দ্রা বাজার এলাকায় বিভিন্ন দুর্যোগের সময়ে সামাজিক কাজে অবদান রাখার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এছাড়াও সংগঠনের তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এলাকার শতাধিক দুস্থ ও অসহায় গরিবদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধাকে লাঞ্চিতের প্রতিবাদে মানববন্ধন

সেনবাগ, নোয়াখালী প্রতিনিধি : কুমিল্লায় বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হাই কানুকে লাঞ্চিত করার প্রতিবাদ ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে নোয়াখালীর সেনবাগে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে বীর মুক্তিযোদ্ধারা। বীর মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ আবু তাহের ও মন্জুর মোরশেদের নেতৃত্বে উপজেলা পরিষদের সামনে ওই মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসময় বক্তব্য রাখেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ আবু তাহের,মনজুর মোরশেদ, হাজী ওবায়দুল হক।

গজারিয়ায় বিএনপি নেতার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ-সভাপতি ও ইমামপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। ইমামপুর ও ভবেরচর ইউনিয়নের শীতার্ত অসহায় মানুষের মাঝে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাবেক সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গজারিয়া উপজেলা বিএনপ্পির আহ্বায়ক সৈয়দ সিদ্দিক উল্লাহ্ ফরিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গজারিয়া উপজেলা বিএনপ্পির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক একেএম গিয়াস উদ্দিন, যুগ্ম আহ্বায়ক মকবুল আহমেদ রতন প্রমুখ। আলহাজ্ব মুজিবুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দিক নির্দেশনায় এবং মুন্সীগঞ্জ জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-আহবায়ক মহিউদ্দিন আহম্মেদ এর নির্দেশ মোতাবেক গজারিয়া উপজেলার দুটি ইউনিয়নে শ্রমজীবী ও খেটে খাওয়া মানুষদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছি। পর্যায়ক্রমে বাকি ছয়টি ইউনিয়নের খেটে খাওয়া মানুষদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হবে।

এসময় গজারিয়া উপজেলা বিএনপি ও সহযোগী অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এদিকে শীতবস্ত্র পেয়ে খুশি হয়ে উপকার ভোগীরা বলেন, বিএনপি নেতা মুজিবুর রহমান সব সময় আমাদের পাশে থাকার চেষ্টা করেন। বিভিন্ন উৎসবে তিনি মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করেন।

বাগমারায় অর্ধশতাধিক ইটভাটায় পুড়ছে কাঠ

বাগমারা, রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় প্রায় অর্ধশতাধিক ইটভাটায় শুরু হয়েছে ইট তৈরীর কাজ। এসব ইটভাটার অধিকাংশেই পোড়ানো হচ্ছে কয়লার বদলে কাঠ। পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রহীন এসব ইট ভাটার অধিকাংশই গড়ে ওঠেছে আবাদি জমি ও লোকালয়ে। ফলে এসব ইটভাটার কালো ধোঁয়ায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে পরিবেশ। কমছে কৃষি জমির পরিমান ও ফসল উৎপাদন। ভাটা মালিক গুলো প্রভাবশালী হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে চাচ্ছে না। কেউ কেউ ঝামেলা থেকে নিজেদের রক্ষার জন্যই এমন পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন। নাম জানাতে অনিচ্ছুক একাধিক ব্যক্তি জানান, সদ্য নির্মিত উপজেলার বিভিন্ন পাকা সড়ক দিয়ে দিনরাত চলছে ইট ও মাটি বোঝাই ট্রাক। এসব ট্রাকের কারণে অল্পদিনেই নতুন রাস্তা ভেঙ্গেচুরে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া দিনের বেলা রাস্তায় ধূলা উড়িয়ে এসব ট্রাক চলাচলের কারণে শ্বাসকষ্ট সহ বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশু থেকে বয়স্ক মানুষ। এছাড়া কয়লার মূল্য বেশি হওয়ায় অনেক ভাটায় এখন কয়লার পরিবর্তে পোড়ানো হচ্ছে কাঠ। উপজেলার গোয়ালকান্দি ও যোগীপাড়া ইউনিয়নের বেশ কিছু ইটভাটাতে এমন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। ভাটা গুলোর মধ্যে রামরামায় জামাল উদ্দীনের জলি-১, আবুল কালাম আজাদ জলি-২, আব্দুস সালাম ভিআইপি, কামারখালী হাবিবুর রহমান-এসএসএন, শ্রীপুর জামতলায় মেসার্স কেএআর বিক্স সহ উপজেলার পশ্চিম বাগমারায় বিভিন্ন ড্রামচিমনির ইটভাটা গুলোতে দিদারছে পোড়ানো হচ্ছে কয়লার পরিবর্তে কাঠ। স্থানীয়দের মতে এসব কাঠের অধিকাংশই চোরাই পথে নিয়ে আসা হয় ইটভাটাতে। কিছু সংঘবদ্ধ চক্র ভাটা মালিকের সাথে চুক্তির ভিত্তিতে রাতের বেলায় সরকারি বিভিন্ন রাস্তার গাছ কেটে সরবরাহ করে ইটভাটায়। গোয়ালকান্দি এলাকার জনৈক ইটভাটার মালিক জানান, আগে প্রতিটন কয়লা ৮ থেকে ১০ হাজার টাকায় পাওয়া যেত। এখন তার দাম বেড়ে হয়েছে ২০ থেকে ২২ হাজার টাকায় কিনতে হচ্ছে।

সেই সকাল থেকে বিক্রির আশায় প্লাস্টিকের তৈরি গৃহস্থালি পণ্য নিয়ে ঘুরছেন ফেরিওয়ালা আবুল কাশেম। ফকিরগঞ্জ, রংপুর,

সাগান্না গ্রামে সমলয় পদ্ধতিতে বোরো ধান চাষাবাদের উদ্বোধন

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি, শ্রমিক সংকট নিরসন, সময় অপচয়রোধ ও অতিরিক্ত খরচ রোধে সমলয় পদ্ধতিতে বোরো ধান চাষাবাদের উদ্বোধন করা হয়েছে। সদর উপজেলার গাগান্না গ্রামের মাঠে রাইসপ্লান্টারের মাধ্যমে জমিতে ধানের চারা রোপন করে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত কৃষক সমাবেশে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্ঠী চন্দ্র রায়, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কৃষি কর্মকর্তা নূর-এ নবী, অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা জুনাইদ হাবীব, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মীর রাকিবুল ইসলাম। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন হলিধানী ইউনিয়ন উপ-সহকারী কর্মকর্তা মফিজ উদ্দিন, স্থানীয় কৃষক মতিয়ার রহমান প্রমুখ।আয়োজকরা জানায়, সরকারি ভাবে কৃষি প্রণোদনার আওতায় গাগান্না গ্রামের ১১৫ জন কৃষকের ১৫০ বিঘা জমিতে সমলয় পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হবে। এই পদ্ধতিতে বীজতলা ও ধানের চারা রোপণে ব্যবহার করা হচ্ছে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি। ফলে কৃষিতে খুলছে এক নতুন দুয়ার। আয়োজকরা আরও জানান, প্রচলিত রীতিতে বীজতলা তৈরি না করে জমি ও সময় অপচয়রোধে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের যুগোপযোগী পদ্ধতি হচ্ছে 'সমলয়' চাষ। স্বল্প জমিতে প্লাস্টিকের ফ্রেম বা ট্রে-তে লাগানো যায় ধানের বীজ। ২০ থেকে ২৫ দিনের মধ্যে চারা হয়। রাইস ট্রান্সপ্ল্যান্টারের মাধ্যমে ধানের চারা রোপণ করলে সময় কম লাগবেঃ এতে উৎপাদন খরচ ও শ্রমিক সংকট দূর হবে। কৃষকরা আরও লাভবান হবেন।

ঘোড়াঘাটে মালিককে বেঁধে রেখে গরু ডাকাতি

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে গরুর মালিককে বেঁধে রেখে ২টি বিদেশী গরু ডাকাতি করে নিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। জানা যায়, ঘোড়াঘাট উপজেলার চেংগ্রামের মৃত অফুর উদ্দিনের ছেলে সাবদুল মিয়া তার ২টি ফ্রিজিয়ান বিদেশী ১টি গাভী ও ১টি বকনা গরু সে সন্ধ্যায় গোয়াল ঘরে রেখে রাতে খাওয়া শেষে ঘুমিয়ে পড়ে। একই রাত আনুমানিক দেড়টার দিকে একই গ্রামের ৩ জন ব্যক্তি তাকে তার বাড়িতে গিয়ে ডেকে তোলে আলাপ করার সময় ৫-৬ জনের একদল ডাকাত অতর্কিত হামলা করে সাবদুল মিয়াকে আটক করে তার হাত পা বেঁধে ফেলে।

ফুলবাড়ীতে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণমূলক গল্পের আসর

ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে শিশু-কিশোরদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানাতে ও সেই চেতনা তাদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে "এসো মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনি" গল্প শোনার আসরের আয়োজন করা হয়। "আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের তিপ্পান্ন বছর" এই স্লোগানকে সামনে রেখে ফুলবাড়ীতে মৃত্তিকা খেলা ঘরের উদ্যোগে বেগম আফতাবুনেছা মাল্টিমিডিয়া স্কুল মাঠে শিশু-কিশোরদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণমূলক বাস্তব গল্প শোনার আসরের আয়োজন করা হয়। পরে সেখানে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা অংশ গ্রহণ করেন। স্মৃতিচারণ করে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনান কেন্দ্রীয় খেলা ঘরের সদস্য ও জেলা কমিটির উপদেষ্টা নূরল মতিন সৈকত।

প্রসক্লাব রাজারহাটের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

রাজারহাট, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : প্রেসক্লাব রাজারহাট কার্যালয়ে মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রেসক্লাবের সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস (দৈনিক খোলা কাগজ) এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক প্রহলাদ মন্ডল সৈকতের (দৈনিক করতোয়া, দৈনিক যায়যায়দিন ও দি ডেইলি অবজারভার) সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন আমিনুল ইসলাম(দৈনিক সংগ্রাম), এম আজিজুল হক(দৈনিক জনতা ও আইএনবি), ইমতিয়াজুল ইসলাম লাভলু (দৈনিক সকালের বাণী)।

ছাগলছানা কোলে নিয়ে ঘরে ফিরছে শিশু। হারাটি, রংপুর

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মেসির জন্য বার্সেলোনা ছেড়েছিলেন নেইমার!

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০১৭ সালে তোলপাড় করা একটি দলবদল দেখেছে ফুটবলবিশ্ব। বার্সেলোনা ছেড়ে ইতিহাসের রেকর্ড সর্বোচ্চ ২২২ মিলিয়ন ইউরোতে পিএসজিতে গিয়েছিলেন ব্রাজিল ফরোয়ার্ড নেইমার জুনিয়র। সেই সময় তার এই দলবদলের পেছনে মূলত অর্থের ভূমিকাই বেশি বলে মনে করা হয়েছিল। তবে ব্রাজিল তারকার বাবা নেইমার সান্তোস সিনিয়র জানালেন ভিন্ন কথা, লিওনেল মেসির জায়গা ছেড়ে দিতেই নাকি বার্সা ছাড়েন নেইমার! এই ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার বার্সায় থাকতে মেসি ও লুইস সুয়ারেজের সঙ্গে তার ছিল 'এমএসএন'ত্রয়ীর শক্তিশালী আক্রমণ বিভাগ। যা যেকোনো প্রতিপক্ষের রাতের ঘুম হারামে যথেষ্ট ছিল। ব্যক্তিগতভাবেও অর্জনের পাল্লা ভারী করার সুযোগ ছিল নেইমারের সামনে। তবে নিজেদের সাজানো সেই ফরম্যাট ভেঙে তিনি পাড়ি জমান ফরাসি ক্লাব পিএসজিতে। নেইমারের ক্যাম্প ন্যু ছাড়ার সেই সিদ্ধান্তটি অবাক করেছে কাতালান ভক্তদের। এমনকি টাকার লোভে ব্রাজিল তারকা ক্লাব ছাড়ছেন বলেও সমালোচনা হয়েছিল ব্যাপক। গড়িয়েছে অনেক সময়, নেইমারও পিএসজি ছেড়ে যোগ দিয়েছেন সৌদি ক্লাব আল হিলালে। তবে বার্সা ছাড়ার বিষয়ে সেভাবে তাদের কথা বলতে দেখা যায়নি। সম্প্রতি 'জোতা জোতা পডকাস্ট' অনুষ্ঠানে নেইমারের বাবা বলেন, 'পিএসজিতে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি তারই (নেইমার) ছিল, ওই মুহূর্তে পরিবর্তন চেয়েছিল সে। আমরাও কঠিন পরিস্থিতিতে ছিলাম, কারণ জানতাম না বার্সার স্পোর্টিং ম্যানেজমেন্টের ভাবনায় কী ছিল। মনে হচ্ছিলু ক্লাব মেসির জায়গায় নেইমারকে চায়, কিন্তু তাতে সে রাজি নয়। তাই সে ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়, সেটা যেকোনো জায়গা হতে পারে। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম সেই বার্সাতেই থাকুক।' নেইমার সিনিয়রের চাওয়ার সত্ত্বেও ছেলে মেসির কারণে বার্সা ছাড়েন বলেও উল্লেখ করেন তিনি, 'নেইমার দল ছেড়েছিল কারণু মেসির জায়গা দখল করে সে বার্সার সবচেয়ে বড় তারকা হতে চায়নি।' বার্সার প্রতি নেইমার সবসময়ই অনুগত ছিল বলে দাবি তার বাবার। এমনকি বড় বেতনে রিয়াল মাদ্রিদ প্রস্তাব দিলেও নাকি ক্যাম্প ন্যুতে খেলার স্বপ্ন পূরণেই কাতালান ক্লাবটিতে যোগ দেন নেইমার। নেইমার সান্তোস সিনিয়র জানান, 'বার্সেলোনার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্তটিও সম্পূর্ণ সেই নিয়েছিল। আমার হাতে বার্সা এবং মাদ্রিদ দুই দলেরই প্রস্তাব ছিল। মাদ্রিদের প্রস্তাব ছিল বার্সার চেয়ে তিন গুণ বড়। কিন্তু সে তাদের না করে দেয়, কারণ সে চেয়েছিল তাদের (মেসি ও সুয়ারেজ) সঙ্গে খেলতে। বার্সেলোনার হয়ে খেলার স্বপ্ন ছিল তার।' নেইমারের ৪ বছর পর মেসিও বার্সা ছেড়ে যোগ দিয়েছিলেন পিএসজিতে। ফলে আবারও দুই পুরোনো সতীর্থ একসঙ্গে বিনোদিত করেছেন ফুটবলবিশ্বকে। যদিও ক্লাবটিতে তাদের সময়টা সুখকর ছিল না। পিএসজির টিম ম্যানেজমেন্ট ও কিলিয়ান এমবাপের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় দুজনেরই। এরপর ২০২৩ সালে পিএসজি ছেড়ে মেসি মায়ামি এবং নেইমার পাড়ি জমান সৌদিতে।

প্রথম টেস্টে থাকবেন না রশিদ খান

স্পোর্টস ডেস্ক : দীর্ঘদিন পর টেস্ট দলে ফিরেছিলেন। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে বক্সিং ডে টেস্ট দিয়ে সাদা পোশাকে মাঠে ফেরার কথা থাকলেও প্রথম টেস্টে খেলা হচ্ছে না রশিদের। পরবর্তীতে আফগানদের স্কোয়াডে যুক্ত হয়েছেন এএম গাজানফার। ২০২১ সালে সর্বশেষ আফগানদের হয়ে টেস্ট খেলেছেন রশিদ। চোট ও বিশ্রামের কারণে এরপর থেকে আর টেস্টে খেলা হয়নি তার। মেডিকেল বিভাগের পরামর্শে লাল বলের ক্রিকেট থেকে বিরতি নিয়েছিলেন। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজে খেলা নিয়ে শঙ্কা থাকলেও ১৮ সদস্যের দলে ছিলেন রশিদ। ব্যক্তিগত কারণে প্রথম টেস্টে থাকছেন না রশিদ। তবে দ্বিতীয় টেস্টে খেলবেন এই তারকা। আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এরপর এএম গাজানফারকে দলে যুক্ত করার ঘোষণা দেয় আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। আফগানিস্তানের হয়ে ১১টি ওয়ানডে খেলেছেন এই স্পিনার। ১৩.৫৭ গড়ে শিকার করেছেন ২১ উইকেট। এখনো টেস্ট ও টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক না হলেও আইপিএলে খেলেছেন গাজানফার। এক বিবৃতিতে এসিবি জানিয়েছে, 'আফগানিস্তান জাতীয় দলের প্রতিভাবান স্লো বোলার এএম গাজানফারকে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে আসন্ন দুই টেস্টের জন্য দলে যুক্ত করা হয়েছে।' রশিদ খেলতে না পারলেও হাশমতউল্লাহ শহীদির নেতৃত্বে বেশ শক্তিশালী দল নিয়ে মাঠে নামবে আফগানিস্তান। দলে আছেন সেদিকুল্লাহ আতাল, ইসমত আলমর মতো তরুণরা, পাশাপাশি বাহির শাহ, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, রহমত শাহর মতো পরীক্ষিতরা দলকে শক্তিশালী করবেন। আজ বৃহস্পতিবার সিরিজের প্রথম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে বুলাওয়েতে। এরপর আগামী ২ জানুয়ারি দ্বিতীয় টেস্টে মুখোমুখি হবে দুই দল।

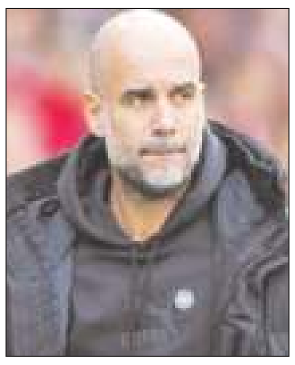

এভারটনকেও এখন ভয় পাচ্ছে ম্যানসিটি

স্পোর্টস ডেস্ক : এভারটনের বিপক্ষে জয়ের পাল্লাটা অবশ্য ম্যানচেস্টার সিটির দিকেই ভারী। ২০১৭ সালের আগস্ট থেকে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এভারটনের বিপক্ষে ১৫ ম্যাচ খেলেছে ম্যানসিটি। তার মধ্যে একটিতেও হারেনি স্কাই ব্লুজরা। জিতেছে ১৩টি, ড্র করেছে ২টিতে। গেল ৭ বছরে ১৫ ম্যাচের মধ্যে ১৩ টিতেই হারানো এভারটনকেও এখন ভয় পায় ম্যানসিটি। ঠিক কতোটা দৈন্যদশার মধ্যে আছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। আজ বৃহস্পতিবার বক্সিংডেতে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যায় এভারটনের মুখোমুখি হবে ম্যানসিটি। ঘরের মাঠের এই ম্যাচের আগে গতকাল বুধবার সংবাদ মাধ্যমকে পেপ গার্দিওলা বলেছেন এভারটন তাদের চেয়েও ভালো অবস্থায় রয়েছে। গার্দিওলা বলেন, 'তারা আসলে যথাযথ প্রতিপক্ষ নয়। তাদের বিপক্ষে আমাদেরকেই সেরাটা দিয়ে খেলতে হবে। যদিও সেরা ফর্মে ফিরতে কিছুটা সময় লাগবে আমাদের। তার আগে আমাদেরকে জিততে হবে। যত দ্রুত সম্ভব জয়ে ফিরতে হবে। আমরা এভারটনের মুখোমুখি হব। বর্তমানে তারা ভালো অবস্থানে রয়েছে। তাদের রেজাল্ট ও পারফরম্যান্সই সেটার প্রমাণ।' ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট টেবিলে সপ্তম স্থানে আছে ম্যানসিটি। ১৭ ম্যাচ থেকে তাদের সংগ্রহ মাত্র ২৭ পয়েন্ট। অন্যদিকে ১৬ ম্যাচ থেকে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে লিভারপুল। এভারটন অবশ্য আছে ১৫তম অবস্থানে। তবে সবশেষ দুই ম্যাচে তারা টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে থাকা চেলসি ও তৃতীয় অবস্থানে থাকা আর্সেনালের সঙ্গে ড্র করেছে। সে কারণেই গার্দিওলার ম্যানসিটির সমীহ পাচ্ছে তারা।

পিএসএলে নাম দিলেন মুস্তাফিজ

স্পোর্টস ডেস্ক : পাকিস্তান সুপার লিগের আসন্ন মৌসুমের প্লেয়ার্স ড্রাফটে নাম দিয়েছেন মুস্তাফিজুর রহমান। এবার আইপিএলের সময়ে চলবে পিএসএল এবং আইপিএলে মুস্তাফিজ অবিক্রীত থাকায় তাকে দলে টানার ব্যাপারে আগ্রহী হতে পারে পিএসএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। গত কয়েক বছরে দারুণ পারফরম্যান্সে আইপিএলে নিয়মিত মুখে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের কাটার মাস্টার মুস্তাফিজুর রহমান। তবে আইপিএলের আসন্ন আসরে দেখা যাচ্ছে না মুস্তাফিজকে। আইপিএলের নিলাম থেকে ফিজকে দলে ভেড়াতে আগ্রহ দেখায়নি কোনো দল। বাংলাদেশের অন্য কোনো ক্রিকেটারও দল পাননি আইপিএলে। ফলে আইপিএলের আসন্ন মৌসুম নিয়ে বাংলাদেশিদের মাঝে আগ্রহ কিছুটা কমই থাকবে। আইপিএলে দল না পেলেও পিএসএলে দল পাওয়ার বেশ ভালো রকমের সম্ভাবনা রয়েছে মুস্তাফিজের। পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি চলবে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে মার্চের শুরুর সময় পর্যন্ত। যে কারণে এবার পিএসএল মাঠে গড়াবে আইপিএলের সময়ে। পরের মৌসুমগুলোতেও আইপিএলের সময়েই পিএসএল আয়োজনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে পিসিবি। যার ফলে আইপিএলে দল না পাওয়া ক্রিকেটারদের দলে ভেড়ানোর সুযোগ পাবে পিএসএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। পিএসএলের ড্রাফটে এবার নাম দিয়েছেন বাংলাদেশের মুস্তাফিজুর রহমান। আইপিএলে যেহেতু ফিজ দল পাননি এবং বিশ্ব ক্রিকেটে বেশ খ্যাতি রয়েছে ফিজের, সেক্ষেত্রে পিএসএলের যেকোনো দলের জন্যই বেশ ভালো পছন্দ হতে পারেন তিনি। এছাড়া আইপিএল চলার সময়ে আন্তর্জাতিক সিরিজও প্রায় থাকে না বললেই চলে। বেশিরভাগ ক্রিকেটার ব্যস্ত থাকেন আইপিএলে। যেহেতু আইপিএলে মুস্তাফিজ নেই, সুযোগটা তাই লুফে নিতে পারে পিএসএলের যেকোনো দল। যদিও ক্রিকেটারদের এনওসি দেওয়া নিয়ে বিসিবির নীতিমালা অনেক সময়ই প্রশ্ন তুলেছে। তবে পিএসএলের ড্রাফটে মুস্তাফিজ দল পেলে তা বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্যই বেশ বড়সড় ব্যাপার হতে যাচ্ছে। এছাড়া পিএসএলের আগে পাকিস্তানের মাটিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলবে ৮ দল। সেখানে বাংলাদেশের স্কোয়াডে নিশ্চিতভাবেই থাকবেন মুস্তাফিজ। বল হাতে আইসিসির ইভেন্টে আলো ছড়াতে পারলে নিশ্চিতভাবেই পিএসএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিরা আরও বেশি আগ্রহী হবেন ফিজকে নিয়ে। সেই সাথে আইপিএলে অবিক্রীত থাকার বাড়তি সুবিধা তো থাকছেই।

আবারও দুঃসংবাদ বার্সা শিবিরে

স্পোর্টস ডেস্ক : একে তো লা লিগার শীর্ষস্থান হাতছাড়া হয়েছে, তার ওপর লামিনে ইয়ামালের মতো বড় তারকার ইনজুরি। সবমিলিয়ে বেশ বাজে সময় পার করছে বার্সেলোনা। সেই ক্ষতি পুষিয়ে ওঠার আগেই হ্যান্সি ফ্লিকের দল নতুন দুঃসংবাদ পেয়েছে। মাংসপেশীর চোটের কারণে স্কোয়াড থেকে ছিটকে গেছেন তরুণ স্ট্রাইকার ফেররান তোরেস। এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে কাতালান ক্লাবটি। নিজেদের সবশেষ ম্যাচে বার্সা অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে হেরেছিল। সেই ম্যাচ শেষে তোরেস মাংসপেশীতে অস্বস্তিবোধ করছিলেন। যদিও ওই সময় চোট গুরুতর কিছু মনে হয়নি তার। পরে গত মঙ্গলবার সকালে ডক্টর প্রুনার তত্ত্বাবধানে আরেক দফা পরীক্ষা করার ২৪ বছর বয়সী তোরেসের চোট নিশ্চিত হওয়া গেছে। অ্যাতলেটিকো ম্যাচে কেবল ৩৫ মিনিট খেলেছেন তোরেস, তাতেই বার্সা শিবির বড় ধাক্কা খেয়েছে। যদিও মৌসুমে কেবল একটি ম্যাচে শুরুর একাদশে ছিলেন আক্রমণভাগের এই স্প্যানিশ ফুটবলার। ৫ ম্যাচে এখন তার গোল ৪টি। আগে থেকেই চোটগ্রস্ত ছিল বার্সেলোনা, সেই তালিকায় নতুন নামটি তোরেসের। আগে থেকেই চোটের কারণে মাঠের বাইরে আছেন ক্লাবটির প্রধান গোলরক্ষক টের স্টেগান, বার্নাল ও ক্রিস্টেনসেন। বিবৃতিতে বার্সেলোনা জানিয়েছে, 'প্রথম দলের খেলোয়াড় ফেররান তোরেস গত শনিবারের ম্যাচটি পেশীতে অস্বস্তি নিয়ে শেষ করেছিলেন। এই অস্বস্তি পরেও অনুভূত হওয়ায় তার একটি এমআরআই করা হয়। ডান পায়ের সোলেস পেশীতে একটি ছোট আঘাত পেয়েছেন তিনি। আঘাত কাটিয়ে ওঠার ভিত্তিতে তাকে পাওয়ার বিষয়টি নির্ধারিত হবে।' এদিকে, ১৫ ডিসেম্বর লেগানেসের বিপক্ষে ম্যাচে অ্যাঙ্কলে চোট পেয়েছেন লামিনে ইয়ামাল। তবে অল্প সময়ের ব্যবধানে একই অ্যাঙ্কলে চোট পেয়ে দ্বিতীয়বারের মতো মাঠের বাইরে ছিটকে গেছেন ২০২৪এর স্প্যানিশ গোল্ডেন বয় পুরস্কারজয়ী ফরোয়ার্ড। লেগানেসের বিপক্ষে ম্যাচের ১৬ মিনিটে শক্ত ট্যাকলের শিকার হন তিনি। অ্যাঙ্কেলে চোট পাওয়ার পরও খেলা চালিয়ে গেছেন। পরে ম্যাচের ৭৬ মিনিটে বাধ্য হয়ে মাঠ ছাড়তে হয় তাকে। সবমিলিয়ে

দাঁড়াচ্ছে যে আগামী জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের আগে মাঠে ফেরা হচ্ছে না ইয়ামালের। নতুন করে চোটে পড়া তোরেসকে বারবাস্ত্রোর বিপক্ষে কোপা দেল রের ম্যাচে পাওয়া যাবে না। এমনকি অ্যাথলেটিক ক্লাবের বিপক্ষে স্প্যানিশ সুপার কাপের সেমিফাইনালেও তাকে পাওয়া নিয়ে শঙ্কা রয়েছে। লা লিগার টেবিলে বর্তমানে তিনে অবস্থান ৩৮ পয়েন্ট পাওয়া বার্সার। তাদের চেয়ে এক ম্যাচ কম খেলে ৪১ ও ৪০ পয়েন্ট নিয়ে যথাক্রমে অবস্থান অ্যাতলেটিকো ও রিয়াল মাদ্রিদের।

লাইফস্টাইল

শীতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে এই খাবারগুলো

লাইফস্টাইল ডেস্ক : সুস্থ ইমিউন সিস্টেম রোগ সৃষ্টিকারী রোগ-জীবাণুকে দূরে রাখে এবং শরীরকে দক্ষতার সাথে কাজ করতে সাহায্য করতে পারে। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের পাশাপাশি ভিটামিন, খনিজ, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি সমৃদ্ধ সুষম খাদ্য ঋতু সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। ভিটামিন সি এবং ডি, সেইসাথে জিঙ্ক এবং সেলেনিয়াম সমৃদ্ধ খাবার ইমিউন সিস্টেম ভালো রাখে। এ ধরনের খাবার যেকোনো পুষ্টির শূন্যতা পূরণ করতে এবং মৌসুমী অসুস্থতার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য শরীরের ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে। ভিটামিন সি, ভিটামিন সি ইমিউন প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং রোগ-জীবাণুর বিরুদ্ধে ত্বকের বাধাকে শক্তিশালী করে। গুরুত্বপূর্ণ এই ভিটামিন অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায়, জীবাণু দূর করে নিউট্রোফিলের মতো রোগ প্রতিরোধক কোষের কার্যকলাপ বাড়ায়। এটি বি- এবং টি-কোষের বিকাশও বাড়িয়ে তোলে। ভিটামিন সি-এর ঘাটতি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে, সংক্রমণের সংবেদনশীলতা বাড়ায়, অন্যদিকে সংক্রমণ ভিটামিন সি-এর মাত্রা আরও কমিয়ে দেয়। তাই এসময়ে প্রতিদিন প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি গ্রহণ করা জরুরি। জিঙ্ক, জিঙ্ক ইমিউন ফাংশনের জন্য অপরিহার্য এবং এর

নিয়ন্ত্রণ ইমিউন সিস্টেমকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে। ট্রান্সপোর্টার এবং নিয়ন্ত্রকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সঠিক পরিমাণ জিঙ্ক মনোসাইট, টি-সেল, বি-কোষ এবং প্রাকৃতিক ঘাতক কোষের মতো ইমিউন কোষগুলির বেঁচে থাকা, বৃদ্ধি এবং কার্যকারিতা বজায় রাখে। জিঙ্কের ঘাটতি এই প্রক্রিয়াগুলোকে ব্যাহত করে, সহজাত এবং অভিযোজিত প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে। এর তীব্র ঘাটতি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করে, দীর্ঘস্থায়ী ঘাটতি প্রদাহ বাড়ায় এবং প্রো-ইনফ্ল্যামেটরি সাইটোকাইন উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়, যা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের মতো প্রদাহজনিত রোগের কারণ হতে পারে। ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং পেশীর স্বাস্থ্যের মতো অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছাড়াও, ভিটামিন ডি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও ভূমিকা পালন করে। ভিটামিন ডি-এর অভাবে মারাত্মক সব সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ফাইবার সমৃদ্ধ যে খাবারগুলো প্রতিদিন খাওয়া উচিত

লাইফস্টাইল ডেস্ক : আমরা বেশিরভাগই মনে করি যে উচ্চ-প্রোটিন, উচ্চ-ফাইবার বা অন্যান্য পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার নিয়মিত খাওয়া কঠিন হতে পারে। কিন্তু আমাদের আমাদের পরিচিত অনেক খাবারই এই প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে। নিয়ন্ত্রিত ওজন, ভালো হজম, এমনকী হার্টের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে চান তবে আপনার ডায়েটে ফাইবারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। সেজন্য দূরে যাওয়ার দরকার নেই। চলুন জেনে নেওয়া যাক ফাইবার সমৃদ্ধ পরিচিত কিছু খাবার সম্পর্কে- ১. মসুর ডাল : উদ্ভিদ-ভিত্তিক প্রোটিনের উচ্চ উৎস হওয়ার পাশাপাশি মসুর ডাল ফাইবারেও সমৃদ্ধ। এটি আমাদের খাবারের তালিকায় নিয়মিতই থাকে। ডালে পাওয়া ফাইবার এবং কার্বোহাইড্রেট দীর্ঘায়িত শক্তি এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য পেট ভরিয়ে রাখতে সাহায্য করে। ২. কলা : কলা ফাইবারের একটি উচ্চ উৎস। কলায় পাওয়া অদ্রবণীয় ফাইবার হজমকে ধীর করার প্রবণতা রাখে যার ফলে কলা খেলে তা দীর্ঘ সময়ের পেট পূর্ণ করে রাখে। এছাড়াও যুক্তরাজ্যের লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের করা একটি গবেষণা অনুসারে, কলার মতো ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার কার্ডিওভাসকুলার এবং করোনারি হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। ৩. গোটা শস্য : গোটা শস্যের অসংখ্য উপকারিতার মধ্যে একটি হলো এটি অদ্রবণীয় ফাইবারের কার্যকরী উৎস। অদ্রবণীয় ফাইবার মলের পরিমাণ বাড়ায়। এটি কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো পেটের সমস্যা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

নতুন বছরে যে ৫ পরিবর্তন আপনাকে সুস্থ রাখবে

লাইফস্টাইল ডেস্ক : নতুন বছর হলো রিসেট করার এবং সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ওপর ফোকাস করার উপযুক্ত সময়। আমাদের স্বাস্থ্য এর মধ্যে অন্যতম। স্বাস্থ্যের উন্নতির অর্থ সব সময় কঠোর পরিবর্তন করা বা কঠোর রুটিন অনুসরণ করা বোঝায় না। কখনো কখনো আপনার দৈনন্দিন অভ্যাসের ছোট, সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবর্তন ধীরে ধীরে বড় ইতিবাচক পার্থক্য তৈরি করতে পারে। দৈনন্দিন জীবনে ৫টি সহজ এবং কার্যকরী পরিবর্তন আপনাকে সুস্বাস্থ্য এনে দেবে। প্রতিদিন সকালে এক গ্লাস গরম পানি পান করুন, দিনের শুরুতে এক গ্লাস গরম পানি পান করলে তা শরীরের অনেক উপকার করে। এই সহজ ক্রিয়া হজমের উন্নতি করে, বিপাক বাড়ায় এবং টক্সিন দূর করতে সাহায্য করে। এছাড়াও হালকা গরম পানি উন্নত হাইড্রেশন বৃদ্ধি করে। এটি উজ্জ্বল ত্বক এবং সাধারণ জীবনীশক্তির জন্য অপরিহার্য। ভিটামিন সি কন্টেন্ট বাড়াতে এবং এর ক্লিনজিং এফেক্টকে শক্তিশালী করতে এই পানির সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে নিন। প্রতি ঘণ্টায় ১০ মিনিটের বিরতি নিন, যদি দীর্ঘ সময় বসে থাকার কাজ করেন তবে প্রতি ঘণ্টায় মাত্র ১০ মিনিটের জন্য দাঁড়ানো এবং ঘোরাঘুরি করার অভ্যাস করুন। এই মিনি-ব্রেক রক্ত? সঞ্চালন উন্নত করে এবং দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার ক্ষতিকারক প্রভাব প্রতিরোধ করে। এসময় দ্রুত হাঁটতে পারেন বা কয়েকটি সাধারণ ব্যায়ামও করতে পারেন। এই অভ্যাস হার্টের স্বাস্থ্যকে রক্ষা করবে এবং শক্তির মাত্রা বাড়াবে। চিনির বদলে স্বাস্থ্যকর খাবার, চিনিযুক্ত খাবার খাওয়ার লোভ আপনার সুস্বাস্থ্যের পথে বাধা হতে পারে। চিনি যুক্ত খাবারের পরিবর্তে বাদাম, ফল বা বীজের মতো স্বাস্থ্যকর খাবার বেছে নিন। বাদামে থাকে প্রোটিন এবং স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, এছাড়া বেরি জাতীয় ফল রক্তে শর্করার বৃদ্ধি ছাড়াই মিষ্টি স্বাদ দিতে পারে। এই ছোট অদলবদলগুলো আপনার শক্তিকে স্থির রাখতে পারে এবং অনায়াসে আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। প্রতিদিন ধ্যান এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করুন, স্ট্রেস মানসিক এবং শারীরিক উভয় স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে। প্রতিদিন মাত্র ৫-১০ মিনিটের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুশীলন চাপ কমাতে, রক্তচাপ কমাতে এবং ফোকাস উন্নত করতে পারে। এই সাধারণ অভ্যাস নিয়মিত মেনে চললে তা আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে শান্ত থাকতে সাহায্য করতে পারে। প্রতিদিন কিছুক্ষণ রোদে হাঁটুন, প্রতিদিন কয়েক মিনিট রোদে থাকলে বা হাঁটলে তা আপনার ঘুমের গুণমান এবং ভিটামিন ডি-এর মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করবে। এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

খালি পেটে হালকা গরম পানিতে লেবু মিশিয়ে খাচ্ছেন? জেনে নিন কী হয়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : হালকা গরম পানিতে লেবুর রস মিশিয়ে পান করার মাধ্যমে দিন শুরু হয় অনেকেরই। এটি সকালে খালি পেটে পান করার কিছু উপকারিতার কথাও শুনতে পাওয়া যায়। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি সবার জন্য সমান উপকারী না-ও হতে পারে। বিশেষ করে যাদের গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা রয়েছে। এর বাইরে এই পানীয় পান করলে মিলবে অনেক উপকারিতা। আপনার যদি এ ধরনের সমস্যা না থাকে তবে নিয়মিত খালি পেটে লেবু পানি পান করতে পারেন। চলুন জেনে নেওয়া যাক খালি পেটে লেবুর রস মেশানো হালকা গরম পানি পান করলে কী হয়- ১. ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, যারা ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে চান তাদের জন্য লেবু পানি একটি দরকারি উপাদান হতে পারে। লেবুতে পাওয়া সাইট্রিক অ্যাসিড হাইড্রেশনের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিপাকীয় হারকে বাড়িয়ে তোলে।

সকালে হাইড্রেটেড থাকা নিশ্চিত করে যে আপনার শরীরের সর্বোত্তমভাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় তরল রয়েছে, যা বিপাকীয় প্রক্রিয়াগুলোকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। ২. হজমে সাহায্য করে, গরম পানি দিয়ে দিন শুরু করার অভ্যাস আপনার পাচনতন্ত্রকে কিকস্টার্ট করতে সাহায্য করে। উষ্ণ তরল, বিশেষ করে পানি এবং খাদ্যকে আরও কার্যকরভাবে ভাঙতে সাহায্য করে। এদিকে, লেবুর উচ্চ সাইট্রিক অ্যাসিড উপাদান হজমের রস উৎপাদনকে উদ্দীপিত করে, যা হজম প্রক্রিয়াটিকে মসৃণ এবং দক্ষ করে তোলে।

প্রতিদিন পেস্তা বাদাম খাবেন যে কারণে

লাইফস্টাইল ডেস্ক : প্রতিদিন বাদাম খাওয়ার অসংখ্য স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। এর মধ্যে পেস্তা বাদাম দেখতে যেমন সুন্দর খেতেও তেমনই সুস্বাদু। আপনি কি জানেন যে এই বাদাম অন্যান্য সাধারণ বাদামের তুলনায় অনেক বেশি পুষ্টিকর? হার্টের স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে ওজন নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত, খাদ্যতালিকায় পেস্তা আপনার সামগ্রিক সুস্থতা বাড়াতে একটি সহজ এবং সুস্বাদু সংযোজন হতে পারে। **পেস্তা কেন? :** পেস্তায় প্রচুর প্রয়োজনীয় পুষ্টি রয়েছে যা সামগ্রিক স্বাস্থ্যকে ভালো রাখতে করে। ২৮ গ্রাম পেস্তায় প্রায় ১৬০ ক্যালোরি, ৬ গ্রাম প্রোটিন, ১৩ গ্রাম স্বাস্থ্যকর ফ্যাট এবং ৩ গ্রাম ডায়েটারি ফাইবার থাকে। এটি ভিটামিন বি, ভিটামিন ই, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস এবং পটাসিয়াম সহ ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থে পরিপূর্ণ। **হার্টের স্বাস্থ্য ভালো রাখে :** হৃদরোগ বিশ্বব্যাপী একটি স্বাস্থ্য উদ্বেগ। প্রতিদিনের খাবারে পেস্তা যোগ করলে তা এই ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। এই বাদামে প্রচুর পরিমাণে মনোস্যাচুরেটেড এবং পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট রয়েছে।

শীতে ঠান্ডা-জ্বরে ভুগলে

লাইফস্টাইল ডেস্ক : শীতের এই সময়টাতে অনেকেই ঠাণ্ডা-জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছেন। সুস্থ থাকতে এখন থেকেই শরীরের যত্ন নিতে হবে। না হলে শীত বাড়তে থাকলে এ হালকা ঠান্ডা-জ্বর আর হালকা থাকবে না। কাশি-শ্বাসকষ্ট এমনকি নিউমোনিয়াও হতে পারে। জ্বর হলে, জ্বর হলে দু-একদিন বিশ্রাম নিন, আক্রান্ত ব্যক্তির গ্লাস, প্লেট, তোয়ালে, বালিশ, চিরুনি অবশ্যই আলাদা করে দিন, যদি নাকবন্ধ থাকে, গরম পানিতে সামান্য মেন্থল দিয়ে শ্বাস নিন, গোসলে হালকা গরম পানি ব্যবহার করুন, গোসলের পর খুব ভালো করে শরীর-মাথা মুছে নিন, হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে চুল শুকিয়ে নিন, সর্দি হলে নাকে অলিভ অয়েল বা পেট্রোলিয়াম জেলি লাগিয়ে নিন, জ্বর হলে সাধারণত খাবার খাওয়ার রুচি থাকে না, না খেলে আরও অসুস্থ হয়ে যাবেন, এ সময় তরল খাবার বেশি বেশি খেতে হবে, ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল (লেবু, কমলা, আমলকী, পেয়ারা) খান, ধুলাবালি থেকে দূরে থাকুন, হাত সব সময় পরিষ্কার রাখুন, ছোটদের সকালে স্কুল থাকলে এখন থেকেই হালকা শীতের পোশাক পরিয়ে দিন। বড়রাও সঙ্গে শীতের পোশাক রাখুন, সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় ঠান্ডা বাতাসে কষ্ট হবে না।

শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ কামরুল হাসান বলেন, এ সময়ের হালকা ঠাণ্ডা-জ্বর এমনিতেই ভালো হয়ে যায়। তবে জ্বর যদি খুব বেশি হয়, সঙ্গে শ্বাসকষ্ট থাকে তাহলে, দিনে অন্তত চারবার জ্বর মেপে লিখে একটি চার্ট করে রাখুন। তিনদিনের মধ্যেই কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। চিকিৎসকের পরামর্শ ছকোনো ওষুধ না গ্রহণ না করার পরামর্শ দেন তিনি।